জাগোবাংলা

মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

e-paper :www.epaper.jagobangla.in /DigitalJagoBangla /jagobangladigital /jago_bangla www.jagobangla.in

হাইকোর্টের নির্দেশ

বছরে ২ বার ফিটনেস ও পলিউশন পরীক্ষার রিপোর্ট ঠিক থাকলেই পথে নামতে পারবে বাস। হাইকোর্টের নির্দেশ। এর ফলে কলকাতা ও শহরতলিতে বাসের সংখ্যা কমার আশঙ্কা মিটল

বাড়বে তাপমাত্রা

পশ্চিমি শীতল হাওয়ার প্রবেশের ফলে স্বাভাবিকের নিচে নেমেছিল তাপমাত্রা। তবে এবার পুবালি হাওয়ার প্রবেশের কারণে তাপমাত্রা ফের বাড়তে চলেছে। রবিবার থেকে দু'-তিন ডিগ্রি বাড়তে পারে তাপমাত্রা

এজরা স্ট্রিটে বিধ্বংসী আগুন ঘটনাস্থলে সুজিত ও ফিরহাদ

বেঙ্গল সাফারি পার্কে রেকর্ড আয়, শুরু হবে লায়ন সাফারি

বর্ষ - ২১, সংখ্যা ১৭১ ● ১৬ নভেম্বর, ২০২৫ ● ২৯ কার্তিক ১৪৩২ ● রবিবার ● দাম - ৪ টাকা ● ২০ পাতা ● Vol. 21, Issue - 171 ● JAGO BANGLA ● SUNDAY ● 16 NOVEMBER, 2025 ● 20 Pages ● Rs-4 ● RNI NO. WBBEN/2004/14087 ● KOLKATA

জঙ্গলমহল থেকে উত্তর আদিবাসী উন্নয়নে কাজ

বিরসা মুন্ডাকে শ্রদ্ধা নেত্রী ও অভিষেকের

প্রতিবেদন : আদিবাসী সমাজের প্রাণপুরুষ বিরসা মুন্ডার সার্ধশতবর্ষপূর্তিতে জঙ্গলমহলের উন্নয়নের কথা তুলে শ্রদ্ধা অর্পণ করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মুখ্যমন্ত্রী সোশ্যাল মিডিয়ায় লেখেন, বাংলার বীরপুত্র বিরসা মুন্ডাকে শ্রদ্ধা জানিয়ে আমরা তাঁর নামে একটি বিশ্ববিদ্যালয় করেছি। তাঁকে সম্মান জানাতে উত্তরবঙ্গে একটি কলেজও আমরা করেছি। শ্রদ্ধা জানান তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ও।

বিরসা মুন্ডার ১৫১তম জন্মজয়ন্তীতে নিজের সোশ্যাল হ্যান্ডেলে শ্রদ্ধা জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় লেখেন, জয় জোহার, মুন্ডা বিদ্রোহের বীর নেতা, ধরতি আবা ভগবান বিরসা মুন্ডার সার্ধশতবর্ষপূর্তিতে জানাই সশ্রদ্ধ প্রণাম। রাজ্যজুড়ে এই বিশেষ দিনটি যথাযোগ্য মর্যাদার সঙ্গে পালন করা হচ্ছে। তাঁকে শ্রদ্ধা জানাতে আগেই তাঁর জন্মদিনে সরকারি ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে। আদিবাসী সমাজের এই প্রাণপুরুষের নাম যুক্ত আছে জঙ্গলমহলে আমাদের একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে। তাঁকে সম্মান জানাতে উত্তরবঙ্গে তাঁর নামাঙ্কিত একটি (এরপর ১০ পাতায়)

বিজেপির তৈরি নির্মম চিত্রনাট্যে ভয়ের পরিবেশ

'সার'-পরিণামে মৃত্যু

প্রতিবেদন : এসআইআর-আতঙ্কে ফের মৃত্যু বাংলায়। এবার উত্তর ২৪ পরগনার দত্তপুকুরে। ফর্ম ফিল-আপের আতঙ্কে ব্রেন স্ট্রোকে আক্রান্ত হয়ে শনিবার সকালে প্রাণ হারালেন এক প্রৌঢ়। গুরুতর অবস্থায় তাঁকে এনআরএস মেডিক্যাল কলেজে এনে ভর্তি করা হয়। কিন্তু সেখানেই চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়। আবার, বাগুইআটিতেও এসআইআর-আতঙ্কে এক ব্যক্তির আত্মহত্যার চেষ্টার খবর মিলেছে।

এসআইআর-এর প্রক্রিয়া একজন সাধারণ গ্রামের মানুষের কাছে কতটা জটিল এবং দুশ্চিন্তার, আরও একবার তার প্রমাণ পাওয়া গেল। কখনও নামের বানান, কখনও ঠিকানার জটিলতায় ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় নাম থাকা ব্যক্তিরাও ফর্ম ফিলআপ নিয়ে হয়রানির সম্মুখীন হচ্ছেন। ধান্দাবাজ বিজেপি আর তার দালাল নির্বাচন কমিশনের ছড়ানো আতঙ্ক থেকেই প্রবল দুশ্চিন্তায় ভুগে কেউ আত্মহত্যা করছেন, কেউ অন্যভাবে প্রাণ হারাচ্ছেন। সেই তালিকায় এবার যোগ হল দত্তপুকুরের প্রৌঢ়ের নাম। খবর পেয়ে পরিবারের পাশে দাঁড়িয়েছে তৃণমূল। পাশে থাকার বার্তা দিয়েছেন জেলা নেতৃত্ব।

দত্তপুকুর থানার চাটুরিয়া এলাকার বাসিন্দা জিয়ার আলি (৬৫)। ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় তাঁর ও তাঁর পরিবারের সকলের নাম রয়েছে। সেইমতো তিনি এনুমারেশন ফর্মও পেয়েছেন। কিন্তু সেই ফর্ম পাওয়ার পর থেকেই তিনি দুশ্চিন্তায় পড়েন বলে দাবি পরিবারের। সমস্ত নথি থাকা সত্ত্বেও তাঁকে বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেওয়া হতে পারে বলে আশঙ্কায় ভুগছিলেন ওই প্রৌঢ়। বয়সের কারণে এমনিতেই অসুস্থ ছিলেন তিনি। তার উপর এসআইআর-এর ফর্ম ফিলআপ করতে গিয়ে যদি কোনও সমস্যা হয়, তা নিয়ে দুশ্চিন্তা করছিলেন।

পরিবারের সদস্যদের দাবি, ফর্মের বেশ কিছু ফটোকপি করে তিনি সঠিকভাবে ফর্ম ফিলআপ করার চেষ্টা চালাচ্ছিলেন। সেই দুশ্চিন্তা থেকেই শুক্রবার রাতে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। বাড়ির লোকেরা তাঁকে মাটিতে পড়ে থাকতে দেখেন। তাঁকে দ্রুত বারাসত মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি করা হলে চিকিৎসক জানান তিনি ব্রেন স্ট্রোকে আক্রান্ত। এরপর তাঁকে এনআরএস-এ স্থানান্তরিত করা হয়। সেখানেই চিকিৎসাধীন অবস্থায় শনিবার তাঁর মৃত্যু হয়। এদিকে, এসআইআর-আতঙ্কে বাগুইআটির দেশবন্ধুনগরেও সুকুমার ঘোষ নামের এক ব্যক্তি এদিন আত্মহত্যার চেষ্টা করেন। তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

উত্তর ২৪ পরগনার দত্তপুকুর। মৃত জিয়ার আলির শোকার্ত পরিবার। ইনসেটে জিয়ার আলি।

দিনের কবিতা

'জাগোবাংলা'য় শুরু হয়েছে নতুন সিরিজ— 'দিনের কবিতা'। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতাবিতান থেকে একেকদিন এক-একটি কবিতা নির্বাচন করে ছাপা হবে দিনের কবিতা। সমকালীন দিনে যার জন্ম, চিরদিনের জন্য যার যাত্রা, তা-ই আমাদের দিনের কবিতা।

দীর্ঘ বৃক্ষ

শৈশালি থেকে শ্রেষ্ঠালি
দীর্ঘতর তার বর্ণালী
ঐশালি থেকে পৈশালি
জীবন বর্ষায় বর্ষালি।

যুগযুগ ধরে যুগান্তকারী
যুগসৌন্দর্যের কান্ডারি
গভীরতার গভীর শাখাপ্রশাখায়
পরিপূর্ণ বৃক্ষভাণ্ডারী।

ডালপালা আর লক্ষপাতার
জন্ম থেকে জন্মান্তর।
উদাসী বাতাস, মুক্ত আকাশ
সময় বয়ে যায় উত্তরোত্তর।

গ্রীষ্মে দগ্ধ, বর্ষণে সিক্ত
অরণ্যে শীতের চাদর—
হেমন্ত-ফাগুন সব কেটে যায়
চলে যায় কত ভাদর।

এতদিনে কত ইতিহাসের সাক্ষী
চিরনতুন — সবুজ, ঐশ্বর্য যশ।

অসম্ভব চাপ দিচ্ছে কমিশন ক্ষোভে ফুঁসছেন বিএলও-রা

প্রতিবেদন : নির্বাচন কমিশনের নিত্যনতুন ফিরিস্তিতে নাজেহাল অবস্থা বিএলও-দের। অস্বাভাবিক চাপ সামলাতে না পেরে একাধিক জায়গায় কার্যত বিদ্রোহে ফুঁসে উঠছেন তাঁরা। দফায় দফায় বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ক্ষোভ প্রকাশ, আত্মহত্যার হুঁশিয়ারির পরে এবার জেলায় জেলায় বিক্ষোভ দেখাতে বাধ্য হচ্ছেন বিএলও-রা। সর্বত্র দাবি একটি— অল্প সময়েই মধ্যে এই বিপুল পরিমাণ কাজ তাঁদের পক্ষে করা সম্ভব নয়। সম্প্রতি পূর্ব বর্ধমানের একটি বিএলও প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে রীতিমতো কান্নাকাটির রোল পড়ে যায়। অনেকেই জানান অসুস্থ হয়ে পড়ার কথা। (এরপর ১২ পাতায়)

দিল্লি-কাণ্ডের বিস্ফোরক থেকে কাশ্মীরে থানাতেই হল বিস্ফোরণ

প্রতিবেদন : দিল্লির লালকেল্লা-কাণ্ডের বিস্ফোরক থেকেই কাশ্মীরে থানায় ঘটে গেল মর্মান্তিক-কাণ্ড। ভয়াবহ বিস্ফোরণে প্রাণ গেল ৯ জনের। গুরুতর আহত হয়েছেন ৩৩ জন। এই ঘটনায় দায় এড়াতে পারে না কেন্দ্র। প্রথমত, কেন্দ্রের সুরক্ষা-গাফিলতিতে দিল্লিতে ঘটে গিয়েছে ভয়াবহ-কাণ্ড, যা দেশের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা-ব্যবস্থাকে নড়িয়ে দিয়েছে। এখন সেই বিস্ফোরক থেকেই ঘটে গেল আরও এক হৃদয়বিদারক

মৃত ৯ আহত ৩৩

ঘটনা। কী করে দায় এড়াবে কেন্দ্র?

দিল্লির লালকেল্লা চত্বরে বিস্ফোরণের তদন্তে নেমে ফরিদাবাদ থেকে প্রচুর পরিমাণে বিস্ফোরক বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল। তার মধ্যে ছিল অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট জাতীয় বিস্ফোরকও। বাজেয়াপ্ত হওয়া বিস্ফোরকের প্রায় ৩৬০ কেজি এনে রাখা হয়েছিল কাশ্মীরের নওগাঁও থানায়। শুক্রবার বেশি রাতে (এরপর ১২ পাতায়)

নিরাপত্তায় চূড়ান্ত গাফিলতি কেন্দ্রের

নানা রকম

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল
16 November, 2025 • Sunday • Page 2 || Website - www.jagobangla.in

তারিখ অভিধান

১৯৩০ মিহির সেন (১৯৩০-১৯৯৭) এদিন পুরুলিয়ার মানভূমে জন্ম নেন। পাঁচ ভাইবোনের মধ্যে মিহির ছিলেন বড়। বাবা ডাক্তার রমেশ সেনগুপ্ত ছিলেন অত্যন্ত সজ্জন মানুষ। সাতসমুদ্র তেরো নদী সাঁতার কেটে পার হওয়ার স্বপ্ন দেখেছিলেন মিহির। তাই ব্যারিস্টার হবেন বলে বিলেতে গিয়েও হয়ে গিয়েছিলেন 'দীর্ঘ পথের সাঁতারু'। মাত্র এক বছরে পার করেছিলেন পাঁচটি সমুদ্র। সারা বিশ্ব অবাক হয়ে প্রবাদপ্রতিম এক বাঙালি সাঁতারুর জন্ম হতে দেখেছিল। তাঁর বয়স তখন সতেরো। দেশ সদ্য স্বাধীন হয়েছে। প্রথমে তিনি বিখ্যাত ব্যক্তিদের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা শুরু করেন। রাজনীতিবিদ, সিনেমার তারকা, বড় ব্যবসায়ী— কাউকেই বাদ দেননি। কিন্তু সাড়া পাননি কারও কাছ থেকে। এমন সময়ে তিনি খবর পান, ওড়িশার প্রথম মুখ্যমন্ত্রী বিজু পট্টনায়ক রাজ্যের তরুণ ছেলেমেয়েদের নানা ভাবে সাহায্য করে থাকেন। মিহির সটান হাজির হয়ে যান তাঁর কাছে। কিন্তু প্রথমে তাঁকেও হতাশ

করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। মিহির হার মানার মানুষ তো ছিলেনই না, ছিলেন না-ছোড় বান্দা। যেখানেই মুখ্যমন্ত্রী যান, সেখানেই দেখা যায় মিহির তাঁর আশপাশে ঘুরঘুর করছেন। শেষে বিরক্ত হয়ে বিজু পট্টনায়ক তাঁর বাড়িতে আসতে বলেন মিহিরকে। তাঁকে একটি সুটকেস, দশ পাউন্ড ও ইংল্যান্ডে যাওয়ার জাহাজের তৃতীয় শ্রেণির একটি টিকিট ধরিয়ে দিয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচেন। সালটা ১৯৫০, মিহিরের বয়স কুড়ি। কেবল ইচ্ছাশক্তির উপর ভর করে সপ্তমবারের চেষ্টায় চোদ্দো ঘণ্টা পঁয়তাল্লিশ মিনিট সাঁতার কেটে মিহির সেন শেষ অবধি ফ্রান্সের তীরে পৌঁছতে পেরেছিলেন। সেই ভোরে ফ্রান্সের তীরে পৌঁছে ঠান্ডায় কাঁপতে কাঁপতে জলে ভেজা ভারতের জাতীয় পতাকা তুলে ধরে ইংলিশ চ্যানেলের গর্জন ছাপিয়ে গেয়ে উঠেছিলেন জাতীয় সংগীত।

১৯১৪ কমলকুমার মজুমদার (১৯১৪-১৯৭৯) এদিন জন্মগ্রহণ করেন। সাহিত্যিক ও শিল্পী। তাঁর প্রধান গল্প 'নিম অন্নপূর্ণা', 'শ্যাম নৌকা', 'গোলাপ সুন্দরী', 'সুহাসিনীর পমেটম' ইত্যাদি। 'অন্তর্জলি যাত্রা', 'পিঞ্জরে বসিয়া সুখ' ইত্যাদি তাঁর লেখা উল্লেখযোগ্য উপন্যাস। তাঁর ভাষা আপাতকঠিন হলেও শব্দসৌন্দর্য ও গভীরতায় অনেক লেখককে আকৃষ্ট করেছিল। চন্দনের বনে প্রবেশ করতে গেলে অনেক জঙ্গল পেরোতে হয়। সেসব পেরিয়ে গা-হাত-পা ছড়ে যাওয়ার পর যখন চন্দনের বনে প্রবেশ করা হয়, তখন সেই সৌরভে মন-প্রাণ ভরে ওঠে। নিজের গদ্যকে এ ভাবেই বর্ণনা করেছিলেন তিনি। সাহিত্য, ভাস্কর্য, চিত্রকলা, নাটক, চলচ্চিত্র— একসঙ্গে তিনি শিল্পরীতির এতগুলো মাধ্যমে কাজ করেছেন আবার সেন্সাস বা শিক্ষকতার মতো কাজও করেছেন বড় যত্ন নিয়ে। বাংলার তাবড় তাবড় বিদ্বজ্জন ছিলেন তাঁর গুণগ্রাহী। ফরাসি সাহিত্যে বিদগ্ধ ছিলেন।

১৯৮৮ বেনজির ভুট্টো (১৯৫৩-২০০৭) এদিন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হন। তিনি আধুনিক কালে ইসলামি দেশগুলোর মধ্যে প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী। তিনি দুই দফায়, ১৯৮৮-১৯৯০ এবং ১৯৯৩-১৯৯৬ পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন।

১৮৯০ হেমেন্দ্রনাথ ঘোষ (১৮৯০-১৯৬৫) এদিন জন্মগ্রহণ করেন। জাতীয় আন্দোলনে যোগ দিয়ে কারাবরণ করেন। ছাড়া পাওয়ার পর চিকিৎসা শাস্ত্রের স্নাতক হয়ে আর জি কর মেডিক্যাল কলেজের আবাসিক চিকিৎসক নিযুক্ত হন। তিনি ও তাঁর পোলিশ স্ত্রী আন্না নিউতা স্ট্যান্ডার্ড ফার্মাসিটিউক্যাল ওয়ার্কস লিমিটেড প্রতিষ্ঠা করে ভারতে প্রথম পেনিসিলিন প্রস্তুত করেন।

২০০১
'হ্যারি পটার অ্যান্ড দ্য ফিলোজফার্স স্টোন' মুক্তি পেল এদিন। জে কে রাউলিং-সৃষ্ট হ্যারি পটার চরিত্র নিয়ে প্রথম চলচ্চিত্র। হ্যারি পটারের ভূমিকায় ড্যানিয়েল রাডক্লিফ। হগোয়ার্টসের জাদু বিদ্যালয়ে হ্যারির প্রথম বছরের অভিজ্ঞতা ছিল এই ছবির বিষয়।

১৯৮৬ বিধায়ক ভট্টাচার্য (১৯০৭-১৯৮৬) এদিন প্রয়াত হন। প্রখ্যাত নাট্যকার, সাহিত্যিক ও সাংবাদিক। তিনি ভারতীয় উপমহাদেশের প্রথম দিককার মঞ্চ অভিনেতা ও নাট্যকারদের অন্যতম। একাধিক চলচ্চিত্রেও অভিনয় করেছেন। শান্তিনিকেতনে শিক্ষকতা করেছেন এবং রবীন্দ্রনাথের স্নেহধন্য ছিলেন।

কর্মসূচি

■ উত্তরপাড়া বিধানসভার অন্তর্গত বিভিন্ন ওয়ার্ডের এসআইআর ক্যাম্প ও ওয়ার রুম পরিদর্শন করলেন হুগলি শ্রীরামপুর সাংগঠনিক জেলার তৃণমূল যুব সভাপতি প্রিয়াঙ্কা অধিকারী ও উত্তরপাড়া শহর তৃণমূল যুব সভাপতি অমিত সোনকার

■ তৃণমূল কংগ্রেস পরিবারের সহকর্মীদের প্রতি : আপনার এলাকায় কোনও কর্মসূচি থাকলে তা আগাম জানান। এবং কর্মসূচি পালনের পর ছবি-সহ প্রতিবেদন পাঠান।

ই মেল : jagabangla@gmail.com
editorial@jagobangla.in

শব্দবাংলা-১৫৫৮

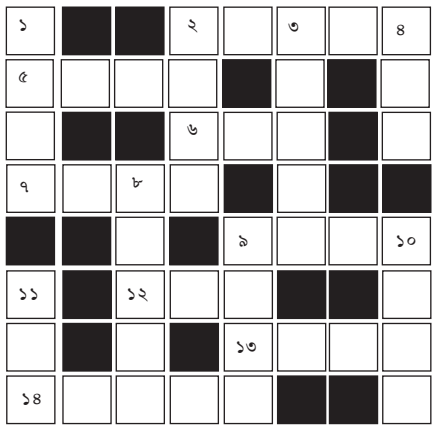

পাশাপাশি : ২. যে রাস্তায় চলছে, পথিক ৫. উষ্ণতার পরিমাপ ৬. জল্লাদ ৭. শুভ উদ্‌বোধন, কার্যারম্ভ ৯. চাপরাশি ১২. ভয়ংকর, অত্যন্ত ভীতিজনক ১৩. মৌখিক ১৪. যে জলরাশি থেকে জগৎ সৃষ্টি হয়েছে।

উপর-নিচ : ১. ঠান্ডা পড়া ২. চিঠি লেখা ৩. বাহারি ৪. বাঁকা, কুটিল ৮. জড়োয়া গহনা ৯. গাছের গোড়ায় জল দেবার জন্য চারপাশে যে খাত তৈরি করা হয় ১০. লেখক, নকলনবিশ ১১. গামছা।

■ শুভজ্যোতি রায়

সমাধান ১৫৫৭ : **পাশাপাশি :** ২. কন্দল ৪. পগার ৬. গিরি ৭. শরসন্ধান ৮. খাজনা ১০. অনঘ ১২. মামদোবাজি ১৩. টঙ্কা ১৪. ফাতনা ১৬. বলয়। **উপর-নিচ :** ১. ডগা ২. কন্যাসন্তান ৩. লঙ্ঘন ৪. পরিখা ৫. রশনা ৯. জলদোদয় ১০. অজিফা ১১. ঘটনা ১২. মাধব ১৫. তন্ত্রী।

১৫ নভেম্বর কলকাতায় সোনা-রুপোর বাজার দর

পাকা সোনা (২৪ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১২৩৪০০
গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১২৪০০০
হলমার্ক গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১১৭৮৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি),	১৫৬২০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি),	১৫৬৩০০

সূত্র : ওয়েস্ট বেঙ্গল বুলিয়ন মার্চেন্টস অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশন। দর টাকায় (জিএসটি),

মুদ্রার দর (টাকায়)

মুদ্রা	ক্রয়	বিক্রয়
ডলার	৯০.৪৪	৮৮.২১
ইউরো	১০৫.১৪	১০২.৬১
পাউন্ড	১১৯.১৭	১১৬.০৪

নজরকাড়া ইনস্টা

■ কোয়েল মল্লিক

■ ডোনা গাঙ্গুলি, সঙ্গে সৌরভ

সম্পাদক : শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়
• সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে ডেরেক ও'ব্রায়েন কর্তৃক তৃণমূল ভবন, ৩৬জি, তপসিয়া রোড, কলকাতা ৭০০ ১০০ থেকে প্রকাশিত ও প্রতিদিন প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড, ২০ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭২ থেকে মুদ্রিত। সিটি অফিস : ২৩৪/৩এ, এজেসি বোস রোড, পঞ্চম তল, কলকাতা ৭০০ ০২০

Editor : SOBHANDEB CHATTOPADHYAY
Owned by ALL INDIA TRINAMOOL CONGRESS, Published by Derek O'Brien from Trinamool Bhavan, 36G Topsia Road, Kolkata 700 100 and Printed by the same from Pratidin Prakashani Pvt. Ltd., 20 Prafulla Sarkar Street, Kolkata 700 072
Regd. No. WBBEN/2004/14087
• Postal No. Kol RMS/352/2012-2014 DL. No. 15 dt 19/7/21
City Office : 234/3A, A. J. C Bose Road, 4Th Floor, Kolkata 700 020

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আমারশহর

16 November, 2025 • Sunday • Page 3 || Website - www.jagobangla.in

৩
১৬ নভেম্বর ২০২৫
রবিবার

শনিবার সকাল ৯টা নাগাদ দক্ষিণেশ্বর স্টেশনে সিগন্যালে গোলযোগ ধরা পড়ে। তার জেরে বিনা নোটিশে দক্ষিণেশ্বর থেকে বরানগরের মধ্যে মেট্রো চলাচল বন্ধ করে দেওয়া হয়

শহরে আলোর বাজারে বিধ্বংসী আগুন নিয়ন্ত্রণে এল ১২ ঘণ্টায়

প্রতিবেদন : শনিবাসরীয় কাকভোরে বড়বাজারের এজরা স্ট্রিটে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড। কলকাতার আলোর বাজারে এক বহুতলে লাগা আগুন বিধ্বংসী আকারে ছড়িয়ে পড়ল প্রায় গোটা বহুতলে। পুড়ে ছাই প্রায় একশো দোকান। কালো ধোঁয়ায় সাতসকালেও অন্ধকার এলাকা। আগুনের লেলিহান শিখায় ভস্মীভূত একাধিক বৈদ্যুতিন সরঞ্জামের দোকান-গুদাম। খবর পেয়ে দফায় দফায় ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকলের ২৫টি ইঞ্জিন। প্রায় ৪ ঘণ্টা পর আগুন মোটামুটি নিয়ন্ত্রণে আসে। ঘটনাস্থলে যান দমকল মন্ত্রী সুজিত বসু, মেয়র তথা পুরমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম, সিপি মনোজ ভার্মা, ডিসি (সেন্ট্রাল) ইন্দিরা মুখোপাধ্যায় ও অন্য শীর্ষ আধিকারিক-সহ বিশাল পুলিশ ও দমকলবাহিনী। সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে এলাকায় বিদ্যুতের সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়। কোনওরকম অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে পুলিশ গোটা এলাকা খালি করেছে। আগুনে হতাহতের কোনও খবর না থাকলেও বিপুল ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা করা হচ্ছে।

শনিবার ভোর সাড়ে পাঁচটা নাগাদ ২৬ নং এজরা স্ট্রিটের বহুতলের দোতলায় ইলেকট্রিক পণ্যের গুদামে আগুন লাগে। ঘিঞ্জি বহুতলে একাধিক ইলেকট্রিক সরঞ্জাম ও দাহ্য বস্তু থাকায় সেই আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। ভোরের দিকে ঠাণ্ডা হাওয়ার বেগ বেশি থাকায় আশপাশের বহুতলেও আগুন ছড়িয়ে পড়ে। অত্যন্ত ঘিঞ্জি এলাকা হওয়ায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে প্রথমদিকে যথেষ্ট বেগ পেতে হয় দমকলকে। সরু, ঘিঞ্জি গলিতে গাড়ি ঢোকাতেই সমস্যায় পড়েন দমকলকর্মীরা। কিন্তু শেষপর্যন্ত ২৫টি ইঞ্জিনের সাহায্যে প্রায় ৪ ঘণ্টার প্রবল প্রচেষ্টা-পরিশ্রমের পর আগুন প্রাথমিকভাবে নিয়ন্ত্রণে আসে। কিন্তু তারপরও প্রায় ৭-৮ ঘণ্টা ধরে পকেট ফায়ার

ঘটনাস্থলে দমকলমন্ত্রী সুজিত বসুর সঙ্গে আলোচনায় মেয়র ফিরহাদ হাকিম। — সুদীপ্ত বন্দ্যোপাধ্যায়

নিভিয়ে কুলিং প্রসেসে সন্ধ্যে পেরিয়ে যায়। দমকলের তরফে এডিজি অভিজিৎ পান্ডে জানান, প্রথমে বেশ বেগ পেতে হয়েছে। তবে পরিস্থিতি এখন স্থিতিশীল।

খবর পেয়ে সাতসকালেই ঘটনাস্থলে ছুটে যান দমকলমন্ত্রী সুজিত বসু। অগ্নিকাণ্ড নিয়ন্ত্রণের পরিস্থিতি খতিয়ে দেখে তিনি জানান, অগ্নিনির্বাপক ব্যবস্থা ছিল কিনা, তা খতিয়ে দেখা হবে। ফরেনসিক পরীক্ষার পরই আগুন লাগার আসল কারণ জানা যাবে। আগুনের কারণ জানতে আমরা ফায়ার অডিট থেকে শুরু করে যা যা করণীয় করেই থাকি। কিন্তু ব্যবসায়ীদেরও নিয়ম মেনে ব্যবসা করতে হবে। ব্যবসায়ীদের অনেক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। রাজ্য সরকারের তরফে তাঁদের সবরকম সাহায্য করা হবে। এরপর ঘটনাস্থলে যান মেয়র ফিরহাদ হাকিমও। তিনি বলেন, এখানে পার্কিং এবং হকারদের ব্যবসা নিয়ে কিছু অভিযোগ রয়েছে। চারপাশে প্রচুর পরিমাণে বৈদ্যুতিক তারও অগোছালোভাবে রয়েছে। আমি সিইএসসি, দমকল, ব্যবসায়ী সমিতি, পুরসভা, পুলিশকে নিয়ে বৈঠক করব। যাতে বড়বাজারে যাঁরা ব্যবসা করেন, তাঁরা সুষ্ঠুভাবে ব্যবসাটা করতে পারেন। এরকম জায়গায় শর্টসার্কিট থেকে আগুন লাগতে পারে। কিন্তু যাতে দমকল আসতে অসুবিধা না হয়, সেটা দেখার দায়িত্বও সকলের।

এসএসসির নিয়োগ শেষ হবে ডিসেম্বরেই, জানালেন ব্রাত্য

প্রতিবেদন : কারা ডাক পেলেন একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির ইন্টারভিউ তালিকায়, এবার সেই নাম প্রকাশ করল এসএসসি। শনিবার ২০ হাজার নামের এক তালিকা প্রকাশ করল এসএসসি। এরপরেই শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু জানান, ডিসেম্বরেই সম্পন্ন হবে নিয়োগ প্রক্রিয়া। একাদশ-দ্বাদশের জন্য শূন্যপদ রয়েছে ১২,৫১৪। যদিও এই আসন সংখ্যা ৭০০ থেকে ৮০০ বাড়তে পারে বলে জানা গিয়েছিল এসএসসি সূত্রে। লিখিত পরীক্ষার ৬০ নম্বর, শিক্ষকতার অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে ১০ নম্বর এবং শিক্ষাগত যোগ্যতার ভিত্তিতে ১০ নম্বর, এই তিনটির ভিত্তিতে ৮০ নম্বরে মোট প্রাপ্ত নম্বরের নিরিখেই সাজানো হয়েছে সংশ্লিষ্ট তালিকা। লিখিত পরীক্ষায় পরীক্ষার্থীরা কত নম্বর পেয়েছেন তাও উল্লেখ করা হয়েছে তালিকায়। যাঁদের নাম ২০ হাজারের মধ্যে নেই তাঁদের জন্য একাদশ-দ্বাদশ নিয়োগ প্যানেলে পৃথক রেজাল্টও ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে।

শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু লেখেন, পশ্চিমবঙ্গ সেন্ট্রাল স্কুল সার্ভিস কমিশন আজ তাদের ওয়েবসাইটে একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষক পদে আবেদনকারী প্রার্থীদের বিস্তৃত তথ্যসম্বলিত সাক্ষাৎকার-যোগ্য প্রার্থীদের এক প্রাথমিক তালিকা প্রকাশ করেছে। উক্ত প্রার্থীদের নথিপত্র যাচাই প্রক্রিয়া আগামী ১৮ নভেম্বর, ২০২৫ তারিখ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে সূচিত হতে চলেছে— যা আমাদের অভিভাবক, মুখ্যমন্ত্রীপ্রদত্ত প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ডিসেম্বরের মধ্যেই নিয়োগ-প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার আমাদের অঙ্গীকারের স্বচ্ছ, সুদৃঢ় ও দায়বদ্ধতার আরেকটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তাই চাকরিপ্রার্থীদের প্রতি আন্তরিক বার্তা— ভরসা রাখুন, ভরসা থাকুক।

সীমান্তে দলে দলে তৃণমূলে

সংবাদদাতা, বসিরহাট: সীমান্তে বিরোধী শিবিরে ভাঙন। প্রায় তিন শতাধিক নেতা কর্মী বিরোধী শিবির থেকে যোগ দেন তৃণমূলে। বসিরহাটের স্বরূপনগর ব্লকের স্বরূপনগর বাঙালানি গ্রাম পঞ্চায়েতের ধোকরায় এসআইয়ের বিরোধী প্রতিবাদ সভাতেই হয় যোগদান পর্ব। ছিলেন স্বরূপনগরের তৃণমূল নেতা দুলাল ভট্টাচার্য, প্রধান আবুল কালাম আজাদ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি অনুসূয়া মন্ডল। প্রাক্তন সিপিএম সদস্য ফারুক সরদার যোগদানের পর জানান, দেশে দুর্নীতির বিরুদ্ধে একমাত্র মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় লড়ছেন এবং রাজ্যের উন্নয়নের শরিক হতে সিপিএম ছেড়ে তৃণমূলের যোগদান করলাম। পাশাপাশি আগামী দিনে রাজ্য সরকারের জনমুখী প্রকল্পের সুবিধা নিতে এবং সাধারণ মানুষকে সেই প্রকল্পের সুবিধা পাইয়ে দিতেই বিরোধীদল ত্যাগ করে তৃণমূলে যোগদান করলাম।

বিজয়া সম্মিলনীর মঞ্চ থেকে ‘সার’ নিয়ে তোপ তৃণমূলের

প্রতিবেদন : বিজেপির চক্রান্ত রুখতে সবাই সঠিকভাবে এসআইআরের ফর্ম পূরণ করে জমা দিন। আর মনে রাখবেন, ফর্মের রিসিভ কপি বিএলওকে দিয়ে সই করিয়ে অবশ্যই বাড়িতে সুরক্ষিত জায়গায় রাখবেন। দলের বিজয়া সম্মিলনী মঞ্চ থেকে শনিবার এভাবেই এসআইআর নিয়ে আমজনতাকে সতর্ক করে আবেদন রাখলেন রাজ্যের মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। উত্তর কলকাতার ২৮ নম্বর ওয়ার্ড তৃণমূল কংগ্রেস ও বাংলা সিটিজেনস ফোরামের আয়োজনে বিজয়া সম্মিলনীর পাশাপাশি মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিকে মেধাবী শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা দেওয়া হয়। সেই কর্মসূচিতে এসে অরূপ বিশ্বাস ২০২৬ সালের নির্বাচনে বিজেপিকে বাংলা থেকে বিদায় দেওয়ার ডাক দেন। ওই সভাতেই শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুও সমস্ত বৈধ ভোটারকে অবশ্যই ফর্ম পূরণ করে জমা দেওয়ার আবেদন করেন। বক্তব্য রাখেন মন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী, মন্ত্রী শশী পাঁজা, সাংসদ পার্থ ভৌমিক।

মেধাবীদের ‘হেল্প কার্ড’ তুলে দিয়ে বর্ণময় এই মহতী কর্মসূচির সূচনা করেন রাজ্য তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি সুব্রত বক্সি। এই কার্ড নিয়ে নির্দিষ্ট দোকানে গিয়ে ছাত্র-ছাত্রীরা

পড়ার সরঞ্জাম কিনতে পারবেন। কয়েকশো ছাত্র-ছাত্রীর পাশাপাশি শিক্ষাবিদ ও বিশিষ্ট নাগরিকদের সংবর্ধনাও দেওয়া হয় অনুষ্ঠানে। ছিলেন অ্যাডামাস ইউনিভার্সিটির চ্যান্সেলর সমিত রায়-সহ বিদ্যাসাগর, রামমোহন, আনন্দমোহন কলেজের পরিচালন সমিতির প্রধান ছাড়াও টাকি বয়েজ স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা স্বাগতা বসু মল্লিক, এথেনিয়াম স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা অর্পিতা চক্রবর্তী। ছিলেন রাজ্যর তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি সুব্রত বক্সি, মন্ত্রী ব্রাত্য বসু, স্নেহাশিস চক্রবর্তী, সাংসদ দোলা সেন, পার্থ ভৌমিক, প্রবীণ বিধায়ক অশোক দেব, বীরভূম জেলা তৃণমূলের আহ্বায়ক অনুব্রত মণ্ডল, কলকাতার ডেপুটি মেয়র অতীন ঘোষ, বিধায়ক স্বর্ণকমল সাহা, প্রাক্তন বিধায়ক সঞ্জয় বক্সি, স্মিতা বক্সি, মেয়র পারিষদ বৈশ্বানর চট্টোপাধ্যায় ও সন্দীপন সাহা, বরো চেয়ারম্যান সাধনা বোস, কাউন্সিলর অরূপ চক্রবর্তী, অয়ন চক্রবর্তী, মোহনবাগান সভাপতি দেবাশিস দত্ত, অ্যাডামাস বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর সমিত রায়, মহিলা ফুটবলের অন্যতম কর্তা জিনিয়া রায়চৌধুরি, অলোক দাস, যুবনেতা মৃত্যুঞ্জয় পাল, শক্তিপ্রতাপ সিং, প্রিয়দর্শিনী ঘোষ বাওয়া, আসফাক হোসেন প্রমুখ। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন রাজ্য তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক প্রাক্তন সাংসদ কুণাল ঘোষ। সংগীত পরিবেশন করেন দুই মন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয়, ইন্দ্রনীল সেন এবং অভিনেতা বিশ্বনাথ বসু।

সম্পাদকীয়

16 November, 2025 • Sunday • Page 4 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

অপদার্থ কেন্দ্র

দিল্লির লালকেল্লা-কাণ্ডের বিস্ফোরক থেকেই কাশ্মীরের নওগাঁও থানায় ঘটে গেল মর্মান্তিক ঘটনা। বিস্ফোরক পরীক্ষা করার সময়েই প্রবল বিস্ফোরণ। ঘটনায় ৯ জনের মৃত্যু হয়েছে। আহত অন্তত ৩৩। ফলে মৃতের সংখ্যা বাড়ার প্রবল সম্ভাবনা। কিন্তু এই ঘটনার দায় এড়াবে কী করে কেন্দ্র? লালকেল্লার সামনে জঙ্গি কার্যকলাপ হচ্ছে, কেন্দ্রের রেডারে তা ধরা পড়েনি। গোয়েন্দারা কী করছিলেন? বিস্ফোরণে ১২ জনের মৃত্যু হয়। সেই বিস্ফোরকেই কাশ্মীরে মৃত্যু হল ৯ জনের। সুরক্ষায় প্রবল গাফলতি। অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ব্যবস্থা প্রশ্নচিহ্নের সামনে। বাজেয়াপ্ত বিস্ফোরক রাখা হয়েছিল থানায়। তা পরীক্ষা করতে গিয়ে ফের বিস্ফোরণ। ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞরা নাকি ছিলেন। তা সত্ত্বেও বিস্ফোরণ এবং মৃত্যু। জবাব তো কেন্দ্রকেই দিতে হবে! দেশের নিরাপত্তা নিয়ে বারবার প্রশ্ন উঠেছে বিজেপি শাসনে। কখনও অনুপ্রবেশ, কখনও জঙ্গি কার্যকলাপ দেশের মধ্যে ঘটেই চলেছে। ২১ জনের মৃত্যুমিছিল। আরও কত জনের মৃত্যু হবে তা জানা নেই। দেশের সুরক্ষার দায়িত্ব কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের। সংবিধান পাল্টে, আইন পাল্টে বারবার বোঝানোর চেষ্টা করেছে দেশের মানুষকে নাকি বিজেপি সুরক্ষা দিচ্ছে। কিন্তু বাস্তব পরিস্থিতিটা কী তা লালকেল্লা এবং নগাঁওয়ের ঘটনা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল। জঙ্গিরা ছক তৈরি করছে। দীর্ঘদিন ধরে বিস্ফোরক মজুদ করছে অথচ গোয়েন্দাদের কাছে তার রিপোর্টই থাকে না! সংসদে দাঁড়িয়ে আগামী শীতকালীন অধিবেশনে বিজেপিকে এই প্রশ্নের জবাব দিতে হবে।

e-mail থেকে চিঠি

কেবল মানুষ নয়, প্রকৃতিও শিকার এই সরকারের

প্রকৃতির উপর নির্বিচার মারণযজ্ঞ চালিয়ে কতটা বিপর্যস্ত ভারতের অবস্থা? রিপোর্ট বলছে, গত তিন দশকে ছোট-বড় মিলিয়ে ৪৩০টি প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ঘটনা ঘটেছে এ দেশে। তাতে শুধু প্রাণ হারিয়েছেন ৮০ হাজারের বেশি মানুষ। ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণও ১৭ হাজার কোটি মার্কিন ডলার। শুধুমাত্র ২০২৪ সালে মৌসুমী বৃষ্টিপাতের কারণে বহু জায়গায় বৃষ্টিপাত হয়েছে। তাতে ৮০ লক্ষের বেশি মানুষ অর্থনৈতিক ও মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়েছেন। গত বছর সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত রাজ্যগুলি হল, মহারাষ্ট্র, গুজরাত ও ত্রিপুরা। তিনটে বিজেপি শাসিত রাজ্য। ডাবল ইঞ্জিন সরকারের রাজ্য। সমীক্ষায় প্রকাশ, গোটা বিশ্বে মূলত দু'ধরনের বিপর্যয় ঘটেছে। এক, আকস্মিক কোনও ঘটনা তীব্র অভিঘাতের সৃষ্টি করেছে। দুই, লাগাতার ঘটে গিয়েছে বিপর্যয়। ভারত রয়েছে এই দ্বিতীয় ক্যাটাগরিতে। অর্থাৎ, একটি বিপর্যয়ের রেশ কাটতে না কাটতেই আরেকটি দুর্যোগ নেমে এসেছে। যেমন, এবছর অগাস্ট মাসে পাঞ্জাবের বন্যা, উত্তর কাশীতে বিপর্যয়, উত্তরবঙ্গে ধস, বন্যা পরিস্থিতি দেখা গিয়েছে। আবার যশ, আমফানের বিপদ সামলে এ-বছর দেশ 'মান্থা' ঘূর্ণিঝড়ের সাক্ষী থেকেছে। এই ধরনের বিপর্যয়ের সবচেয়ে বেশি প্রভাব পড়েছে পরিকাঠামো, জীবিকা, কৃষি ও জনস্বাস্থ্যে। বিশেষজ্ঞদের মতে, এই ধ্বংসলীলাকে শুধুমাত্র প্রাকৃতিক বিপর্যয় বলে দায় এড়ালে চলবে না। প্রকৃতিকে ধ্বংস করে উন্নয়নের কাজ করার আগে জলবায়ুজনিত ঝুঁকির দিকটি বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে ভাবতে হবে। রিপোর্ট বলছে, বিশ্বে গত তিন দশকে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ঘটনা ঘটেছে ৯ হাজার ৭০০টি। মৃত্যু হয়েছে ৮ লক্ষ ৩২ হাজার মানুষের। ক্ষতির পরিমাণ ৪ লক্ষ ৫০ হাজার কোটি ডলার। ভারতে বন্যা, হড়পা বান বা ভূমিধসের হাড়হিম করা ছবি দেখা গিয়েছে এ বছর। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হতে চলেছে হিমালয় লাগোয়া অঞ্চল ও উপকূলবর্তী এলাকা। তবে এই প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের জন্য জলবায়ু পরিবর্তন যতটা না দায়ী, তার চেয়ে বেশি দায়ী মানুষের কাজকর্ম। একদিকে আইন না মেনে পাহাড়ের কোলে অনিয়ন্ত্রিতভাবে চলছে যথেচ্ছ নির্মাণকার্য, অন্যদিকে পর্যটনের উন্নয়নের স্বার্থে ভূপ্রাকৃতিকভাবে স্পর্শকাতর এলাকায় নির্মাণকাজের জেরে পাহাড়ের মাটি আলগা হয়ে যাচ্ছে।

— শিবাজি চট্টোপাধ্যায়, সিমলা, কলকাতা

■ চিঠি এবং উত্তর-সম্পাদকীয় আপনিও পাঠাতে পারেন :
jagabangla@gmail.com / editorial@jagobangla.in

গানকেও যে বিভেদের অস্ত্র করা যায়

দেখিয়ে দিল বিজেপি

দেশবাদী নয়, বিদ্বেষবাদী বিজেপি। ওরা বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথকেও ছুঁড়ে ফেলতে চায়। দিকে দিকে সেই চেষ্টা চলছে পুরোদমে। লিখছেন **সঙ্গীতা মুখোপাধ্যায়**

'ব'-এ বিদ্বেষ, বৈরিতা, বিভাজন ও বর্জন। এটা একটি সুনির্দিষ্ট প্রক্রিয়ার ক্রমপর্যায় হতে পারে। এবং হয়েই থাকে। ইতিহাস তার সাক্ষী। কিন্তু এখন সমকালে লক্ষিত হচ্ছে আর একটি বিষয়। এই প্রক্রিয়ার কারক বা সম্পাদক পদটির ইংরেজি নামের সংক্ষিপ্ত রূপের প্রতিবর্ণীকরণ করলেও যেটি পাওয়া যাবে, সেটিরও আদ্য অক্ষর বাংলার 'ব'।

'ব'-এ 'বিজেপি'।

বঙ্কিমচন্দ্রকে নিজেদের শিবিরে অর্জনে এবং সামগ্রিকভাবে রবীন্দ্রনাথকে বর্জনে তাদের এখন প্রবল উৎসাহ। আর, তারই পরিণতি স্বরূপ 'জনগণমন' বনাম 'বন্দেমাতরম', এই দুই দেশাত্মবোধক গানের গুঁতোগুঁতি রচনায় বিজেপির প্রচণ্ড আগ্রহ। ইতিহাস ভুলিয়ে দিয়ে নিজেদের মতো ভাষ্য (ন্যারেটিভ) রচনায় এই দলটি যে সিদ্ধহস্ত, সেকথা একাধিকবার প্রমাণিত হয়েছে, এবারেও হচ্ছে। বিজেপি-আরএসএস, মোদি-যোগীদের যৌথ ভাষ্য পরিবেশনার সুবাদে আমরা প্রায় ভুলতে বসেছি, 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় সম্পাদক পদে রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্রের উত্তরসূরি ছিলেন।

আমাদের ভুলিয়ে দেওয়া হচ্ছে, যে 'বন্দেমাতরম'কে জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে গাইবার জন্য বিজেপির এত উৎসাহ, সেই 'বন্দেমাতরম'-এ বর্ণিত মাতৃরূপী দেশের প্রশস্তি রবীন্দ্রনাথের আর একটি গানেও। 'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি' গানে গীতিকার যাঁকে বারংবার 'মা' রূপে সম্বোধন করেছেন, বঙ্কিমের 'বন্দেমাতরম'-এ তিনিই বন্দিতা মাতা। রবি ঠাকুরের গানে গীতিকার লিখেছেন 'ওমা, অঘ্রানে তোর ভরা ক্ষেতে আমি কী দেখেছি মধুর হাসি'। আর 'বন্দেমাতরম' বঙ্কিম উচ্চারণ করেন, 'সুজলাং সুফলাং মলয়জশীতলাং শস্যশ্যামলাং... সুহাসিনীং সুমধুর ভাষিণীম্ সুখদাং বরদাং মাতরম'। দুটোতেই দেশের অভিন্ন রূপ কল্পনার উপস্থাপনা। কিন্তু কী আশ্চর্য! 'বন্দেমাতরম' গাইতে যাঁদের আগ্রহ তাঁরাই 'আমার সোনার বাংলা' গাইলে জেলে পোরার ব্যবস্থা করছেন।

এবং হিন্দুত্ববাদী বিজেপি রবীন্দ্র-বর্জনে মেতেছে, 'আমার সোনার বাংলা' গাইলে দেশদ্রোহী সাব্যস্ত করছে, 'জনগণমন' পরিত্যাগ করার আওয়াজ তুলছে।

রামজন্মভূমি আন্দোলনের সময়ে, বাবরি মসজিদ ধ্বংসের আহ্বানে বিশ্বহিন্দু পরিষদের নেত্রী সাধ্বী ঋতাম্ভরা একটি অডিও ক্যাসেটে দারুণ মুসলমান-বিদ্বেষী বক্তৃতা দিয়েছিলেন, উত্তর ভারতের পথে পথে তা ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। এই বক্তৃতার মধ্যেও রবীন্দ্রনাথের গানকে দেশদ্রোহ ও বিশ্বাসঘাতকতার নিদর্শন বলে চালানো হয়েছে। তানিকা সরকারের একাধিক নিবন্ধে সেই বক্তৃতার উল্লেখ আছে। বাঙালি যেন ভুলে না যায়, 'জনগণমন'কে জাতীয় সঙ্গীতের মর্যাদা যিনি প্রথম দিয়েছিলেন, তিনি নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু। 'দি ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স লিগ'-এর

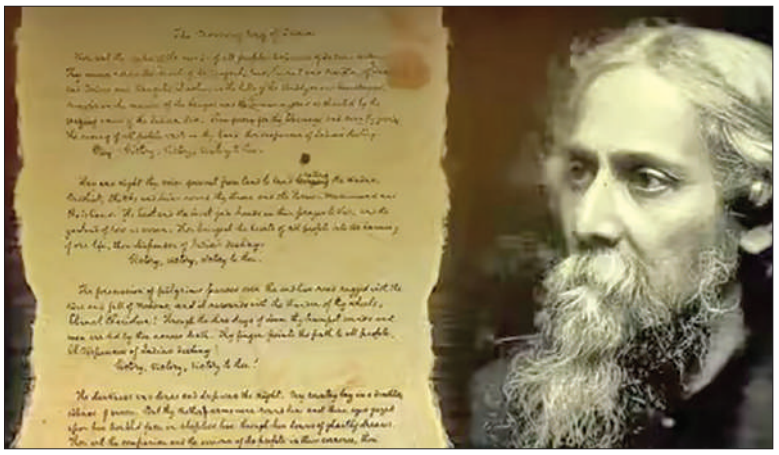

'হরিজন' পত্রিকায় মহাত্মা গান্ধী লেখেন, '(জনগণমন অধিনায়ক) তো শুধু গান নয়, সমগ্র জাতির প্রার্থনামন্ত্র'। অথচ গান্ধীজি নিজে 'বন্দেমাতরম'কে জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে ব্যবহারের প্রবল সমর্থক ছিলেন। গান্ধীজি নিজে মনে করতেন, বন্দেমাতরমকে জাতীয় সঙ্গীত করা উচিত।

প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় ২ নভেম্বর, ১৯৪১-এ জামানির বার্লিন শহরে। সুভাষের ঘনিষ্ঠ সহযোগী এনজি গণপুলের স্মৃতিচারণা থেকে জানা যায়, ওই অধিবেশনেই গৃহীত হয়েছিল ব্রিটিশ-বিরোধী যুদ্ধের স্লোগান 'জয় হিন্দ', সেই যুদ্ধের জাতীয় নেতার 'নেতাজি' সম্বোধন এবং জাতীয় সঙ্গীত 'জনগণমন অধিনায়ক'।

কেন এই গানটিকেই বেছে নেওয়া হয়েছিল জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে, তার কারণও ব্যাখ্যাত হয় ওই অধিবেশনে। সেখানে বলা হয়, যেহেতু ওই সঙ্গীতে ভারতের সমস্ত ধর্ম ও প্রদেশের মিলন-কেন্দ্রের আদর্শ উচ্চারিত হয়েছে, সেহেতু ওই সঙ্গীতটিই জাতীয় সঙ্গীত রূপে বিবেচ্য হতে পারে।

'জনগণমন' ইস্যুতে গান্ধী ও সুভাষের কোনও মতপার্থক্য ছিল না।

১৯ মে, ১৯৪৬-এ 'হরিজন' পত্রিকায় মহাত্মা গান্ধী লেখেন, '(জনগণমন অধিনায়ক) তো শুধু গান নয়, সমগ্র জাতির প্রার্থনামন্ত্র'। অথচ গান্ধীজি নিজে 'বন্দেমাতরম'কে জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে ব্যবহারের প্রবল সমর্থক ছিলেন। অথচ গান্ধীজি নিজে মনে করতেন,

বন্দেমাতরমকে জাতীয় সঙ্গীত করা উচিত।

পরিশেষে, রবীন্দ্রনাথের দুটি মন্তব্যের উল্লেখ করা আবশ্যক। দুটোই আজকের বিজেপির জন্য না হলেও তাদের জানা দরকার।

প্রথমেই বলি বন্দেমাতরম নিয়ে তাঁর কথা, 'বাংলাদেশের একদল মুসলমানের মধ্যে যখন (বন্দেমাতরম-এর বিরোধিতার বিষয়ে) অযথা গোঁড়ামির জেদ দেখতে পাই তখন সেটা আমাদের পক্ষে অসহ্য হয়। তাদের অনুসরণ করে আমরাও যখন অন্যায় আবদার নিয়ে জেদ ধরি তখন সেটা আমাদের পক্ষে লজ্জার বিষয় হয়ে ওঠে। বস্তুত এতে আমাদের পরাভব।"

সুভাষচন্দ্রকে লেখা রবীন্দ্রনাথের একটি চিঠিতে তিনি কথাগুলো লিখেছিলেন।

দ্বিতীয় কথাটি তাঁর অন্তরের বেদনার কথা। ১৯২৭ সালে জাভা থেকে কন্যা মীরাকে লেখা এক দীর্ঘ চিঠিতে একথা লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ।

"দেশাত্মবোধ বলে একটা শব্দ আমরা কথায় কথায় ব্যবহার করে থাকি, কিন্তু যার দেশজ্ঞান নেই তার দেশাত্মবোধ হবে কেমন করে।"

মোদি-যোগী-শাহদের কথাগুলো শোনানো দরকার।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

শনিবার সকালে বাগুইআটির উড়ালপুলের হাইটবারে ধাক্কা মারে সেনার একটি বাস। হাইটবার ভেঙে পড়ে একটি অ্যাপ ক্যাবের উপর। অল্পের জন্য রক্ষা পান চালক

বেঙ্গল সাফারি পার্কে রেকর্ড আয় নতুন বছরেই শুরু লায়ন সাফারি

প্রতিবেদন : রেকর্ড আয়, বাড়তি আকর্ষণ। সব মিলিয়ে নতুন উৎসাহে ভরপুর বেঙ্গল সাফারি পার্ক। পার্ক কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, চলতি বছর অক্টোবরে এক মাসেই আয় হয়েছে ৭১ লক্ষ টাকা। উদ্বোধনের পর এই প্রথম এত বড় অঙ্কের রাজস্ব সংগ্রহ হল। গত বছর দুর্গাপুজো থেকে ভাইফোঁটা পর্যন্ত মোট আয় ছিল ৬১ লক্ষ। সেই তুলনায় এ বছরের অগ্রগতি নজিরবিহীন বলেই মনে করছে পার্ক কর্তৃপক্ষ।

বেঙ্গল সাফারি পার্কের ডিরেক্টর বিজয় কুমার বলেন, গতবার পুজোর মরশুমে আয় হয়েছিল ৬১ লক্ষ। এ বছর শুধু অক্টোবরে ৭১ লক্ষ ছাড়িয়ে গিয়েছে। সামনে আরও বৃদ্ধি হবে বলেই আশা করছি। বাড়ছে পর্যটকের ভিড়, আর তার সঙ্গে বাড়ছে আয়— এভাবেই বছর-বছর সাফল্যের

গ্রাফ ঊর্ধ্বমুখী হচ্ছে বেঙ্গল সাফারিতে। এই সাফল্যের সূত্র ধরেই বহু প্রতীক্ষিত লায়ন সাফারি ২০২৫ সালের পুজোর আগেই শুরু করার পরিকল্পনা ছিল। কিন্তু সেন্ট্রাল জু অথরিটি পরিকাঠামো-সংক্রান্ত কিছু ত্রুটি নির্দেশ করায় প্রকল্পটি বিলম্বিত হয়। সিজিএ-র নির্দেশ মেনে সংশোধনের কাজ ইতিমধ্যেই সম্পূর্ণ হয়েছে। নতুন করে আবেদন পাঠানো হয়েছে এবং অনুমোদন মিললে ২০২৬ সালের শুরুর দিকেই লায়ন সাফারি দর্শকদের জন্য খুলে দেওয়া হবে।

এ মুহূর্তে পার্কে রয়েছে ত্রিপুরার সেপাহিজলা জু থেকে আনা সিংহযুগল— সুরজ এবং তানিয়া। চলতি বছর তাদের তিনটি শাবকের জন্ম হয়েছে, যা লায়ন সাফারির সম্ভাবনা নিয়ে উত্তেজনা আরও বাড়িয়েছে। সম্প্রতি কলকাতার আলিপুর চিড়িয়াখানা থেকে ১৮টি নতুন প্রাণী আনা হয়েছে বেঙ্গল সাফারিতে। কোয়ারেন্টাইন প্রক্রিয়া শেষ হলে ডিসেম্বরের শুরু থেকে পর্যটকেরা এই প্রাণীদের দেখতে পারবেন। নতুন আগতদের তালিকায় রয়েছে— হিমালয়ি ব্ল্যাক বেয়ার এক জোড়া, পেইন্টেড স্টর্ক দুই জোড়া, স্পুনবিল এক জোড়া, ঘরিয়াল এক জোড়া এবং গ্রিন ইগুয়ানা তিন জোড়া।

■ বিদ্রোহী আদিবাসী নেতা বিরসা মুন্ডার ১৫১তম জন্মদিবসে নবান্নে তাঁর ছবিতে শ্রদ্ধা জানালেন আদিবাসীকন্যা তথা বনমন্ত্রী বীরবাহা হাঁসদা।

■ নদীয়া জেলা প্রগতিশীল আদিবাসী কল্যাণ সমিতির সভানেত্রী ও পুর প্রতিনিধি লক্ষ্মী ওরাঁও-র ব্যবস্থাপনায় শনিবার কল্যাণীতে পালিত হল বিরসা মুন্ডার ১৫১তম জন্মদিবস। উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের দুই মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় ও উজ্জ্বল বিশ্বাস। ছিলেন কল্যাণী পুরসভার পুরপ্রধান ড. নীলিমেশ রায়চৌধুরী।

আইএনটিটিইউসি'র উদ্যোগে ১,৩০০ টাকা বেতন বাড়ল চুক্তিভিত্তিক কর্মীদের

সংবাদদাতা, হাওড়া : আইএনটিটিইউসি'র উদ্যোগে হাওড়ার বার্জার পেন্টস কারখানার চুক্তিভিত্তিক কর্মচারীদের প্রতিমাসে ১৩০০ টাকা বেতন বৃদ্ধি হল। কারখানা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে তৃণমূল শ্রমিক সংগঠনের প্রতিনিধিদের দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হল। বৈঠকে ছিলেন হাওড়া জেলা (সদর) আইএনটিটিইউসির সভাপতি অরবিন্দ দাস-সহ শ্রমিকদের প্রতিনিধিরা। সেখানেই শ্রমিকদের বেতন বৃদ্ধি-সহ বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা নিয়ে সর্বসম্মতভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। অরবিন্দ দাস জানান, শ্রমিকদের প্রতি মাসে ১৩০০ টাকা করে বেতন বৃদ্ধি হবে। ৪ বছর ধরে প্রতি বছর ধাপে

■ বার্জার পেন্টস কারখানা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে শ্রমিকদের দাবিদাওয়া নিয়ে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে হাওড়া সদর আইএনটিটিইউসি সভাপতি-সহ অন্যেরা।

ধাপে এই বেতন বৃদ্ধি হবে। এছাড়াও শ্রমিকদের একাধিক সুযোগ সুবিধা সংক্রান্ত বিষয়েও এদিন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। বেতন বৃদ্ধি-সহ বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা চালু হওয়ার খবরে বেজায় খুশি কারখানার শ্রমিকেরা।

পুবালি হাওয়ায় বাড়বে তাপমাত্রা

প্রতিবেদন : পশ্চিমি শীতল হাওয়ার প্রবেশের ফলে স্বাভাবিকের নিচে নেমেছিল তাপমাত্রা। তবে এবার পুবালি হাওয়ার প্রবেশের কারণে তাপমাত্রা ফের বাড়তে চলেছে। রবিবার থেকে দু'-তিন ডিগ্রি বাড়তে পারে তাপমাত্রা। একই সঙ্গে বাড়বে কুয়াশার সম্ভাবনাও। কমতে পারে দৃশ্যমানতা। বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা আপাতত নেই। দক্ষিণবঙ্গের পাশাপাশি উত্তরবঙ্গেও শুষ্ক আবহাওয়া থাকবে। জলীয় বাষ্প ও গরম হাওয়া নিয়ে পুবালি বাতাসের প্রবেশের ফলে আংশিক মেঘলা আকাশ থাকবে। আগামী সাতদিন শীতের আমেজ বজায় থাকবে। উত্তর থেকে দক্ষিণ, দুই বঙ্গেই তাপমাত্রার বড় কোনও পরিবর্তন হওয়ার পূর্বাভাস নেই।

ঝুমুর-পাতা নাচের নূপুর ছেড়ে মেয়েদের পায়ে ফুটবল

প্রতিবেদন : বাঁশিতে ফুঁ পড়তেই ফুটবলের কিক অফ, মাঠে একঝাঁক সুন্দরবনের প্রত্যন্ত অঞ্চলের আদিবাসী মহিলা ফুটবলারদের পায়ের শৈলীতে সবুজ গালিচার বুক চিরে ফুটবল হয়ে উঠল জীবন্ত। সুন্দরবনের মানুষের বেঁচে থাকার ও মনোরঞ্জনের একমাত্র রসদ ছিল ঝুমুর নাচ ও পাতা নাচ। এক সময় সুন্দরবনের এই শিল্পকলাকে রাজ্য তথা দেশের বিভিন্ন প্রান্তে তুলে ধরত এই মহিলারা। সেই সমস্ত মহিলা আজ দেখছে বিশ্বকাপের আসর হোক বা অলিম্পিকের ময়দান সব ক্ষেত্রেই মহিলারা পদক নিয়ে আসছেন। তাই পায়ের ঝুমুর ও পাতা নাচের নূপুর তুলে রেখে পায়ে তুলে নেয় ফুটবল। তাদের প্রতিভাকে সম্মান জানাতে ও তাদের ফুটবল প্রতিভাকে বিশ্বের দরবারে তুলে ধরতে বসিরহাট সুন্দরবনের সন্দেশখালি ১নং ব্লকের হাটগাছি গ্রাম পঞ্চায়েতের কানমারি মোহনবাগান ক্লাবের সহযোগিতায়

■ কানমারি ময়দানে উইমেন্স গোল্ড কাপের উদ্বোধনে হুমায়ুন কবীর, সুকুমার মাহাতো।

কানমারি ময়দানে আয়োজিত হল ওমেন্স গোল্ড কাপ ২০২৫। এই আয়োজনের উদ্যোক্তা সন্দেশখালির বিধায়ক সুকুমার মাহাতো চৌধুরী বলেন, বাংলার জনপ্রিয় খেলা ফুটবলকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সুন্দরবনের মেয়েদের ফুটবল খেলাকে উৎসাহ দিতে এবং কলকাতা ফুটবল লিগ, কন্যাশ্রী ফুটবল কাপ, বাংলা তথা জাতীয় দলে সুন্দরবনের মেয়েরা ফুটবল খেলে সুনাম অর্জন করতে পারে তার জন্য আমাদের ফুটবল অ্যাকাডেমির এই প্রচেষ্টা। এই ফুটবল প্রতিযোগিতায় উদ্বোধনীতে উপস্থিত ছিলেন ডেবরার বিধায়ক প্রাক্তন আইপিএস হুমায়ুন কবির, সন্দেশখালি ২ পঞ্চায়েত সমিতির কৃষি কর্মাধ্যক্ষ দিলীপ মল্লিক ও সন্দেশখালি ২ সমিতির সভাপতি রৌফানা ইয়াসমিন-সহ একাধিক ব্যক্তিত্ব। এই ধরনের আরও ফুটবল প্রতিযোগিতা হলে আর উন্নতি হবে সুন্দরবনের ফুটবলে। বসিরহাট মহকুমার সুন্দরবন সংলগ্ন সন্দেশখালি ১ ও ২নং ব্লক, হিঙ্গলগঞ্জ, হাসনাবাদ, মিনাখাঁ ও হাড়োয়া-সহ ছটি ব্লক আদিবাসী-অধ্যুষিত। জীবনের সংকীর্ণতা থেকে আকাশে মুক্তবিহঙ্গের মতো উড়ান দিতে ফুটবলকেই সঙ্গী করেছে সেই মহিলারা।

■ প্রথমে সার্কিট হাউসে প্রশাসনিক বৈঠক ও পরে চুঁচুড়ার রবীন্দ্রভবনে আসন্ন মাধ্যমিক ২০২৬ পরীক্ষার প্রস্তুতি সভায় উপস্থিত ছিলেন মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সভাপতি ড. রামানুজ গঙ্গোপাধ্যায়, অতিরিক্ত জেলাশাসক অমিতেন্দু পাল, পর্ষদ সচিব সুব্রত ঘোষ, জেলা শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ ড. সুবীর মুখোপাধ্যায়, হুগলি জেলা মাধ্যমিক পরীক্ষার যুগ্ম আহ্বায়ক শুভেন্দু গড়াই, বর্ধমান ও কলকাতার রিজিওনাল অফিসার, ডি আই সেকেন্ডারি সত্যজিৎ মণ্ডল প্রমুখ। শনিবার।

সোনার বিস্কুট-সহ ধৃত এক

সংবাদদাতা, বসিরহাট : বসিরহাট সীমান্তে ৬টি সোনার বিস্কুট-সহ গ্রেফতার এক পাচারকারী। বিস্কুটগুলির বাজার মূল্য ৮৮ লক্ষ টাকা। সাইকেলের টিউবের মধ্যে বিস্কুট নিয়ে পাচারের চেষ্টা করছিল পাচারকারী আছিরউদ্দিন সরদার। উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট মহকুমার স্বরূপনগর থানার ভারত-বাংলাদেশ তারালি সীমান্তের ঘটনা। হাকিমপুর চেকপোস্ট-সংলগ্ন এলাকা থেকে উদ্ধার হয় ৬টি বিস্কুট যার ওজন প্রায় ৭১২ গ্রাম এবং বাজারমূল্য প্রায় ৮৮.৩৫ লক্ষ টাকা। পাচারকারী বছর পঞ্চান্নর আছিরউদ্দিন সরদারের বাড়ি স্বরূপনগরে। তিনি সাইকেলে করে ধানখেতের দিক থেকে আসছিলেন বলে জানা যায়। তল্লাশির সময় তাঁর কাছ থেকে সোনার বিস্কুটগুলি উদ্ধার করে তা আইনি প্রক্রিয়ার সময় তেঁতুলিয়া শুল্ক দফতরের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।

রাজ্য
16 November, 2025 • Sunday • Page 6 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

কেক কেটে ও দলীয় কর্মীদের মিষ্টিমুখ করিয়ে জন্মদিন পালন করলেন বিধায়ক নন্দিতা চৌধুরী

দফতরের আধিকারিকদের প্রশিক্ষণ দিলেন কৃষিমন্ত্রী

প্রতিবেদন : শনিবার নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে কৃষি দফতরের নবনিযুক্ত আধিকারিকদের প্রশিক্ষণ শিবিরে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের কৃষি ও পরিষদীয় দফতরের মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়, প্রধান সচিব ওঙ্কার সিং মিনা, দফতরের যুগ্ম অধিকর্তা লক্ষ্মীকান্ত জানা এবং আশ্রমের সচিব স্বামী শাস্ত্রজননন্দ মহারাজ। এদিন নবনিযুক্ত কর্মীদের রাজ্যে কৃষির বর্তমান পরিস্থিতি, দফতরের কাজের অভিমুখ, কর্মসংস্কৃতি সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনা করেন। নতুনদের বুঝিয়ে দেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার বাংলার কৃষকদের জন্য ঠিক কীভাবে কাজ করছে, কীভাবে তাঁদের পাশে দাঁড়িয়েছে। শস্যবিমা থেকে কৃষকদের জন্য উপযুক্ত সার, কীটনাশক কীভাবে তার ব্যবহার করা শেখাতে হয়, সবকিছু নিয়েই বক্তব্য রেখেছেন মন্ত্রী। বিজেপি শাসিত মহারাষ্ট্র-সহ উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশে এখনও পর্যন্ত ৭৫০ জনেরও বেশি কৃষক আত্মহত্যা করতে বাধ্য হয়েছেন। কারণ সেখানকার ডাবল ইঞ্জিন সরকার কৃষকদের পাশে দাঁড়ায়নি। কিন্তু বাংলায় একটিও কৃষক আত্মহত্যার ঘটনা ঘটেনি। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মা-মাটি-মানুষের সরকার প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে হোক কিংবা অন্য কোনও কারণে, ফসল নষ্ট হলে সরকার তার ক্ষতিপূরণ দিয়েছে। বিমার টাকা দিয়েছে। ফলে কৃষকদের পথে বসতে হয়নি। এটাই ফারাক, বুঝিয়েছেন মন্ত্রী। উল্লেখ্য, দফতরের প্রয়োজন অনুযায়ী মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্ত্রিসভার অনুমোদনক্রমে কৃষি দফতরে ১২২ জনকে নিয়োগ করা হয়েছে। দফায় দফায় তাঁদের প্রশিক্ষণ চলছে। তারই অঙ্গ হিসেবে এদিন প্রশিক্ষণ দিলেন দফতরের মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়।

■ নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে কৃষি দফতরের নবনিযুক্ত আধিকারিকদের প্রশিক্ষণ শিবিরে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের কৃষিমন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়, দফতরের প্রধান সচিব ওঙ্কার সিং মিনা, দফতরের যুগ্ম অধিকর্তা লক্ষ্মীকান্ত জানা এবং আশ্রমের সচিব স্বামী শাস্ত্রজননন্দ মহারাজ।

শীতের মরশুমে পর্যটক টানতে শহরে দুটি অভিনব ট্যুর প্যাকেজ

প্রতিবেদন : শীতের মরশুমে কলকাতার পর্যটন শিল্পকে নতুন মাত্রা দিতে বিশেষ উদ্যোগ নিল রাজ্য পরিবহণ দফতর। ডিসেম্বরের শুরু থেকেই 'কলকাতা দর্শন' নামে দুটি বিশেষ এসি ভলভো বাস প্যাকেজ ট্যুর চালু করতে চলেছে দফতর। পর্যটকেরা আরামদায়ক বাসে গাইড-সহ ঘুরে দেখতে পারবেন কলকাতা ও শহরতলির নানা দর্শনীয় স্থান। পরিবহণ দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রথম প্যাকেজটি ইকোপার্ক কেন্দ্রিক। এই ট্যুরে পর্যটকদের নিয়ে যাওয়া হবে ইকোপার্ক, মাদার্স ওয়াক্স মিউজিয়াম, নিউটাউন হরিণালয়, মিষ্টি হাব, ইকো আর্বান ভিলেজ, বিশ্ববাংলা গেট, নজরুল তীর্থ-সহ বেশ কয়েকটি জনপ্রিয় স্থানে।অন্যদিকে কালীঘাট ট্যুর প্যাকেজে পর্যটকদের ঘুরিয়ে দেখানো হবে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল, ন্যাশনাল লাইব্রেরি, আলিপুর জেল মিউজিয়াম, ইন্ডিয়ান মিউজিয়াম, ইডেন গার্ডেন্স, হাওড়া ব্রিজ, হাওড়া ফুল বাজার, প্রিন্সেপ ঘাট, ট্রাম স্মরণিকা ও নন্দন চত্বর-সহ শহরের ঐতিহ্যবাহী বিভিন্ন এলাকা। দফতর জানিয়েছে, আপাতত এই দুটি প্যাকেজ দিয়েই শুরু হচ্ছে উদ্যোগ। পর্যটকদের চাহিদা বাড়লে আরও নতুন রুট ও প্যাকেজ যুক্ত করা হবে। উল্লেখযোগ্য যে, দুর্গাপুজোর সময় বনেদি বাড়ির পুজো ঘোরার জন্যও বিশেষ বাস ট্যুরের ব্যবস্থা করে পরিবহণ দফতর। বয়স্কদের জন্যও থাকে পৃথক ভ্রমণ প্যাকেজ।

'সার' ফর্ম পূরণ করতে জালিয়াতি আটক ৮

সংবাদদাতা, বারাসত : এসআইআরের ফর্ম ফিলআপের নামে জালিয়াতির চেষ্টা। তবে পুলিশি তৎপরতায় রক্ষা। কদম্বগাছি রেল স্টেশনের টিকিট কাউন্টারের পার্শ্ববর্তী হেমন্ত বসু এলাকায় ব্যানার টাঙিয়ে চলছে সার-এর ফর্ম ফিলআপ। সেখানেই কিছু যুবক নিজেদের লোকবন্ধু পার্টির সদস্য বলে দাবি করে জানায় তাঁরা ফর্ম পূরণ করতে দিল্লি থেকে এসেছে। এত পর্যন্ত সব ঠিকই ছিল, কিন্তু গোল বাধে ওটিপি চাওয়াতেই। এসআইআর ফর্ম ফিলআপে দিতে হচ্ছে ওটিপি নম্বর। কিন্তু তাতে কোনও ওটিপি আসার কথা নয়। কিন্তু তাঁরা গ্রামে গ্রামে গিয়ে এসআইআর ফর্ম ফিলআপ করছেন যখন তখন একটি ওটিপি নম্বর নিচ্ছেন। তাঁদের দাবি, এই ওটিপি নম্বর তাঁরা রেকর্ড করে রাখবেন। এখানেই সন্দেহ হয় এলাকার মানুষের। সন্দেহ হতেই তাঁদের আটকে রেখে বিক্ষোভ দেখান স্থানীয়রা। পুলিশকে খবর দিলে পুলিশ আটজনকে আটক করে। তাঁরা তেমন কোনও তথ্য দেখাতে পারেননি বলেই পুলিশ সূত্রে জানা গেছে। তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। বারাসত পুলিশ জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার অতীশ বিশ্বাস জানান, জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তাঁদের আটক করা হয়েছিল। ওঁরা একটা রাজনৈতিক দলের সদস্য।

নাগরিকত্ব পাইয়ে দেওয়ার টোপ, বিজেপির তোলাবাজির শিবির বন্ধ করল পুলিশ

সংবাদদাতা, মথুরাপুর : একেই এসআইআরের নামে ত্রাস তৈরি করেছে বিজেপি। এবার সাধারণ মানুষের আতঙ্ককে হাতিয়ার করেই সাধারণ মানুষের থেকে টাকা হাতিয়ে নেওয়ার মতো নোংরা খেলায় মেতে উঠল গেরুয়া শিবির। হিন্দুত্বের কার্ড সহ নাগরিকত্ব পাইয়ে দেওয়ার নামে ৪৬০ টাকা করে নেওয়া হচ্ছিল সাধারণ মানুষের কাছ থেকে। সেই টাকা নেওয়ার প্রমাণস্বরূপ কোনও রশিদও দেওয়া হচ্ছে না। এমনটাই জালিয়াতি চলছিল কাকদ্বীপের বাসন্তী ময়দানে দীর্ঘ প্রায় ১৫ দিন ধরে। দুটি ঘর ভাড়া নিয়ে একটি ক্যাম্প খোলা হয়েছিল। ওই ক্যাম্পে নরেন্দ্র মোদির ছবি-সহ একটি ফ্লেক্স লাগানো রয়েছে। আর তা দেখেই সাধারণ মানুষ আবেদনপত্র জমা করার জন্য ভিড় জমান। বিষয়টি জানাজানি হওয়ার পরই, পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে ক্যাম্পটি বন্ধ করে দেওয়া হয়। পুলিশ গিয়ে দেখে ক্যাম্প অফিস ফাঁকা। তৃণমূলের অভিযোগ, বিজেপির স্থানীয় নেতৃত্বের যোগ না থাকলে এমন ক্যাম্প খোলা সম্ভব নয়। মথুরাপুর লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ বাপি হালদার বলেন, ভারতীয় নাগরিকত্ব ও হিন্দুত্বের পরিচয় পত্র বানিয়ে দেওয়ার নাম করে টাকা নেওয়া হচ্ছিল। ওই ক্যাম্পের ভিতরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ও অমিত সাহার ছবি দেওয়া একটি ফ্লেক্স ছিল। বেশ কিছুদিন আগে এই অফিস উদ্বোধন করেছেন বিজেপির নেতা দক্ষিণ ২৪ পরগনা বিভাগের কনভেনার দীপঙ্কর জানা।

■ জনশূন্য বিজেপির ক্যাম্প অফিস।

জঙ্গলরাজ তৈরি করেছেন মোদি : কল্যাণ

সংবাদদাতা, হুগলি : প্রধানমন্ত্রী ভারতবর্ষকে গণতন্ত্রবিহীন করে দিয়েছেন, তাঁর জন্যই আজ ভারতবর্ষে শত শত মানুষ মরছে। বিস্ফোরক অভিযোগ করলেন সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। সাংসদের কথায়, যিনি নির্বাচনের আগের দিন রাত্তিরে লালকেল্লার গাড়িতে বোমা রেখে, বোমা ফাটিয়ে জেতেন সেই প্রধানমন্ত্রীর কথাতে কিছুই হবে না। জঙ্গলরাজ প্রধানমন্ত্রী তৈরি করেছেন, গুজরাতে যখন উনি মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন তখন খুন করে এসেছেন, মধ্যপ্রদেশ, দিল্লিতে জঙ্গলরাজ প্রধানমন্ত্রী তৈরি করেছেন বরং পশ্চিম বাংলার মানুষেরা অনেক ভাল আছে। ২০২০ সালের অনেক বড় বড় কথা বলেছিলেন। ২০২৬-এ আমরা জবাব দেব।

এদিন তাঁর নিশানায় পড়েন রাজ্যপালও। কল্যাণ বলেন, বিজেপির এই রাজ্যপাল যতদিন থাকবেন, ততদিন পশ্চিম বাংলার উন্নতিতে বাদ সাধবেন। এদিন বিজেপিকে একের পর এক নিশানায় বিদ্ধ করেন তিনি। প্রশান্ত কিশোরকে সরাসরি কটাক্ষ করে কল্যাণ বলেন, প্রশান্ত কিশোরকে কোনওদিনই পলিটিক্যাল পার্সন বলে মনে করি না। যদি ক্লার্ক বলে অফিসার হব তাহলে যা হওয়ার তাই হয়েছে। বিহারে জয়ের পর এই রাজ্যে বিজেপির উল্লাস নিয়েও টিপ্পনী কাটেন তিনি। বলেন, ছাগলের তৃতীয় সন্তানের মতো ওরা লাফাচ্ছে, এই সময় একটু লাফিয়ে নিক।

■ হুগলিতে এক অনুষ্ঠানে সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

ভেসেল পরিষেবায় চালু অনলাইন টিকিট

সংবাদদাতা, গঙ্গাসাগর : আরও সহজ ভেসেল করে গঙ্গাসাগর যাতায়াত। এখন থেকে পশ্চিমবঙ্গ ভূতল পরিবহন নিগমের উদ্যোগে কাউন্টার থেকেই মিলবে অনলাইন টিকিট। এতে যেমন সময় বাঁচবে তেমন টিকিট কাটাও হবে সহজ। গঙ্গাসাগরের প্রবেশদ্বার কচুবেড়িয়া ও কাকদ্বীপের লট নম্বর ৮-এর ভেসেল পরিষেবা নিয়ে যাত্রীদের মনে চলা দীর্ঘদিনের টিকিট-সংশয় এই নতুন ব্যবস্থার মাধ্যমে দূর হল। পশ্চিমবঙ্গ ভূতল পরিবহণ নিগম কচুবেড়িয়া শাখায় চালু করল ইলেকট্রনিক টিকিট ইস্যুইং মেশিন পরিষেবা। এর ফলে, এবার কাউন্টার থেকেই মিলবে অনলাইন টিকিট। মেশিনের উদ্বোধনে উপস্থিত ছিলেন সুন্দরবন উন্নয়নমন্ত্রী বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা। এই উদ্যোগের ফলে গঙ্গাসাগরে আগত পুণ্যার্থী ও সাধারণ যাত্রীদের টিকিট সংগ্রহে যে জটিলতা ছিল, তা অনেকটাই লাঘব হবে। মন্ত্রী জানান, এই অনলাইন টিকিট কাউন্টার থেকে মেলায় যাত্রীদের সময় বাঁচবে এবং পরিষেবা হবে আরও স্বচ্ছ ও দ্রুত। মন্ত্রী ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বিডিও কানাইয়া কুমার রায়, সাবিনা বিবি, সন্দীপকুমার পাত্র।

■ আমতা-২ নং ব্লকের সমবায় সমিতিগুলির উদ্যোগে সেহাগুড়ি মাঠে ৭২তম নিখিল ভারত সমবায় সপ্তাহের উদযাপনের সূচনা করলেন বিধায়ক সুকান্ত পাল। উপস্থিত ছিলেন প্রশাসনিক কর্তা ও উপভোক্তারা।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

বোল্লা কালীমাতা মন্দির ট্রাস্টের পক্ষ থেকে শনিবার ফল বিতরণ কর্মসূচি পালিত হয় বালুরঘাট জেলা হাসপাতাল, বিভিন্ন স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও হোমে। উদ্যোগ বোল্লা কালীমাতা মন্দির ট্রাস্টের

আমার বাংলা
16 November, 2025 • Sunday • Page 7 || Website - www.jagobangla.in

নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে মিরিকের খাদে পড়ল গাড়ি, নিহত ৩, আহত ১৭

সংবাদদাতা, মিরিক : মিরিক থেকে কাঁকড়ভিটা যাওয়ার পথে নৌলডাঁড়ার কাছে বুধবার দুপুরে এক মারাত্মক পথদুর্ঘটনা ঘটেছে। দুর্ঘটনায় তিনজন নিহত হয়েছেন। গুরুতর আহত বেশ কয়েকজন। স্থানীয় গ্রামবাসীদের তৎপরতায় গাড়ির মধ্যে থাকা এক শিশুকে নিরাপদে উদ্ধার করা হয়েছে, তবে তার মা এখনও নিখোঁজ।

প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে, যাত্রীবাহী একটি চারচাকার গাড়ি পাহাড়ি ঢালু রাস্তা পার হতে গিয়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে খাদে পড়ে যায়। দুর্ঘটনাস্থলটি দুর্গম হওয়ায় উদ্ধারকাজে কিছুটা বিলম্ব ঘটে। পুলিশ ও উদ্ধারকর্মীরা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে আহতদের উদ্ধার করে নিকটস্থ হাসপাতালগুলিতে পাঠিয়েছেন। মৃতদের পরিচয় এখনও নিশ্চিত করা যায়নি। একজন নিহত ধনবাহাদুর কটোয়ার, নেপালের ধুলাবাড়ি এলাকার বাসিন্দা।

ঘটনায় গুরুতর আহত আরও ১৭ জনকে বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তাঁদের মধ্যে ছয়জনকে নকশালবাড়ি ব্লক হাসপাতালে এবং বাকিদের উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজে স্থানান্তর করা হয়েছে। আহতদের মধ্যে একজনকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর মিরিক মহকুমা হাসপাতাল থেকে ছাড়া দেওয়া হয়েছে। দুর্ঘটনাটি ঘটেছে সেই সড়কে যা সম্প্রতি দুধিয়া সেতুর ক্ষতির কারণে মিরিক থেকে শিলিগুড়ি পর্যন্ত যাতায়াতের প্রধান বিকল্প পথ হিসেবে ব্যবহার হচ্ছে। স্থানীয়রা প্রশাসনের সঙ্গে মিলিতভাবে আহতদের দ্রুত চিকিৎসা নিশ্চিত করার পাশাপাশি নিখোঁজদের সন্ধান চালিয়ে যাচ্ছেন।

■ ঘটনাস্থলে চলেছে উদ্ধারকাজ। খোঁজ চলছে নিখোঁজদের।

তিস্তা সেতুতে মোটরবাইকে দুধের গাড়ির ধাক্কা, মৃত ৩

সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি : গভীর রাতে তিস্তা সেতুর ওপর একটি দুধবোঝাই পিকআপ ভ্যানের সঙ্গে মোটরবাইকের সংঘর্ষে মৃত্যু হল তিন বন্ধুর। দুর্ঘটনার পর আটক করা হয়েছে পিকআপ ভ্যানটি। ঘটনার পর চালক পলাতক। জলপাইগুড়ি কোতোয়ালি থানার পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। মৃত যুবকদের নাম গোবিন্দরাম (২৮), অভিষেক (বাপ্পা) বর্মন (৩০) ও চঞ্চল দাস (৩২)। প্রথম দু'জন জলপাইগুড়ি শহর সংলগ্ন দক্ষিণ সুকান্তনগর কলোনির বাসিন্দা। অন্যজনের ৩ নম্বর ওয়ার্ডের সেনপাড়ায়। জানা গিয়েছে, তিন বন্ধু মিলে তিস্তা সেতুর উপর দিয়ে একটি মোটরবাইকে ময়নাগুড়ির দিকে যাচ্ছিলেন। উল্টোদিক থেকে আসছিল দুধবোঝাই একটি পিকআপ ভ্যান। মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। মোটরবাইকের তিন আরোহীর মধ্যে একজন ছিটকে পড়েন সেতুর নিচে। শনিবার সকালে তাঁর দেহ উদ্ধার করা হয়। স্থানীয়রা আশঙ্কাজনক অবস্থায় দুই যুবককে রাতেই উদ্ধার করে জলপাইগুড়ি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত বলে ঘোষণা করেন। পরে শনিবার সকালে তিস্তা সেতুর নিচ থেকে আরও এক যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার করে পুলিশ। মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়তেই শোকের ছায়া নেমে আসে গোটা এলাকায়। জলপাইগুড়ি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে মৃতদেহগুলোর ময়নাতদন্ত করার পর আজ পরিবারের হাতে দেহ তুলে দেওয়া হবে বলে জানা গিয়েছে।

শিলিগুড়ি শহরে রাতে টহলদারিতে গ্রেফতার চার

সংবাদদাতা, শিলিগুড়ি : শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের নিউ জলপাইগুড়ি থানার অ্যান্টি ক্রাইম উইং শুক্রবার রাতে টহলদারির সময় চার দুষ্কৃতীকে গ্রেফতার করল। নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, শুক্রবার রাতে নাইট পেট্রোলিংয়ের সময় পুলিশের কাছে খবর আসে, সূর্য সেন কলোনির কৈলাস মাঠ এলাকায় জনাদশেক দুষ্কৃতী জড়ো হয়ে অপরাধমূলক কাজ সংঘটিত করার ছক কষছিল। খবর পেয়েই অভিযান চালায় নিউ জলপাইগুড়ি থানার অ্যান্টি ক্রাইম উইং। পুলিশ আসছে আঁচ করে কয়েকজন পালিয়ে গেলেও চারজনকে ধরে ফেলে পুলিশ। ধৃতদের নাম বিক্রম বর্মন, সুব্রত দে, টোটন মিস্ত্রি এবং একরামুল হক। বিক্রমের বাড়ি জলেশ্বরী বাজারে, সুব্রতর অম্বিকানগরে, টোটনের শ্রীনগর নিচপাড়ায় এবং একরামুলের ফাঁসিদেওয়ায়। ধৃতদের কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে কুড়ুল, টর্চ, দড়ি ইত্যাদি নানান সরঞ্জাম। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, অভিযুক্তরা ডাকাতির ছক কষছিল। পালিয়ে যাওয়া বাকি দুষ্কৃতীদের খোঁজ চলছে।

মুখ্যমন্ত্রীর পাশে থাকতে আহ্বান

কর্মচারী ফেডারেশনের সম্মেলন

সংবাদদাতা, রায়গঞ্জ : মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায় সবসময় ডিএ-র পক্ষে। কেন্দ্রীয় সরকারের এত আর্থিক বঞ্চনা সত্ত্বেও রাজ্যে পেনশন, হেল্থ স্কিম, স্থায়ীকরণ-সহ বিভিন্ন প্রক্রিয়া চালু রয়েছে। তিনি ডিএ দিচ্ছেন, আগামীতেও দেবেন। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারি কর্মচারী ফেডারেশনের প্রথম জেলা সম্মেলনে রায়গঞ্জে এসে বললেন, সংগঠনের রাজ্য আহ্বায়ক প্রতাপ নায়ক। তৃণমূল প্রভাবিত পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারি কর্মচারী ফেডারেশনের প্রথম উত্তর দিনাজপুর জেলা সম্মেলন হল রায়গঞ্জে। শনিবার, গীতাঞ্জলি মোড় থেকে বিধানমঞ্চ পর্যন্ত একটি মহামিছিল হয়। মিছিলে প্রতাপ বলেন, বিরোধীদের হুঁশিয়ার করে দিচ্ছি, আমাদের ফেডারেশন কখনও মাথা নত করে না। আমরা কর্মচারীদের স্বার্থে লড়াই করি, সকলকে একসঙ্গে নিয়ে এগিয়ে চলি, পাশে থাকি। প্রতাপ ছাড়াও ছিলেন দলের জেলা সভাপতি কানাইয়ালাল আগরওয়াল, বিধায়ক কৃষ্ণ কল্যাণী, জেলা মুখপাত্র সন্দীপ বিশ্বাস প্রমুখ।

আলিপুরদুয়ারে অসমের রোগীর ঢল

বিশ্বজিৎ চক্রবর্তী • আলিপুরদুয়ার

স্বাস্থ্য পরিষেবায় নজির গড়ছে অসম লাগোয়া প্রান্তিক জেলা আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতাল। এই হাসপাতালে পাশের জেলা কোচবিহার থেকে প্রচুর মানুষ আসেন। সব থেকে আশ্চর্যের, বিজেপি-শাসিত অসম থেকেও প্রায় প্রতিদিনই আসেন বহু রোগী। নিম্ন অসমের কোকরাঝাড়, বঙ্গাইগাঁও-সহ বিভিন্ন জায়গা থেকে রোগীর ঢল নামে। এবং চিকিৎসা করিয়ে সুস্থ হয়ে খুশি মনে অসমে ফিরে যান তাঁরা। এতদিন ঘটনাটি সকলের অলক্ষ্যে চললেও, দিল্লির গাড়ি বিস্ফোরণের পর, আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালের পার্কিংয়ে বেশ কিছু অসম রেজিস্ট্রেশন নম্বরের ব্যক্তিগত গাড়ি দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে খোঁজখবর শুরু হয়। তাতেই বিষয়টি সামনে আসে এবং অসমের স্বাস্থ্যব্যবস্থার কঙ্কালসার চেহারা বেরিয়ে পড়ে। অসমের গোসাঁইগাঁওয়ের কুণাল সাহা জানান, একটি সাধারণ ফোড়া হয়েছিল, সেটি অসমের সরকারি হাসপাতালে অপারেশন করার পর উপশমের বদলে সমস্যা বেড়ে যায়। এরপর তিনি আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে আসেন। এখানকার চিকিৎসক অল্প সময়েই তাঁকে ৮০ শতাংশ সুস্থ করে তুলেছেন। জেলা হাসপাতালের সুপার পরিতোষ মণ্ডল জানান, আমরা রোগীকে সর্বোচ্চ মানের পরিষেবা দিয়ে থাকি। এই কারণেই পাশের জেলা বা অসম থেকে প্রতিদিনই বহু রোগী আসেন।

■ অসমের রোগী চিকিৎসা করিয়ে ফিরে যাচ্ছেন।

ডাম্পার-সহ ভেঙে পড়ল রায়ডাক নদীর উপরের সেতু

সংবাদদাতা, কোচবিহার : পাথরবোঝাই ওভারলোড ডাম্পার সেতুতে উঠতেই হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ল সেতু। শনিবার ভোরে তুফানগঞ্জ ২ ব্লকের বারকোদালি ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের আমবাড়িমরা রায়ডাক নদীতে পাকা সেতুটি এভাবেই ভেঙে পড়ে। যদিও কেউ এই ঘটনায় জখম না হলেও ভাঙা সেতুতে আটকে পড়েছে ডাম্পারটি।

স্থানীয়রা জানিয়েছেন, দীর্ঘদিন ধরেই সেতুটি দুর্বল। প্রশাসনের পক্ষ থেকে যদি সতর্ক করা হত এই সেতু দিয়ে ভারী যান চলাচল করা যাবে না, তাহলে হয়তো আজ এই ঘটনাটি ঘটত না। অসমের সঙ্গে বাংলার দ্রুত সংযোগকারী এই সেতুটি ভেঙে পড়ায় এখন যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল অসম-বাংলার। পাশেই রয়েছে আমবাড়িবাজার বর্তমানে সেই বাজারের সঙ্গেও সম্পূর্ণ যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন গ্রামবাসীদের। স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, দ্রুত নতুন সেতু তৈরি করে দেওয়া হোক। পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য কল্যাণ বর্মন বলেন, এই সেতুটি অসমের সঙ্গে বাংলার একটি সংযোগকারী সেতু। এই সেতুর মাধ্যমে খুবই কম সময়ে অসমের লোক বাংলায় আসেন এবং বাংলার সাধারণ মানুষ অসমে যান। ভোরবেলায় ঘটনাটি ঘটায় সেরকম কোনও প্রাণহানি হয়নি। দিনেরবেলা হলে বড়সড় বিপদ হত।

কোচবিহারে প্রতিবাদ-মিছিল

■ মিছিলে অভিজিৎ দে ভৌমিক, শুভঙ্কর দে, আশিস ধর প্রমুখ।

সংবাদদাতা, কোচবিহার : কোচবিহার ২ ব্লকের পাতলাখাওয়া অঞ্চল তৃণমূলের পক্ষ থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের সর্বনাশা বিভেদ সৃষ্টিকারী চক্রান্তের বিরোধিতায় প্রতিবাদ মিছিল। পাশাপাশি এসআইআর সম্পর্কে আলোচনা ও পথসভাও হয়। ছিলেন জেলা তৃণমূল সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক, কোচবিহার ২ ব্লকের সাধারণ সম্পাদক শুভঙ্কর দে, আশিস ধর, রাজেন্দ্রকুমার বৈদ প্রমুখ।

আমার বাংলা
16 November, 2025 • Sunday • Page 8 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

শবরদের গ্রামে সার-আতঙ্ক পাশে তৃণমূল

সংবাদদাতা, বাঁকুড়া : দক্ষিণ বাঁকুড়ার জঙ্গলমহলের রানিবাঁধ ব্লকে রয়েছে বেশ কয়েকটি শবর গ্রাম। ঘাগরা, মৌলা, বড়ডাঙা শবর গ্রামে সব মিলিয়ে প্রায় ৭০টি শবর পরিবারের বসবাস। সেই সব গ্রামে পৌঁছে গিয়েছে এসআইআর ফর্ম। ব্লক প্রশাসনের নির্দেশে বিএলওরা গিয়ে শবর পরিবারগুলির হাতে এনুমারেশন ফর্ম তুলে দিয়েছেন। কিন্তু সেই ফর্ম কীভাবে পূরণ করবেন, কোথায় জমা দিতে হবে, কোন কোন নথিপত্র লাগবে সেসব কিছুই জানেন না গ্রামের মানুষ। ফলে বিভ্রান্তি আর আতঙ্কে দিন কাটছে তাঁদের। অনেকে আবার আশঙ্কা করছেন, ভুল করলে তাঁদের সরকারি সুযোগ-সুবিধা বন্ধ হয়ে যেতে পারে। এবিষয়ে তৃণমূলের রানিবাঁধ ব্লক সভাপতি উত্তম কুম্ভকার বলেন, এলাকায় শিক্ষার হার কম থাকায় বহু মানুষ এসআইআর ফর্মপূরণে সমস্যায় পড়ছেন। তবে আমরা তৃণমূলের পক্ষ থেকে সহায়তা শিবির চালু করেছি। দলের কর্মীদের বাড়ি বাড়ি পাঠিয়ে ফর্মপূরণে সাহায্য করা হচ্ছে। আমাদের দিদি ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় থাকলে বিজেপি কোনওভাবেই ভোটার তালিকা থেকে মানুষের নাম বাদ দিতে পারবে না।

মোবাইল হেল্‌থ ভ্যান

● মুখ্যমন্ত্রীর মস্তিষ্কপ্রসূত দরিদ্র অসহায় মানুষের পাশে দুয়ারে চিকিৎসা পরিষেবা পৌঁছে দিতে কেশিয়াড়িতে চালু হল নিখরচায় স্বয়ংসম্পূর্ণ চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়ার ভ্রাম্যমাণ গাড়ি। সূচনা করেন বিধায়ক পরেশ মুর্মু। ছিলেন সভাপতি উত্তম শিট-সহ জেলার সহকারী স্বাস্থ্য অধিকর্তা, ব্লক স্বাস্থ্য অধিকর্তা, স্থানীয় আইসি, জয়েন্ট বিডিও প্রমুখ।

পাড়া শিবিরে সমাধান • দাঁতন ২ ব্লকের মানুষ মুখ্যমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতিতে খুশি

১০ কোটি বরাদ্দে শুরু রাস্তার কাজ

সংবাদদাতা, দাঁতন : পশ্চিম মেদিনীপুরের দাঁতন ২ ব্লকের প্রধান সমস্যাই ছিল রাস্তাঘাট। কারণ একাধিক জায়গায় রাস্তার হাল খারাপ ছিল। এই সব সমস্যার সমাধান হল আমার পাড়া আমার সমাধান প্রকল্পে। ব্লকের ১৪৫টি বুথের প্রতিটি বুথেই রাস্তা তৈরির জন্য বরাদ্দ হল প্রায় ১০ কোটিরও বেশি টাকা। কদিন আগে বেশ কয়েকটি নতুন রাস্তা উদ্বোধনের মধ্য দিয়ে শুরু হয় পাড়ায় সমাধানের কাজ। ফলে এলাকার মানুষ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর এই প্রতিশ্রুতি পূরণে অত্যন্ত খুশি।

দাঁতন ২ ব্লকের ৭টি গ্রাম পঞ্চায়েতে পাড়া শিবিরের সমাধান কর্মসূচিতে রাস্তাঘাটের সমস্যার কথা মাথায় রেখে প্রশাসনের পক্ষে ব্লকের মোট ১৪৫টি বুথের প্রতিটি ক্যাম্পে গুরুত্ব দেওয়া হয় বেহাল রাস্তা সংস্কারের উপর। ব্লকের ৭টি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রায় ৯০০টি রাস্তা তৈরির অনুমোদন দেওয়া হয়েছে পাড়ায় সমাধান শিবির থেকে। সম্প্রতি রাজ্য সরকারের পক্ষে পাড়ায় সমাধান কর্মসূচির মাধ্যমে

■ পাথর ফেলে রাস্তার কাজের সূচনা করলেন ব্লক তৃণমূল সভাপতি ও বিডিও।

প্রতিটি বুথ এলাকায় উন্নয়নে ১০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। ব্লক প্রশাসন সূত্রে খবর, দাঁতন ২ ব্লকের ১৪৫টি বুথের জন্য বরাদ্দ হয়েছে ১৪ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা। যার মধ্যে দশ কোটির বেশি টাকা খরচ করা হচ্ছে রাস্তা সংস্কারে। কদিন আগেই কাজ শুরু হয়। শনিবার ফের সাবড়া এলাকায় বেশ কটি রাস্তা তৈরির কাজ শুরু হয়েছে। সূচনা পর্বে উপস্থিত ছিলেন বিডিও অভিরূপ ভট্টাচার্য, পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ তথা ব্লক তৃণমূল সভাপতি ইফতিকার আলি-সহ অন্যরা। বিডিও বলেন, ব্লকের মূল সমস্যা রাস্তাঘাট। আর তাই প্রশাসনের পক্ষ থেকে পাড়ায় সমাধান কর্মসূচিতে রাস্তাঘাট সংস্কারের বিষয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এবার ব্লকের ১৪৫টি বুথের প্রত্যেকটিতে রাস্তা তৈরি হবে। পাশাপাশি পাড়ায় সমাধান প্রকল্পে অন্য কাজগুলিও হবে। দাঁতন ২ পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ তথা দাঁতন ২ ব্লক তৃণমূল সভাপতি ইফতিকার আলি জানান, ধন্যবাদ জানাই আমাদের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। যিনি কথা দিয়ে কথা রাখেন। দলবদলু গদ্দার নেতা প্রেস মিট করে অনেক কিছু বলেছিলেন। কিন্তু তাতে কাজ হয়নি।

গ্রামের মানুষ উন্নয়ন পাচ্ছেন। আগামীদিনেও পাবেন। দিদি আবার ২০২৬-এর নির্বাচনে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সেনাপতিত্বে মুখ্যমন্ত্রী হবেন। ভবিষ্যতে এলাকায় তাই আরও উন্নয়ন হবে।

স্ত্রীর মুন্ডু কেটে খুন, স্বামীর ২০ বছরের কারাদণ্ড হল

সংবাদদাতা, কাঁথি : সন্দেহের বসে নিজের স্ত্রীকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে মুন্ডু কেটে খুন করেছিল গুণধর স্বামী। সেই ঘটনায় স্বামীর কুড়ি বছরের কারাদণ্ড ঘোষণা করল কাঁথি মহকুমা আদালত। শনিবার কাঁথি এডিজে সেকেন্ড কোর্টের বিচারক শুভদীপ চৌধুরি এই সাজা ঘোষণা করেন। কুড়ি বছরের কারাদণ্ডের পাশাপাশি ১০ হাজার টাকা জরিমানার নির্দেশ দিয়েছে আদালত। অনাদায়ে অতিরিক্ত এক বছরের জেল। জানা যায়, গত বছর ভ্যালেন্টাইন্স ডে-র দিন পটাশপুরের চিন্তিপুর গ্রামের ঘটনায় দোষী স্বামী গৌতম গুচ্ছাইত তার স্ত্রী ফুলরানি গুচ্ছাইতকে পরকীয়ার সন্দেহে আচমকা কাটারি দিয়ে মুন্ডু কেটে খুন করে। এরপর ওই গুণধর সেই কাটা মুন্ডু নিয়ে গোটা বাজার ঘুরে বেড়ায়। আতঙ্কিত হয়ে পড়েন এলাকার মানুষজনেরা। পরে পুলিশ ওই তাকে গ্রেফতার করে। এক বছরের বেশি সময় বিচার প্রক্রিয়া চলার পর বিচারক শনিবার সাজা ঘোষণা করেন। মোট ১৮ জনের সাক্ষ্যপ্রমাণের ভিত্তিতে এই রায় ঘোষণা করে আদালত। সরকারি আইনজীবী মঞ্জুর রহমান খান বলেন, অভিযুক্ত স্বামী নিজেকে মানসিক ভারসাম্যহীন প্রমাণ করতে চেয়ে ব্যর্থ হয়েছে। সাক্ষ্যপ্রমাণের ভিত্তিতে কুড়ি বছরের কারাদণ্ড ঘোষণা হয়েছে।

অভিযোগ, টাকা নিয়ে চাকরি দিচ্ছেন বিজেপি বিধায়ক হিরণ

সংবাদদাতা, পশ্চিম মেদিনীপুর: বিজেপির বিধায়ক চাকরি দিচ্ছেন! তাও আবার ফেলো কড়ি, পাও চাকরি! এমনই অভিযোগ উঠল খড়্গপুর শহরের বলরামপুর হাসপাতালের কর্মীনিয়োগকে কেন্দ্র করে। কেন্দ্রীয় সরকার এবং খড়্গপুর তথ্যপ্রযুক্তি শিক্ষাকেন্দ্রের যৌথ উদ্যোগে হাসপাতালটি পরিচালিত হয়। অভিযোগ, সেখানেই টাকার বিনিময়ে চাকরি দেওয়া হচ্ছে বিজেপি বিধায়ক হিরণ চট্টোপাধ্যায়ের তরফে। ইতিমধ্যেই তাঁর বিরুদ্ধে পার্শ্ববর্তী এলাকায় পোস্টার পড়েছে কয়েকটি। এলাকার মানুষের অভিযোগ, বাইরে থেকে এসে সেখানে কাজ করছেন কেউ কেউ, অথচ যোগ্যতা থাকলেও স্থানীয়রা কাজ পাচ্ছেন না। এ

বিষয়ে বিধায়ক হিরণ চট্টোপাধ্যায় যদিও জানান, হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ বিজ্ঞাপন দিয়ে কর্মী নিয়োগ করছেন। এতে আমার কোনও ভূমিকা নেই।

সৌমিত্র স্মরণে

প্রতিবেদন : প্রয়াত বিশ্বখ্যাত অভিনেতা, কবি, নাট্যকার, আবৃত্তি শিল্পী সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের প্রয়াণ দিবস উপলক্ষে শনিবার শান্তিপুরের সালৌনি পারফর্মিং আর্টস এক স্মরণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে তাদের নিজস্ব মহলাকক্ষে। বিশিষ্ট নট-নাট্যকারকে নিয়ে আলোচনায় ছিলেন পীতম ভট্টাচার্য । তাঁর প্রতি নিবেদিত আবৃত্তি পরিবেশন করে সংগঠনের ছাত্রছাত্রীরা।

গাড়িচালকদের চক্ষুপরীক্ষা পুলিশের

সংবাদদাতা, বাঁকুড়া : সোনামুখী ট্রাফিক গার্ডের পক্ষ থেকে অনুষ্ঠিত হল বিনামূল্যে চক্ষুপরীক্ষা শিবির। রাতদিন এক করে সারা বছর সাধারণ মানুষদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করছেন পুলিশকর্মীরা। পুলিশ যে শুধুমাত্র সরকারি খাতায় লিপিবদ্ধ কাজকর্মের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না। সারা বছরই তাদের দেখা যায় বিভিন্ন সামাজিক কাজে যুক্ত থাকতে। বাঁকুড়া জেলা পুলিশের উদ্যোগে এবং সোনামুখী ট্রাফিক গার্ডের ব্যবস্থাপনায় সোনামুখীর গনগনি ডাঙায় নাকা পোস্টে অনুষ্ঠিত হল বিনামূল্যে চক্ষুপরীক্ষা শিবির। বিশেষ করে গাড়িচালক এবং সহকারী গাড়িচালকদের কথা মাথায় রেখে এই শিবিরের আয়োজন করা হয়। ৬০ জনের বেশি বিনামূল্যে চক্ষুপরীক্ষা করিয়েছেন বলে জানা যায়। সোনামুখী

ট্রাফিক গার্ডের ওসি অজয় দাস জানান, অনেক সময় চোখের সমস্যার জন্য গাড়িচালকেরা সিগন্যাল বুঝতে পারেন না। ফলে তাঁদের সমস্যায় পড়তে হয়। তাঁদের কথা চিন্তা করেই এই উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। আগামী দিনে এই মানুষগুলোর জন্য বিনামূল্যে চশমার ব্যবস্থা করা হবে।

'সার' নিয়ে নির্দেশিকা

প্রতিবেদন : চলতি মাসের মধ্যেই সমস্ত ভোটদাতাদের কাছ থেকে এসআইআরের পূরণ করা ফর্ম সংগ্রহের কাজ শেষ করতে হবে। জেলা নির্বাচন আধিকারিকদের সঙ্গে ভিডিও কনফারেন্সে এক বৈঠকে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজকুমার আগরওয়াল আজ এই নির্দেশ দিয়েছেন। এখনও কেন একশো শতাংশ ফর্ম বিলির কাজ শেষ হয়নি তা নিয়েও তিনি প্রশ্ন তোলেন বলে মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে। আজ সন্ধ্যা পর্যন্ত রাজ্যে ৭ কোটি ৫৫ লক্ষ এমুনারেশন ফর্ম বিলি করা হয়েছে। যা মোট ভোটারের ৯৮ দশমিক ৫০ শতাংশ। জেলা আধিকারিকদের জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, আর কোনও গাফিলতি বা অজুহাত বরদাস্ত করা হবে না। কোথাও কোনও সমস্যা থাকলে তা অবিলম্বে মিটিয়ে ফেলার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

প্রতিবাদ মিছিল

প্রতিবেদন : শিলিগুড়িতে বাংলা পক্ষের ডাকে কয়েক হাজার বাঙালি ও ভূমিপুত্র জনজাতির মহামিছিল হল শনিবার। পাঁচদফা দাবি হল ১) শিলিগুড়িকে কেন্দ্র করে লোকাল ট্রেন নেটওয়ার্ক, ২) জলপাইগুড়ির দোমোহনিতে এআইআইএমএস, ৩) নেপাল সীমান্ত বন্ধ করা, ৪) কলকাতার পিজি হাসপাতালের সমমানের হাসপাতাল উত্তরে এবং ৫) সাম্প্রতিক বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত উত্তরের জেলাগুলোর জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষতিপূরণ। মিছিলে নেতৃত্ব দেন বাংলা পক্ষের সাধারণ সম্পাদক গর্গ চট্টোপাধ্যায়।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

ডেবরার নতুনবাজার এলাকায় সোনার দোকান, অফিস-সহ একাধিক দোকানে চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ায়। সিসিটিভির ফুটেজে ধরা পড়ায় তার ভিত্তিতে তদন্ত করছে ডেবরা থানার পুলিশ

আমার বাংলা
16 November, 2025 • Sunday • Page 9 || Website - www.jagobangla.in

পুরুলিয়ায় শুরু খাদ্য দফতরের সরকারি মূল্যে ধান কেনা

১১০ ক্রয়কেন্দ্র কিনবে ৩ লক্ষ টন

সংবাদদাতা, পুরুলিয়া : কৃষকদের হাতে সময়মতো ধান বিক্রির টাকা তুলে দিতে পুরুলিয়ায় শুরু হয়ে গেল সরকারি সহায়তা মূল্যে আগাম ধান কেনা। এবছর ভাল বৃষ্টি হওয়ায় জেলায় ধানের উৎপাদন বেড়েছে। চাষিরা এখন ব্যস্ত ধান কেটে ঘরে তোলার কাজে। তাঁদের টাকার দরকার। তাই ফসল কাটার মরশুম শুরু হতেই ধান কেনা শুরু করে দিল খাদ্য ও সরবরাহ দফতর। জেলায় ২১টি সিপিসি ক্রয়কেন্দ্র, ৫টি ভ্রাম্যমাণ ক্রয়কেন্দ্র, ২৭টি মহিলা স্বনির্ভর দলের ক্রয়কেন্দ্র, ৪টি ফার্মার্স প্রডিউসার কোম্পানি, ৭টি ল্যাম্পস সোসাইটি, ৪৪টি সমবায় এবার ধান কিনছে। লক্ষ্যমাত্রা ২ লক্ষ ৬৪ হাজার ৯৪৮ টন। এখন পর্যন্ত কেনা হয়েছে প্রায় ৩৫ টন। এবার

ধানের সরকারি ক্রয়মূল্য ২,৩৬৯ টাকা। ভ্রাম্যমাণ ক্রয়কেন্দ্রে বিক্রি করলে কুইন্টাল-পিছু অতিরিক্ত ২০ টাকা উৎসাহ ভাতা পাবেন কৃষক। জেলা খাদ্য ও সরবরাহ দফতর জানিয়েছে, ধান কেনার উপর নজরদারি রাখতে প্রতিটি ক্রয়কেন্দ্রে সিসিটিভি ক্যামেরার নজরদারি থাকছে। মনিটরে কলকাতা ও পুরুলিয়া থেকে নজরদারি করতে পারবেন দফতরের আধিকারিকেরা। পুরুলিয়ায় মানুষ পৌষ মাসেই বেশি ধান বিক্রি করেন। পৌষ পরবে নতুন পোশাক কেনেন অনেকে। খাদ্য ও সরবরাহ দফতর চায় তার আগেই বিক্রেতাদের অ্যাকাউন্টে টাকা দিয়ে দিতে। জেলা খাদ্য ও সরবরাহ দফতরের নিয়ামক মিঠুন দাস বলেন, গত বছরের তুলনায় এবার ধানের ক্রয়মূল্য বেড়েছে কুইন্টাল-পিছু ৭৯ টাকা। তাঁর আশা, এবার ধান কেনার লক্ষ্যমাত্রা ছাপিয়ে যাবে।

রাজ্যের পূর্ত দফতরের বরাদ্দ ৮৭ লক্ষ টাকা

বিধায়কের উদ্যোগে শান্তিপুরের দুই নদীঘাটে হবে সংস্কার ও সৌন্দর্যায়ন

সংবাদদাতা, নদিয়া : একদিকে বিরোধীরা কুৎসায় ব্যস্ত। অন্যদিকে রাজ্য সরকার উন্নয়নের সুফল পৌঁছে দিচ্ছে বাংলার নানা প্রান্তে। এবার বিধানসভা নির্বাচনের আগেই শান্তিপুর শহরের উন্নয়নের মুকুটে জুড়তে চলেছে নতুন পালক। শান্তিপুরের বিধায়ক ব্রজকিশোর গোস্বামীর উদ্যোগের ফলে পূর্ত দফতর সহযোগিতায় প্রায় ৮৭ লক্ষ টাকা ব্যয়ে শহরের দুটি নদীঘাটের সৌন্দর্যায়ন-কাজ শুরু হতে চলেছে ১৫ ডিসেম্বর থেকে। জানা গিয়েছে শেষ হবে ১৯৭ দিনের মধ্যে। অদ্বৈতাচার্যের পুণ্যভূমি শান্তিপুর ধাম বাংলার প্রাচীন নগরী ও তীর্থক্ষেত্র। এখানকার রাস উৎসব সারা ভারতে, এমনকি বিদেশেও প্রবাসীদের মধ্যে খ্যাত। আর প্রতিটি ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও মানুষের ব্যবহারের জন্য শান্তিপুরের এই দুই নদীঘাটের ভূমিকা ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ। একটা সময় নদীতে স্নান করতে গিয়ে ঘটত একাধিক দুর্ঘটনা। সেই সমস্যা প্রত্যক্ষ করেই বিধায়ক ব্রজকিশোর গোস্বামীর উদ্যোগে সাড়া দিয়ে পূর্ত দফতরের নির্দেশে ৮৭ লক্ষ টাকা ব্যয়ে শান্তিপুরের শ্যামচাঁদ ঘাট ও পার্শ্ববর্তী শিবতলা ঘাটে শুরু হতে চলেছে সৌন্দর্যায়নের কাজ। এই দুই ঘাটে পুণ্যার্থীদের জন্য থাকছে বিশেষ ব্যবস্থা, আলোকসজ্জা থেকে শৌচাগার এবং স্নানঘাটের চতুর্দিকে অত্যাধুনিক প্রযুক্তিতে সৌন্দর্যায়ন। বিধায়ক জানান, উপনির্বাচনে জিতে বিধায়ক হওয়ার পর থেকে তাঁর পাখির চোখ ছিল নদীপাড় ভাঙনের সমস্যা মেটানো। ইতিমধ্যে কয়েক কোটি টাকা ব্যয়ে শান্তিপুর গবরাচর স্টিমার ঘাট-সহ নদীর বিস্তীর্ণ এলাকায় পার ভাঙন রোখার কাজ শেষ হয়েছে। এবার এই দুটি নদীঘাট সংস্কারের কাজ শুরু করতে পেরে খুশি। রাজ্য সরকারের চেষ্টায় স্থানীয় সমস্যা নিরসন করা হচ্ছে। তাই উন্নয়নের সুফল পাচ্ছেন সাধারণ মানুষ।

জেলায় জেলায় বিরসা-জন্মদিন ও জয় জোহার মেলার শুরু

ধামসার তালে মাতল জঙ্গলমহল

সংবাদদাতা, ঝাড়গ্রাম : মাদলের ছন্দে, ধমসার তালে মেতে উঠল জয় জোহার মেলা প্রাঙ্গণ। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে রাজ্যের আদিবাসী উন্নয়ন দফতরের উদ্যোগে গোটা রাজ্যের আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকায় বিরসা মুণ্ডার ১৫০ জন্মদিন পালনের পাশাপাশি শুরু হয়েছে তিন দিনের জয় জোহার মেলা। রাজ্যের ১৫ জেলার ১০২টি ব্লকে ১৫ থেকে ১৭ নভেম্বর পর্যন্ত হবে এই উৎসব। শনিবার ঝাড়গ্রামের সবকটি ব্লকে শুরু হয়েছে তিন দিনের জয় জোহার মেলা। জেলা স্তরের মূল অনুষ্ঠানটি হয় গোপীবল্লভপুর ১ ব্লকের বিরসা চকে। উদ্বোধন করেন রাজ্যের বনমন্ত্রী বীরবাহা হাঁসদা। ছিলেন সাংসদ কালীপদ সরেন, জেলাশাসক আকাঙ্ক্ষা ভাস্কর, মহকুমা শাসক অনিন্দিতা রায়চৌধুরি, নয়াগ্রামের বিধায়ক দুলাল মুর্মু-সহ অন্যরা। গোপীবল্লভপুর ২ ব্লকের পেটবিন্ধি অঞ্চলের গঙ্গাবাঁধ এলাকায় পালিত হয় বিরসা জন্মজয়ন্তী এবং জয় জোহার মেলা। শুরুতে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার পর গঙ্গাবাঁধ এলাকায় বিরসা মুণ্ডার আবক্ষ মূর্তিতে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করেন অতিথিরা। অনুষ্ঠান মঞ্চে বিরসা মুণ্ডা, ভগৎ সিং, পণ্ডিত রঘুনাথ মুর্মু, সিধু-কানহু মুর্মু, সাধু রামচাঁদ মুর্মু

বিরসাচকে উদ্বোধনে মন্ত্রী বীরবাহা হাঁসদা। রয়েছেন জেলাশাসক আকাঙ্ক্ষা ভাস্কর প্রমুখ।

ও তিলকা মুর্মুর প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন তাঁরা। উপস্থিত ছিলেন গোপীবল্লভপুর ২ ব্লকের বিডিও রাহুল বিশ্বাস, বিধায়ক ডাঃ খগেন্দ্রনাথ মাহাত, বেলিয়াবেড়া থানার ওসি নীলু মণ্ডল, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শর্বরী অধিকারী, স্বপন পাত্র, পঞ্চায়েত সমিতির টিংকু পাল, পেটবিন্ধি গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান শংকরপ্রসাদ দে প্রমুখ।

শালবনিতে মানস ১৩টি অ্যাম্বুল্যান্স পেল মেদিনীপুর

মেলায় অ্যাম্বুল্যান্স উদ্বোধনে মন্ত্রী মানস ভুঁইয়া।

সংবাদদাতা, শালবনি: বিরসা মুন্ডার ১৫১তম জন্মদিবসে পশ্চিম মেদিনীপুরের শালবনিতে জয় জোহার মেলার সূচনা করেন মন্ত্রী মানুষ ভুঁইয়া। ছিলেন মানস ভুঁইয়া ছাড়াও মন্ত্রী শ্রীকান্ত মাহাত, জেলাশাসক বিজিন কৃষ্ণ, মহকুমা শাসক, জেলা সভাধিপতি প্রতিমা মাইতি, বিডিও এবং অন্যান্য প্রশাসনিক কর্মকর্তা এবং বিধায়কেরা ও শালবনি এবং অন্যান্য পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতিরা। জেলাশাসক বিজিন কৃষ্ণ তাঁর বক্তব্যে বিরসা মুন্ডার জীবনদর্শন ও আদিবাসী সমাজের উন্নয়নে তাঁর অবদানের কথা তুলে ধরেন। মন্ত্রী মানস বলেন, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আদিবাসীদের উন্নয়নের জন্য জঙ্গলমহলে অনেক প্রকল্প চালু করেছেন। পাশাপাশি বিহারের বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল নিয়ে তিনি জানান বিহার আলাদা রাজ্য। সেখানে যে ফলাফল হয়েছে তার সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের মিল হবে না। বাংলা বড় কঠিন জায়গা। এখানে মমতা আছেন, অভিষেক আছেন।

মেমারিতে মন্ত্রী, ডিএম

উদ্বোধনে মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ।

সংবাদদাতা, বর্ধমান : শনিবার পূর্ব বর্ধমানের আদিবাসী অধ্যুষিত মেমারি, জামালপুর, আউশগ্রামে পালিত হয় বিরসার জন্মদিন ও জয় জোহার মেলা। মেমারি ২ ব্লকের পাহাড়হাটি গোলাপমণি উচ্চ বিদ্যালয়ের অনুষ্ঠানে ছিলেন মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ, জেলা সভাধিপতি শ্যামাপ্রসন্ন লোহার, সহকারী সভাধিপতি গার্গী নাহা, জেলাশাসক আয়েষা রানি এ, তফসিলি উপজাতির রাজ্য সেলের নেতা দেবু টুডু-সহ অন্যরা। মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ বলেন, মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে রাজ্যে আদিবাসী সমাজের যে উন্নয়ন কাজ চলছে তা গোটা দেশের কাছে দৃষ্টান্তের। জেলাশাসকের দফতরের সামনে জেলা পরিষদের উদ্যোগে সিধো-কানহুর মূর্তি তৈরি করে শ্রদ্ধা জানান তিনি। এই কাজ আগে কেউ করেনি।

কৃষ্ণনগরে বিধায়ক, ডিএম

মঞ্চে ব্রজকিশোর গোস্বামী, তারান্নুম সুলতানা, জেলাশাসক।

সংবাদদাতা, নদিয়া : মুন্ডা বিদ্রোহের নেতা বিরসা মুন্ডার জন্মদিবসে কৃষ্ণনগরে রবীন্দ্রভবন মুক্তমঞ্চে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলা সভাধিপতি তারান্নুম সুলতানা মীর, জেলাশাসক অনীশ দাশগুপ্ত, দুই তৃণমূল বিধায়ক ব্রজকিশোর গোস্বামী ও বিমলেন্দু সিংহ রায়-সহ সরকারি কর্তা ও বিশিষ্টজনেরা। জেলাশাসক জানান, আদিবাসীদের অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী এবং শিক্ষিত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের সূচনা করেছে রাজ্য সরকার। মাধ্যমিক স্তরে ৩০ হাজার আদিবাসী ছাত্র ওয়েসিস প্রকল্পে স্কলারশিপ পেয়েছেন এবং ৬৪ হাজার পেয়েছেন উচ্চশিক্ষায় স্কলারশিপ।

বাঘমুন্ডির মাঠাতে সূচনায় ডিএম

প্রতিবেদন : মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে ধরতি আবা বিরসা মুন্ডার জন্মজয়ন্তীতে শ্রদ্ধা জানাতে পুরুলিয়ায় জেলা স্তরের জয় জোহার মেলা শুরু হল বাঘমুন্ডির মাঠা বন বিভাগের কমিউনিটি হলে। সূচনা করেন জেলাশাসক সুধীর কোনথাম এবং পুলিশ সুপার অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়। উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী সন্ধ্যারানি টুডু, সভাধিপতি নিবেদিতা মাহাত, বিধায়ক সুশান্ত মাহাত, ঝালদার এসডিপিও গৌরব ঘোষ সহ ব্লক ও জেলার বিশিষ্টজনেরা। আদিবাসীদের হাতে নানা বাদ্যযন্ত্র, বিভিন্ন ফসলের বীজ তুলে দেওয়ার পাশাপাশি ছাত্রছাত্রীদের দেওয়া হল জাতিগত শংসাপত্র ও সবুজ সাথীর সাইকেল।

বাদ্যযন্ত্র দিচ্ছেন মন্ত্রী সন্ধ্যারানি টুডু।

সালানপুরে মেলার উদ্বোধনে বিধায়ক ও মেয়র বিধান উপাধ্যায়। রয়েছেন এসডিএম বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্য, বিডিও দেবাঞ্জন বিশ্বাস, জেলা পরিষদের মহম্মদ আরমান, পঞ্চায়েত সমিতির বিদ্যুৎ মিশ্র প্রমুখ।

১০
১৬ নভেম্বর ২০২৫
রবিবার

আমার বাংলা

16 November, 2025 • Sunday • Page 10 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

শ্রমিক সমাবেশ

■ দার্জিলিং জেলা আইএনটিটিইউসির ডাকে শিলিগুড়ির এনজেপির নেতাজি মোড়ে এক বিশাল শ্রমিক সমাবেশ হবে ১৭ নভেম্বর। এই উপলক্ষে এনজেপিতে রেলওয়ে ঠিকা শ্রমিক ইউনিয়নের সদস্যদের নিয়ে প্রস্তুতিসভা হল। সভায় ছিলেন আইএনটিটিইউসির জেলা সভাপতি নির্জল দে, শিলিগুড়ি টাউন ৩এ আইএনটিটিইউসি সভাপতি সুজয় সরকার, বাপি ভট্টাচার্য, অঙ্কুর দাস, সৌম্য মজুমদার, মহম্মদ দুলারে, মৃণাল দাস, পরিমল মালাকার প্রমুখ।

এসআইআর সমাবেশ

■ গোটা রাজ্যেই এসআইআর নিয়ে সচেতনতা শিবির চালাচ্ছে তৃণমূল। রাজারহাট পাথরঘাটা লস্করহাটিতে বাহার আলির নেতৃত্বে এসআইআর নিয়ে এক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সেই সমাবেশে ছিলেন ওয়েস্ট বেঙ্গল মাইনরিটি তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সচিব জুনেইদ খান এবং বিধাননগর পুর নিগমের চেয়ারপারসন সব্যসাচী দত্ত।

নজরদারি বৈঠক

■ প্রকৃত ভোটারদের নাম যাতে তালিকা থেকে বাদ না যায় সেই উদ্দেশে জেলায় জেলায় সহায়তা শিবির চালু করেছে তৃণমূল। সেখানে সাধারণ মানুষ ঠিকমতো পরিষেবা পাচ্ছেন কিনা তার তদারকিও চলছে। শনিবার কালিয়াগঞ্জ শহর তৃণমূল কার্যালয়ে পুরসভার ১৭টি ওয়ার্ডের সভাপতি এবং বিএলএ-দের নিয়ে বৈঠক করেন জেলা তৃণমূল সভাপতি কানাইয়ালাল আগরওয়াল। ছিলেন শহর তৃণমূল সভাপতি সুজিত সরকার, প্রাক্তন বিধায়ক তপন দেবসিংহ, শচীন সিংহরায় প্রমুখ।

বিএলও বিক্ষোভ শিলিগুড়িতে

সংবাদদাতা, শিলিগুড়ি : এসআইআর নিয়ে নিত্যনতুন কাজের বোঝা বিএলওদের উপর চাপিয়ে দিচ্ছে নির্বাচন কমিশন। তারই বিরুদ্ধে ক্ষোভে ফেটে পড়লেন বিএলওরা। শনিবার শিলিগুড়ির দীনবন্ধু মঞ্চে ছিল বিএলওদের প্রশিক্ষণ বৈঠক। সেখানেই বিক্ষোভ দেখান তাঁরা। অভিযোগ, তাঁদের কেবলমাত্র ইনুমারেশন ফর্ম দেওয়া এবং পূরণ করিয়ে নেওয়ার কাজে নিয়োগ করা হয়েছিল। বর্তমানে তাদের ডিজিটালাইজেশনের কাজও করার নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে। বিএলওদের বক্তব্য, এত চাপ তাঁরা নিতে পারবেন না। বাড়ি বাড়ি গিয়ে ফরম দেওয়া, তা পূরণ করা শেখানো, সেগুলো নিয়ে আসার কাজ করতে হচ্ছে।

■ প্রতিবাদে উত্তাল বিএলওরা। শিলিগুড়ির দীনবন্ধু মঞ্চে।

ব্যক্তিগত মোবাইল নম্বর দেওয়া হয়েছে। সকাল থেকে রাত মানুষ ফোন করছেন। মানসিক অশান্তিতে রয়েছেন তাঁরা। তাই তাঁরা এই কাজের বাইরে অন্য কাজ করতে নারাজ। প্রশিক্ষণ দিতে আসা নির্বাচন কমিশনের প্রতিনিধিরা বিক্ষোভের মুখে পড়ে দীনবন্ধু মঞ্চ ত্যাগ করেন।

শ্রদ্ধায় বিরসা মুণ্ডা স্মরণ

দুই চা-বাগানে দুই মূর্তি

■ মঞ্চে বুলু চিক বরাইক, খগেশ্বর রায়, কৃষ্ণা রায়বর্মন, মহুয়া গোপ প্রমুখ।

সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি : আদিবাসী নেতা ও স্বাধীনতা সংগ্রামী বীর বিরসা মুন্ডার জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে তাঁর দুটি মূর্তির উদ্বোধন হল সরস্বতী চা-বাগান ও শিকারপুর চা-বাগানে। বেলাকোবার বটতলা মোড়ে ধামসা মাদল বাজিয়ে শোভাযাত্রা করে রাজগঞ্জ ব্লকের শিকারপুর চা-বাগানের মাঝে এই মূর্তির উদ্বোধন করা হয়। আদিবাসী উন্নয়ন দফতরের আর্থিক সহায়তায় প্রায় ৫ লক্ষ ১১ হাজার টাকায় এটি তৈরি হয়েছে। পাশাপাশি একই দিনে রাজগঞ্জের মান্তাদাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের সরস্বতী চা-বাগানেও বিরসার মূর্তির উদ্বোধন করা হয়। ছিলেন মন্ত্রী বুলু চিক বরাইক, রাজগঞ্জের বিধায়ক খগেশ্বর রায়, জেলা পরিষদের সভাধিপতি কৃষ্ণা রায়বর্মন, জেলা তৃণমূল সভানেত্রী মহুয়া গোপ, রূপালি দে সরকার, রণবীর মজুমদার, প্রভা কুজুর প্রমুখ।

বামনগোলায় জয় জোহার উদযাপন

সংবাদদাতা, মালদহ : মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে সারা রাজ্যে পালিত হচ্ছে বিরসা মুন্ডার জন্ম সার্ধশতবর্ষ উদযাপন এবং জয় জোহার মেলা। তারই অংশ হিসেবে মালদহের বামনগোলা ব্লক কমিউনিটি হলে হল অনুষ্ঠান। অতিথিদের আদিবাসী নৃত্যে স্বাগত জানানো হয়। বিভিন্ন সরকারি পরিষেবা প্রদান, সচেতনতা কর্মসূচি ও প্রদর্শনীও ছিল। ধামসা-মাদল, যুবকদের ক্যারম বোর্ড, কৃষি সরঞ্জাম এবং খেলার সামগ্রী বিতরণ করা হয়। ছিলেন মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন, জেলাশাসক প্রীতি গোয়েল, বিডিও মনোজিৎ রায় প্রমুখ।

■ ধামসা মাদল বিতরণ করছেন রাজ্যের মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন

বন্ধ রেলের বন্দে ভারত রেস্তোরাঁ

সংবাদদাতা, মালদহ : দুটো বছরও টিকল না রেলের বহুল প্রচারিত 'বন্দে ভারত' রেস্তোরাঁ। দুই মাসেরও বেশি সময় ধরে তালা ঝুলছে বগি-রূপী ওই রেস্তোরাঁর দরজায়। সৌন্দর্যায়ন গিয়ে বর্তমানে এলাকাটি গবাদি পশু ও ছাগলের বিচরণভূমি। রেল মন্ত্রকের তত্ত্বাবধানে থাকা এমন প্রকল্পের এই করুণ পরিণতিতে বিভিন্ন মহলে ক্ষোভ ছড়িয়েছে। বছরের পর বছর পরিকাঠামোর অভাব থাকা সত্ত্বেও যাত্রীসংখ্যা বেড়েছিল। সেই সুযোগ কাজে লাগিয়ে আধুনিকতার ছাপ আনার নাম করে পুরনো একটি বগিকে বন্দে ভারতের আদলে সাজিয়ে রেস্তোরাঁ খোলা হয় ২০২৩ সালে। উন্নত চেয়ার-টেবিল, ফাস্ট ফুডের ব্যবস্থা— সবই ছিল। পুরাতন মালদহ পুরসভার কাউন্সিলর শিবশঙ্কর ভট্টাচার্যের অভিযোগ, এগুলি সব কেন্দ্রের ভাঁওতাবাজি। মানুষের প্রয়োজন না বুঝেই রেল দফতর এই প্রকল্প চালু করেছে। স্টেশন ম্যানেজার বলছেন, ক্রেতা না থাকায় বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

স্ত্রীকে গুলি

সংবাদদাতা, বীরভূম : অশান্তির জেরে স্ত্রীকে গুলি করে খুন করার চেষ্টা করল স্বামী। বীরভূমের নলহাটি পুর এলাকায়। স্ত্রী সীমা খাতুন নলহাটিতে একটি বিউটি পার্লার চালায়। স্বামীর সেটা পছন্দ নয়। কর্মসূত্রে স্বামী রুজু খান মুম্বইয়ে থাকেন। শনিবার রাতে পার্লার বন্ধ করে সীমা বাড়িতে এলে রুজু ৪টি গুলি চালায়। একটি হাতে লাগে, আরেকটি কোমরে, আর দুটি শরীরের উপরের অংশে। বর্তমানে সীমা চিকিৎসাধীন।

তিনশো টাকার জন্য খুন

সংবাদদাতা, হাওড়া : বাইক সারাইয়ের দোকানে বকেয়া ছিল ৩০০ টাকা। সেই টাকার জন্যই যুবককে পিটিয়ে খুনের অভিযোগে চাঞ্চল্য হাওড়ার বাগনানে। পুলিশ জানায়, মৃতের নাম আব্দুর রহমান (৩০)। বাড়ি পশ্চিম বাইনানের দক্ষিণ হাওয়ালে। বাইক সারানো বাবদ বকেয়া ৩০০ টাকা আদায়কে কেন্দ্র করে যুবককে মারধরের পাশাপাশি তাঁর মাথায় রড দিয়ে মেরে খুনের অভিযোগ ওঠে এলাকারই চার যুবকের বিরুদ্ধে। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় বাগনান থানার বাইনানের ফুলতলার ঘটনা। বাইক সারানোর পর দোকানে ৩০০ টাকা বাকি রেখে আব্দুর অন্য একটি দোকানে বাইক সারাতে দেন। তখনই বকেয়া চেয়ে কয়েকজন তাকে মারধর করে।

যোগী রাজ্যে জয় বাংলার কন্যাশ্রীদের, শুভেচ্ছা ব্রাত্যর

প্রতিবেদন : উত্তরপ্রদেশের বারেলিতে ৬৯তম জাতীয় ফুল গেমসে অনূর্ধ্ব-১৭ বালিকা ভলিবল প্রতিযোগিতায় রাজস্থানকে পরাস্ত করে জয় হয়েছে বাংলার। সোনার শিখরে উঠেছে বাংলার কন্যাশ্রীরা। এই সাফল্যে গর্বিত হয়ে শুভেচ্ছাবার্তা জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। শিক্ষামন্ত্রী এক্স হ্যান্ডেলে শুভেচ্ছা জানিয়ে লেখেন, উত্তরপ্রদেশের বেরেলিতে ৬৯তম জাতীয় স্কুল গেমসে অনূর্ধ্ব-১৭ বালিকা ভলিবল ফাইনালে রাজস্থানকে দুরন্ত দক্ষতায় পরাজিত করে সোনার শিখরে উঠল বাংলার গৌরব— আমাদের কন্যাশ্রীরা! তাদের অদম্য পরিশ্রম, অধ্যবসায় এবং লড়াইয়ের মানসিকতাকে জানাই হৃদয়ের গভীর থেকে অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা। সাথে স্যালুট নিবেদিত কোচিং স্টাফদের নিষ্ঠা ও পরামর্শকে। মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রেরণা ও দূরদর্শিতাকে সঙ্গী করে বাংলা যে নতুন উচ্চতায় পৌঁছচ্ছে, এই সোনাজয় তারই উজ্জ্বল সাক্ষী।

■ উৎকর্ষিণী সম্মান ২০২৫। দুর্বার পুজো কমিটির সদস্যদের হাতে পুরস্কার তুলে দিলেন মন্ত্রী ডাঃ শশী পাঁজা। ছিলেন বাপি ঘোষ, পূজা পাঁজা প্রমুখ। শনিবার বাগবাজারের ফণিভূষণ বিদ্যাবিনোদ যাত্রামঞ্চে। —শুভেন্দু চৌধুরী

আদিবাসী উন্নয়নে কাজ

(প্রথম পাতার পর)

কলেজও আমরা করেছি। অভিষেক এক্সে লেখেন, সাহস-ত্যাগ ও প্রতিরোধের প্রতীক ছিলেন বিরসা মুন্ডা। তাঁর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাই। তিনি একজন তরুণ স্বপ্নদ্রষ্টা, যিনি অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন। আদিবাসী সমাজের অধিকারের জন্য নির্ভীকভাবে লড়াই করেছিলেন। সূচনা করেছিলেন নির্ভীক আন্দোলনের। বিরসা মুন্ডার সেই আন্দোলন প্রতিটি সংগ্রামকে অনুপ্রাণিত করে। সামাজিক সম্প্রীতি, প্রান্তিক মানুষের ক্ষমতায়ন এবং আমাদের ভূমি ও পরিবেশ সুরক্ষার জন্য তাঁর আহ্বান আজও গভীরভাবে প্রাসঙ্গিক। তাঁর আদর্শ আমাদের আগামী প্রজন্মকে সঠিক পথে পরিচালিত করুক।

প্রসঙ্গত, মাত্র ২৫ বছরের সংক্ষিপ্ত জীবন ছিল বিরসা মুন্ডার। ঝাড়খণ্ডের উলিহাতুর তরুণ ঔপনিবেশিক শোষণের বিরুদ্ধে জনগণের প্রতিরোধের নায়ক হয়ে ওঠেন। ব্রিটিশ শাসক ও স্থানীয় ভূস্বামীদের উপজাতীয় সম্প্রদায়কে শোষণ করার সময় থেকেই ভগবান বিরসা এই সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবিচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান এবং মানুষকে তাদের অধিকার আদায়ের জন্য সংগ্রামে নেতৃত্ব দেন। তিনি ব্রিটিশ অত্যাচারের বিরুদ্ধে মুন্ডা বিদ্রোহ সংগঠিত করেছিলেন।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

বিহারের বিধানসভা ভোটে দল এবং জোটের বেনজির বিপর্যয়ের পর শনিবার সকালে রাহুল গান্ধী রুদ্ধদ্বার বৈঠক করলেন কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়্গের সঙ্গে। ছিলেন এআইসিসি-র অন্য গুরুত্বপূর্ণ নেতারাও

দাদরি গণপিটুনি ও আখলাক হত্যাকাণ্ডের অপরাধীদের মুক্ত করতে সক্রিয় যোগী সরকার

আদালতে খুনের মামলা প্রত্যাহারের আবেদন

লখনউ: কেন্দ্রে মোদি সরকার ক্ষমতায় আসার পরপরই ২০১৫ সালে দিল্লি সংলগ্ন উত্তরপ্রদেশের দাদরিতে মহম্মদ আখলাকের গণপিটুনিতে মৃত্যু নিয়ে দেশজুড়ে শোরগোল ওঠে। উপযুক্ত প্রমাণ ছাড়াই স্রেফ সংখ্যালঘুদের প্রতি তীব্র বিদ্বেষ ও পরিকল্পিত গুজব ছড়িয়ে পিটিয়ে খুন করা হয়। ঘটনায় যুক্ত ছিল উগ্র হিন্দুত্ববাদীরা। এবার একদশক পর সেই অপরাধীদের মুক্ত করতে সক্রিয় হয়েছে যোগী সরকার। ঠিক যেভাবে গুজরাত দাঙ্গায় একাধিক সংখ্যালঘু খুন ও বিলকিস বানোর গণধর্ষণের অপরাধীদের জেল থেকে ছাড়াতে তৎপর ছিল বিজেপি প্রশাসন, এক্ষেত্রেও সেই একই কাণ্ড!

জানা গিয়েছে, উত্তরপ্রদেশের বিজেপি সরকার মহম্মদ আখলাককে হত্যার অভিযোগে অভিযুক্ত দশজনের বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগ সহ সমস্ত মামলা প্রত্যাহার করার আবেদন জানিয়েছে। গরু জবাই এবং বাড়িতে গোমাংস রাখার গুজবের জেরে উন্মত্ত একদল দুষ্কৃতী আখলাককে হত্যা করেছিল, যা মোদি জমানায় সংখ্যালঘু বিদ্বেষ ও সহিংসতার প্রথম বড় নিদর্শন। ওই ঘটনার পর থেকে দেশের নানা জায়গায় গোমাংস বহনের মিথ্যা গুজব ছড়িয়ে সংখ্যালঘু নির্যাতনের একাধিক ঘটনা ঘটেছে গত এক দশকে। রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে ঘৃণা উসকে দিতে গোমাংস রাখার ভুয়ো অভিযোগে একাধিক গণপিটুনির ঘটনা ঘটেছে বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতে। এবার দেখা গেল, সেই অপরাধে যুক্তদের মুক্ত করতে সক্রিয় হল গেরুয়া সরকার। গৌতম বুদ্ধ নগরের উচ্চ দায়রা আদালতে

দায়ের করা একটি আবেদনে উত্তরপ্রদেশ রাজ্য সরকার ফৌজদারি কার্যবিধির ৩২১ ধারা অনুসারে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে বিচার প্রক্রিয়া প্রত্যাহারের অনুরোধ করেছে। অভিযুক্তদের মধ্যে স্থানীয় বিজেপি নেতা সঞ্জয় রানার ছেলে বিশাল রানাও রয়েছেন। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহিতার একাধিক ধারায় অভিযোগ আনা হয়েছিল, যার মধ্যে রয়েছে ৩০২ (খুন), ৩০৭ (খুনের চেষ্টা), ৩২৩ (স্বেচ্ছায় আঘাত করা), ৫০৪ (ইচ্ছাকৃত অপমান) এবং ৫০৬ (অপরাধমূলক ভয় দেখানো)। রাজ্য সরকারের ২৬ অগাস্টের একটি চিঠির প্রেক্ষিতে গৌতম বুদ্ধ নগরের সহকারী জেলা সরকারি কৌঁসুলি ভগ সিং ১৫ অক্টোবর মামলা প্রত্যাহারের এই অনুরোধটি পেশ করেছেন। আবেদনে বলা হয়েছে, উত্তরপ্রদেশের রাজ্যপাল বিচার প্রক্রিয়া প্রত্যাহারের জন্য লিখিত অনুমোদন দিয়েছেন। তার পরিপ্রেক্ষিতে রাজ্য সরকার আগের অবস্থান পুনর্ব্যক্ত করে বলেছে, আখলাকের বাড়ি থেকে উদ্ধার হওয়া মাংস সরকারি পরীক্ষাগারে গোমাংস হিসাবে চিহ্নিত হয়েছিল। গণপিটুনির অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে মামলা প্রত্যাহার প্রক্রিয়া নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার জন্য যুগ্ম পরিচালক (প্রসিকিউশন) ব্রিজেশকুমার মিশ্রের একটি চিঠিও সরকারি আবেদনের সঙ্গে সংযুক্ত করা হয়েছে। অভিযোগগুলি প্রত্যাহারের আগে আদালতের সম্মতি প্রয়োজন হওয়ায় বিষয়টি এখন বিচারাধীন।

প্রসঙ্গত, ২০১৫ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর বিসাদা গ্রামের ৫২ বছর বয়সি বাসিন্দা আখলাক এবং তাঁর ছেলে দানিশকে গোমাংস রাখার অভিযোগে বাড়ি থেকে টেনে বের করে নির্মমভাবে মারধর করা হয়েছিল। ঘটনাস্থলেই আখলাকের মৃত্যু হয় এবং তাঁর ছেলে গুরুতর আঘাত পান। উল্লেখযোগ্যভাবে, আখলাকের গণপিটুনির ঘটনাটি বিজেপি জমানায় গণ-সহিংসতা অসহিষ্ণুতা এবং গোমাংস খাওয়ার বিষয়ে দেশজুড়ে বিতর্ক সৃষ্টি করে এবং রাজনৈতিক ও সামাজিক স্তরে তীব্র মেরুকরণের জন্ম দেয়।

বিহারের মসনদে এনডিএ, তবে ভোট শতাংশের হারে এগিয়ে আরজেডিই

পাটনা: বিহার বিধানসভায় নীতীশের নেতৃত্বাধীন জাতীয় গণতান্ত্রিক জোট (এনডিএ) ক্ষমতা ধরে রাখলেও ভোট শতাংশের হারে এগিয়ে বিরোধী দল আরজেডি। ২০১০ সালের পর থেকে বিহার বিধানসভা ভোটে এবারই সবচেয়ে বেশি ধাক্কা খেয়েছে লালুর দল। তারপরেও তাদের জন্য অন্তত একটি স্বস্তির কারণ রয়েছে— তা হল সর্বাধিক ভোট শতাংশ অর্জন।

নির্বাচন কমিশনের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত তথ্য অনুসারে, তেজস্বী যাদবের নেতৃত্বাধীন রাষ্ট্রীয় জনতা দল ২৩ শতাংশ ভোট পেয়েছে, যা ভারতীয় জনতা পার্টির তুলনায় ২.৯২ শতাংশ বেশি এবং মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারের জনতা দল ইউনাইটেডের

চেয়ে ৩.৭৫ শতাংশ বেশি। তবে, আরজেডি-র এই ভোট শতাংশ গত নির্বাচনের ২৩.১১ শতাংশ থেকে সামান্য কমেছে। গতবার তারা ১৪৪টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে ২৪৩ সদস্যের বিধানসভায় ৭৫টি আসনে জয়ী হয়েছিল এবং যে একক দল হিসাবে সর্বোচ্চ আসন লাভ করেছিল। এবারের নির্বাচনে ১৪১টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে আরজেডি মাত্র ২৫টি আসনে জয়ী হয়েছে, যা ২০১০ সালের নির্বাচনের (যখন তারা ২২টি আসন পেয়েছিল) পর বিহার নির্বাচনে তাদের দ্বিতীয় খারাপ ফল। অন্যদিকে, বিজেপির ভোট শতাংশ ২০২০ সালের ১৯.৪৬ শতাংশ থেকে বেড়ে ২০.০৭ শতাংশ হয়েছে, যদিও তারা গতবারের ১১০টি আসনের পরিবর্তে এবার কম আসনে অর্থাৎ ১০১টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে। বিহারের শাসক শিবিরে জেডিইউ-এর ভোট শতাংশও ২০২০ সালের ১৫.৩৯ শতাংশ থেকে বেড়ে ১৯.২৬ শতাংশ হয়েছে। এই নির্বাচনে নীতীশের দল ১০১টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে।

'যাদব পরিবার ও রাজনীতির সঙ্গে সম্পর্ক ছেড়ে দিলাম'

সমাজমাধ্যমে ঘোষণা লালুকন্যা রোহিণীর

পাটনা: রাজনৈতিক বিপর্যয়ের পর এবার যাদব পরিবারের অন্দরে অশান্তির কালো মেঘ। পরিবারের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করার ঘোষণা করলেন লালুকন্যা রোহিণী আচার্য। রাজনীতিও ছাড়লেন বলে জানিয়েছেন তিনি। শনিবার নিজের এক্স হ্যান্ডলে পোস্ট করে এই ঘোষণা করেছেন তিনি। শুক্রবারই বিহারে বিধানসভা নির্বাচনের ফলঘোষণা হয়েছে। তেজস্বীর নেতৃত্বে শোচনীয় পরাজয় হয়েছে লালুপ্রসাদের দল আরজেডির। আসনসংখ্যা আগের চেয়ে আরও কমেছে। আরজেডি ধরাশায়ী হওয়ার ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই এবার পরিবারের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করলেন রোহিণী। স্বভাবতই এতে সবচেয়ে বেশি অস্বস্তিতে লালুপ্রসাদ যাদব। কারণ লালু অসুস্থ থাকাকালীন তাঁকে কিডনি দিয়েছিলেন এই মেয়ে রোহিণীই। আপাতত রোহিণীর ঘোষণা নিয়ে মুখে কুলুপ এঁটেছে যাদব পরিবার। এর আগে লালু তাঁর বড় ছেলে তেজপ্রতাপকে ত্যাজ্যপুত্র ঘোষণা করে দল থেকে বহিষ্কার করেন। এরপর লালুকন্যার ঘটনায় অস্বস্তিতে সাধারণ আরজেডি কর্মীরাও।

প্রসঙ্গত, ২০২২ সালের ডিসেম্বর মাসে সিঙ্গাপুরের একটি হাসপাতালে লালুপ্রসাদ যাদবের কিডনি প্রতিস্থাপিত হয়। পারিবারিক সূত্রে দাবি, রোহিণীই সেই কিডনি দেন। তারপর দলীয় বিভিন্ন কর্মসূচিতে কন্যা রোহিণীর প্রশংসা করতে দেখা গিয়েছে লালুকে। গত লোকসভা নির্বাচনে মেয়েকে টিকিটও দিয়েছিলেন লালু। বিহারের সারন লোকসভা কেন্দ্র থেকে আরজেডির টিকিটে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলেও শেষপর্যন্ত জিততে পারেননি। সেই রোহিণীই এবার ত্যাগ করলেন যাদব পরিবারকে। শনিবার সমাজমাধ্যমের পোস্টে লালুকন্যা রোহিণী লেখেন, আমি রাজনীতি ছেড়ে দিচ্ছি। আমার (যাদব) পরিবারকেও অস্বীকার করছি।

প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী-সহ তিনজনকে সাসপেন্ড বিজেপির

অনিয়ম নিয়ে মুখ খুললেই দলবিরোধী!

পাটনা: বিজেপির তোষণের রাজনীতির সমালোচনা করলেই তাঁকে দলবিরোধী হিসাবে চিহ্নিত করা হবে, দল হিসাবে এটাই বিজেপির নীতি। যা একাধিক ঘটনায় প্রমাণ হয়েছে। এবার দেখা গেল, বিহার বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশের ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই সেই নীতির কারণে দ্বন্দ্ব তীব্র বিজেপিতে। পরিস্থিতি সামলাতে তড়িঘড়ি দল থেকে সাসপেন্ড করা হল তিনজনকে। যাঁদের মধ্যে একজন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। দ্বিতীয়জন বিহারের মন্ত্রী এবং তৃতীয়জন স্থানীয় কর্পোরেশনের মেয়র। বিরোধীদের অভিযোগ, বিজেপি যে প্রকৃতই স্বৈরাচারী দল, তা ফের প্রমাণ হল। বিহারে বিজেপির স্বজনপোষণের জন্য জায়গা করে নিচ্ছে আদানি গোষ্ঠীর বিদ্যুৎ সরবরাহ সংস্থা। প্রাক্তন কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎমন্ত্রী আর কে সিং তা নিয়ে তথ্যপ্রমাণ দিয়ে বিস্ফোরক অভিযোগ তুলেছিলেন। বিধানসভা ভোটের আগে সেই অভিযোগে অস্বস্তিতে পড়তে হয় নীতীশ সরকারকে। প্রাক্তন কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎমন্ত্রী দাবি করেছিলেন, বেশি দাম দিয়ে বিহারে আদানিকে বিদ্যুৎ সরবরাহের দায়িত্ব দেওয়া আদতে কোটি কোটি টাকার দুর্নীতি। এই প্রশ্ন তোলায় আর কে সিংকে ছয় বছরের জন্য সাসপেন্ড করেছে বিজেপি। পাশাপাশি বলা হয়েছে, তিনি যেন এক সপ্তাহের মধ্যে জবাব দেন, কেন তাঁকে সাসপেন্ড করা হবে না। এর পাশাপাশি বিজেপির অন্দরের কোন্দল স্পষ্ট হয়েছে বিহারের বিজেপি মন্ত্রী অশোককুমার আগরওয়াল ও তাঁর স্ত্রীর তথা কাটিহারের মেয়র উষা আগরওয়ালের ক্ষেত্রে। তাঁদেরই ছেলে সৌরভ আগরওয়াল যোগ দিয়েছেন বিকাশশীল ইনসান পার্টিতে। চলতি বিধানসভা নির্বাচনে কাটিহার কেন্দ্র থেকে তিনি বিজেপি প্রার্থীর বিরুদ্ধেই লড়াই করেন। সেখানেই আবার প্রচারে অংশ নেন মন্ত্রী অশোক আগরওয়াল ও মেয়র উষা আগরওয়াল। তাঁদের কাজকর্ম চূড়ান্ত দলবিরোধী বলেই দাবি করে তাঁদেরও সাসপেন্ড করা হয়েছে।

দেশ বিদেশ

16 November, 2025 • Sunday • Page 12 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

ভয়াবহ দুর্ঘটনা সুইডেনের রাজধানী স্টকহোমে। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফুটপাথে উঠে পড়ে একটি বাস। ঘটনায় পিষ্ট হয়ে মৃত্যু হয়েছে ৩ জনের। আহত বেশ কয়েকজন

বিস্ফোরণের পর ক্রমশ বেআব্রু হচ্ছে নিরাপত্তার নানা গলদ

যোগীরাজ্যে ৪০ ডাক্তারের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল জঙ্গিনেত্রী শাহিনের, সিমকার্ড পেতে ভুয়ো ঠিকানা

নয়াদিল্লি: ব্যর্থ বিজেপি। ব্যর্থ অমিত শাহের কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক। লালকেল্লার কাছে বিস্ফোরণের ঘটনার পরই একের পর এক ঘটনায় বেআব্রু হচ্ছে নিরাপত্তার বিবিধ গলদ ও এই সংক্রান্ত পরিকাঠামোর কঙ্কালসার চেহারা। এবার তদন্ত সূত্রে লালকেল্লা কাণ্ডের অন্যতম প্রধান চক্রী ডাক্তার শাহিন শাহিদকে ঘিরে চাঞ্চল্যকর তথ্য হাতে এল গোয়েন্দাদের।

তদন্তে উঠে এসেছে, সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ চালানোর জন্য 'নেটওয়ার্ক' বাড়াতে উত্তরপ্রদেশে কর্মরত ৩০ থেকে ৪০ জন ডাক্তারের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল ধৃত শাহিনের। এছাড়াও উত্তরপ্রদেশে কর্মরত ২০০ জন কাশ্মীরি ডাক্তার এখন সন্দেহের তালিকায়। সংখ্যাটা আরও বাড়তে পারে বলে সন্দেহ গোয়েন্দাদের। বিজেপি শাসিত হরিয়ানার বিতর্কিত আল-ফালাহ বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের হস্টেলে থাকা ডাঃ শাহিন হরিয়ানার ধৌজের একটি মসজিদের ঠিকানা ব্যবহার করে সিমকার্ড সংগ্রহ করেছিলেন। ভুয়ো ঠিকানা দেখিয়ে নেওয়া এই নম্বরটিই তিনি সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করতেন বলে তদন্তে উঠে এসেছে। এমনকী ঠিকানা বিষয়ে নজর ঘোরাতে শাহিন লখনউয়ে তাঁর বাবার বাসভবনকেও স্থায়ী ঠিকানা হিসেবে উল্লেখ করেননি। তিনি তাঁর ভাই পারভেজ আনসারির ঠিকানা দিয়েছেন। যে ভাইও জঙ্গি নেটওয়ার্কে যুক্ত বলে উঠে

আসছে। এই সপ্তাহের শুরুতে লখনউয়ে শাহিনের বাসভবনে অভিযান চালিয়ে তাঁর ভাইকে গ্রেফতার করা হয়। শাহিনের অতীত রেকর্ড বিশ্লেষণ করার সময় এও দেখা গিয়েছে, তিনি ২০১৩ সালে কানপুরে চাকরি ছেড়ে দেওয়ার পর অল্প সময়ের জন্য থাইল্যান্ড ঘুরতে যান।

দিল্লির বিস্ফোরণের পরে তদন্তে নেমে অন্যতম চক্রী হিসাবে শাহিনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। তাঁকে জেরা করে পুলিশ জানতে পেরেছে তুরস্ক, পাকিস্তান, সংযুক্ত আরব আমিরশাহি, মালয়েশিয়া, মালদ্বীপ এবং বাংলাদেশে সন্ত্রাসের জাল ছড়িয়ে আছে শাহিনের। দিল্লিতে নাশকতার পরে পাকিস্তানে পালিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা ছিল তাঁর। পাকিস্তানি সেনায় কর্মরত এক ডাক্তারের সঙ্গেও নিয়মিত যোগাযোগ রেখেছিলেন তিনি। এই 'হোয়াইট কলার মডিউল'-এর সক্রিয় সদস্য তৈরি করার জন্য নিজের ভাই ডাঃ পারভেজকেও ট্রেনিং দেন তিনি। ভাইয়ের মাধ্যমে অন্য ডাক্তারদের অস্ত্র পাঠাতেন শাহিন।

নিজেকে বাঁচাতে পারভেজকে স্মার্টফোনও ব্যবহার করতে দিতেন না।

গোয়েন্দাদের তরফে জানানো হয়েছে, জইশ-ই-মহম্মদের মতো বেশ কয়েকটি সংগঠন তাদের নাশকতামূলক কাজের জন্য সাধারণত শিক্ষিত লোকজনকে কাজে লাগায়। দিল্লি-সহ বড় শহরগুলিতে নাশকতার ছক ছিল তাদের। তাই দিল্লি, উত্তরপ্রদেশ ও কাশ্মীরের উচ্চশিক্ষিত ডাক্তার এবং ডাক্তারি পড়ুয়াদের পরিকল্পনা করেই টার্গেট করা হয়েছিল। ইতিমধ্যে অনেককে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করছে পুলিশ। এর মধ্যেই উঠে আসা নানা তথ্যে স্পষ্ট হচ্ছে নিরাপত্তাজনিত গুরুতর গলদ।

প্রতিশোধ নিতে প্রতিবেশীর খাবারে বিষ!

বাগেপল্লি: প্রতিবেশী পরিবারের সঙ্গে বিবাদের জেরে তাদের খাবারে বিষ মিশিয়ে খুনের চেষ্টা এক ব্যক্তির। ঘটনার বিবরণ শুনে স্তম্ভিত পুলিশ। বিষ মেশানো খাবার খেয়ে গুরুতর অসুস্থ সংশ্লিষ্ট পরিবারের সব সদস্য। চাঞ্চল্যকর অভিযোগের জেরে অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। ঠিক কী ঘটেছিল কর্নাটকের বাগেপল্লি গ্রামে? জানা গিয়েছে, খাওয়ার পর থেকেই প্রবল বমি আর মাথাঘোরায় আক্রান্ত হন একে একে পরিবারের সব সদস্য। সকলেই অচৈতন্য হয়ে পড়েন। এমন অবস্থায় তড়িঘড়ি সকলকে হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। চিকিৎসকেরা পরীক্ষা করে

কর্নাটক

জানান, বিষক্রিয়ার কারণেই ঘটেছে এই কাণ্ড। তদন্তে নেমে পুলিশ সন্দেহ করেছিল যে খাবারে কেউ বিষ মিশিয়ে দেয়। তা খেয়েই বিপত্তি। কে বিষ মেশাল তার খোঁজ শুরু করতেই মেলে ভয়ঙ্কর তথ্য। তদন্তে উঠে আসে, দীর্ঘদিনের বিবাদের প্রতিশোধ নিতেই এক প্রতিবেশী এই কাজ করেছেন। ঘটনাটি ঘটেছে কর্নাটকের বাগেপল্লির কাছে এক গ্রামে। ঘটনা সূত্রে উঠে আসে, শুক্রবার দুপুরে খাবার খাওয়ার পরই অসুস্থ হয়ে পড়েন ওই পরিবারের আট সদস্য। তাঁদের মধ্যে তিনজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। তাঁদের ভেন্টিলেটর সাপোর্টে রাখতে হয়েছে। ঘটনার খবর পেয়ে হাসপাতালে যায় পুলিশ। পরে পরিবারের এক মহিলার জ্ঞান ফেরায় তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করে বিষক্রিয়ার বিষয়টি জানা যায়।

ইউপির পাথর খাদানে হঠাৎ ধস

লখনউ: উত্তরপ্রদেশের সোনভদ্র জেলার একটি পাথর খাদানে বিরাট ধস। শনিবার দুর্ঘটনার সময়ে সেখানে প্রায় ২০ জন শ্রমিক কাজ করছিলেন। আশঙ্কা করা হচ্ছে, তাঁদের মধ্যে অনেকেই ধসের নিচে চাপা পড়ে গিয়েছেন। যদিও এখনও পর্যন্ত হতাহতের কোনও খবর মেলেনি। ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে উদ্ধারকাজ। প্রাথমিকভাবে জানা যাচ্ছে, এদিন দুপুরে আচমকা ধস নামে। পাহাড় থেকে বড় বড় পাথরের চাঁই খাদানের ভিতর গিয়ে পড়ে। ঘটনার সময় প্রায় বহু শ্রমিক খাদানের ভিতর কাজ করছিলেন। আশঙ্কা করা হচ্ছে, তাঁরা সবাই

ধসের নিচে চাপা পড়ে গিয়েছেন। চলছে উদ্ধারকাজ।

রাজনৈতিক ধাক্কা খেয়ে শুল্কছাড় ট্রাম্পের

ওয়াশিংটন: শুল্ক যুদ্ধের ফলে বিশ্বে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার পাশাপাশি দেশের ভিতরেও অসন্তোষ বাড়ছে। ভার্জিনিয়া, নিউজার্সি, নিউইয়র্কে রিপাবলিকান ভোটব্যাঙ্কে ধাক্কা লেগেছে। এর পাশাপাশি আমেরিকায় ক্রমাগত বাড়ছে খাদ্যপণ্যের দাম। অসন্তোষ বাড়ছে মানুষের মনে। এর জেরে এবার মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প অবস্থা সামাল দিতে নতুন নির্দেশে সই করলেন। শুল্ক প্রত্যাহার করলেন নির্দিষ্ট

কিছু জিনিসের উপর। শুক্রবার ট্রাম্প গরুর মাংস, কফি, আম-কলার মতো বিশেষ কিছু ফল-সহ বিভিন্ন পণ্যের উপর শুল্ক প্রত্যাহারের নির্দেশ দেন। সেইসঙ্গে ট্রাম্পের নতুন নির্দেশে, চা, ফলের রস, কোকো, মশলা, কলা, কমলালেবু, টমেটো এবং কিছু সারের উপর থেকে শুল্ক কমানো হয়েছে। এর মধ্যে বহু পণ্য আমেরিকায় উৎপাদন হয় না। এগুলি বিদেশ থেকেই আমদানি করতে হয়।

ক্ষোভে ফুঁসছেন বিএলও-রা

(প্রথম পাতার পর)

কেউ দাবি করেন, কাজের চাপে তাঁদের আত্মহত্যা করার মানসিকতা তৈরি হচ্ছে। শুক্রবার হাওড়ার পরে এবার বিক্ষোভ শিলিগুড়িতে। শনিবার বিএলও-দের প্রশিক্ষণ চলাকালীন বিক্ষোভে ফেটে পড়েন বিএলও-রা। শনিবারও বিক্ষোভ দেখান হাওড়ার বিএলও-রা। শিলিগুড়িতেও একই পরিস্থিতি। এছাড়াও বিক্ষোভ দেখান ব্যারাকপুরের বিএলওরাও। যে সময়ের মধ্যে যে কাজের বোঝা তাঁদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে, তা কোনওভাবেই তাঁরা বহন করতে পারবেন না, দাবি বিএলও-দের।

শুক্রবার হাওড়ার টিকিয়াপাড়ায় বিএলও-রা বিক্ষোভে ফেটে পড়েছিলেন। শনিবারও একই দাবি বিএলও-দের। তাঁরা জানান, তাঁদের বাড়ি বাড়ি ফর্ম পৌঁছে দেওয়ার কাজ শেষ হয়েছে। কিন্তু ফর্ম ফিলআপ করার পর সংগ্রহের কাজ এখনও বাকি। অনেক ক্ষেত্রেই ভুল থাকলে তা সংশোধনের জন্য আরও সময় যাচ্ছে। এরই মধ্যে বিএলও হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে সেই ফর্ম কীভাবে ডিজিটাল অ্যাপে তুলতে হবে তার নির্দেশ দেওয়া হয়। প্রাথমিকভাবে হোয়াটসঅ্যাপের ভিডিও দেখে তাঁদের ফর্মের তথ্য বিএলও অ্যাপে তুলতে হবে। বিএলও-দের দাবি, এক-একটি ফর্ম তুলতে আধ ঘণ্টা থেকে চল্লিশ মিনিট সময় লাগছে। তার ফলে তাঁদের হাতে যে পরিমাণ ফর্ম রয়েছে, তার কাজ শেষ করতে একটি দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন। যা দিতে নারাজ নির্বাচন কমিশন।

সাধারণ নাগরিকদের ফর্মের তথ্য ডিজিটাল করার কাজটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এই ডিজিটাল তথ্যই একজন ভোটারের নির্ভুল তথ্য হিসাবে সারাজীবন বহন করতে হবে। অথচ বিএলও-দের একাংশের এমনটাও দাবি, কমিশনের তরফে প্রাথমিকভাবে ফর্ম বিলি ও ফর্ম সংগ্রহ করে জমা দেওয়া কাজ করার কথা বলা হয়েছিল। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে নতুন নতুন কাজ চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে বিএলও-দের ঘাড়ে। এবার ফর্মের তথ্য নির্ভুলভাবে ডিজিটাল ফরম্যাটে তোলার দায়ও চাপল বিএলও-দের কাঁধেই। ফলে কমিশনের তুঘলকি আচরণে ব্যাপক ক্ষুব্ধ বিএলও-রা।

কাশ্মীরে থানাতেই হল বিস্ফোরণ

(প্রথম পাতার পর)

সেই বিস্ফোরক পরীক্ষা করার সময় আচমকা প্রচণ্ড শব্দে বিস্ফোরণ ঘটে। ঘটনাস্থলে তখন ফরেনসিক বিশেষজ্ঞ ও পুলিশ কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন। তীব্র কান-ফাটানো শব্দে এদিক-ওদিক ছিটকে পড়ে দেহাংশ। ঘটনায় এখনও পর্যন্ত ৯ জনের মৃত্যু হয়েছে। আহত অন্তত ৩৩। তাঁদের অনেকের অবস্থা আশঙ্কাজনক। মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। থানার সামনের বাড়ি থেকে ঘটনার সিসি ক্যামেরার ফুটেজ উদ্ধার করা হয়েছে। তাতে ধরা পড়েছে বিস্ফোরণের মুহূর্ত। এইসব ভিডিও ইতিমধ্যেই সমাজমাধ্যমে ভাইরাল। এই নিয়ে শনিবার সকালে সাংবাদিক বৈঠকে কাশ্মীরের ডিজিপি বলেন, শুক্রবার রাত ১১টা ২০ মিনিটে বিস্ফোরক পদার্থের নমুনা পরীক্ষার সময় নওগাঁও থানায় বিস্ফোরণ ঘটে। এর নেপথ্যে অন্য কোনও কারণ নেই। মৃত ৯ জনের মধ্যে পুলিশকর্মী ছাড়াও তিনজন ফরেনসিক বিশেষজ্ঞও ছিলেন। এছাড়া, ২৭ জন পুলিশকর্মী, তিনজন সাধারণ বাসিন্দা-সহ মোট ৩৩ জন জখম হয়েছেন। থানাটি ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। আশপাশের বিল্ডিংগুলিরও ক্ষতি হয়েছে। বিস্ফোরণের কারণ খুঁজতে তদন্ত চলছে। জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশ মৃতদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানাচ্ছে। এ-প্রসঙ্গে পুলিশের অপদার্থতা যেমন প্রকট হয়েছে, তেমনই কেন্দ্রেরও দায়িত্বজ্ঞানহীনতাও।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

১০ নভেম্বর কৃষ্ণপদ ঘোষ মেমোরিয়াল হলে 'শৈলী শপথ সাহিত্য পত্রিকা'-র শারদীয়া সংখ্যা প্রকাশিত হয়। ছিলেন সাহিত্য জগতের বিশিষ্টরা। পরিচালনায় ড. মুকুল চক্রবর্তী

কলেজ স্ট্রিট

16 November, 2025 • Sunday • Page 13 || Website - www.jagobangla.in

১৩
১৬ নভেম্বর ২০২৫
রবিবার

লেখকদের লেখক কমলকুমার

দুরূহতম লেখকদের একজন কমলকুমার মজুমদার। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য বিখ্যাত ছিলেন। দুরূহতার মধ্যেও ছিলেন যথার্থ আধুনিকমনস্ক, সময়ের থেকে এগিয়ে থাকা একজন অসাধারণ কথাকার। আগামিকাল জন্মদিন। স্মরণ করলেন **অংশুমান চক্রবর্তী**

জনপ্রিয় লেখক বলতে যা বোঝায়, তা ছিলেন না কমলকুমার মজুমদার। লিখেছেন নিজের মতো করে। অগণিত পাঠকের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ার বাসনা তাঁর কোনওকালেই ছিল না। মাস নয়, বিশ্বাসী ছিলেন ক্লাসে। সাহিত্যচর্চার পাশাপাশি চুটিয়ে করেছেন শিল্পচর্চা।

বিংশ শতাব্দীর অন্যতম প্রধান ঔপন্যাসিক তিনি। আধুনিক বাংলা কথাসাহিত্যের স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব।

জন্ম ১৯১৪-র ১৭ নভেম্বর। উত্তর ২৪ পরগনার টাকি শহরে। বাবা প্রফুল্লকুমার মজুমদার। মা রেণুকাময়ী। বাবা ছিলেন পুলিশ অফিসার। মা ছিলেন বাড়ির সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের এক নিবেদিত প্রাণ। কমলকুমারের ছোটবেলাটা সেই সাংস্কৃতিক পারিবারিক আবহাওয়াতেই কেটেছে। কলকাতার রাসবিহারী অ্যাভিনিউয়ে তাঁদের একটা ভাড়াবাড়ি ছিল।

ছোটবেলা থেকেই অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন। সেইসঙ্গে ছিলেন দুষ্টু। তিনি এবং তাঁর ভাই বাবার স্বাক্ষর নকল করে রোজ রোজ ছুটি নিতেন। পরে এই দুষ্টুমির কারণেই তাঁদের দুই ভাইকে ভর্তি করা হয়েছিল সংস্কৃত টোলে। সেখানে সংস্কৃত শেখার চেয়ে তাঁদের উৎসাহ ছিল নানারকম মজার কাণ্ডে। টোলে ভর্তি হয়েই মাথা ন্যাড়া করে টিকি রাখেন। মা জিজ্ঞেস করায় বলেছিলেন, টোলে পড়লে অমনি টিকি রেখেই পড়তে হবে। না হলে সংস্কৃত শেখা যাবে না। ফ্রেঞ্চ শিখতে গিয়েও নানা কাণ্ডকারখানা ঘটিয়েছিলেন।

যৌবনের সূচনায় জড়িয়েছিলেন জাহাজের আমদানি-রফতানি, মাছের ভেড়ি প্রভৃতি ব্যবসায়। হাতে এসেছিল কাঁচা টাকা। চলাফেরা, পোশাক-আশাকে হয়ে উঠেছিলেন রীতিমতো সাহেব। সিনেমা নিয়েও ছিলেন তুমুলভাবে আগ্রহী। গত শতকের চারের দশকে কফিহাউসে কলকাতার চলচ্চিত্র আন্দোলনকর্মীদের আড্ডার পুরোধা ব্যক্তিত্ব ছিলেন তিনি। তাঁর পাশাপাশি সত্যজিৎ রায়, রাধাপ্রসাদ গুপ্ত, চিদানন্দ দাশগুপ্ত, পরিতোষ সেন, চঞ্চলকুমার চট্টোপাধ্যায়রা আড্ডা দিতেন। এখান থেকেই গঠিত হয়েছিল 'ক্যালকাটা ফিল্ম সোসাইটি'। সোসাইটির উদ্যোগে রবীন্দ্রনাথের 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসটি চলচ্চিত্রে রূপ দেওয়ার পরিকল্পনা করা হয়। কমলকুমারকে দায়িত্ব দেওয়া হয় শিল্প নির্দেশনার। সত্যজিতের দায়িত্ব ছিল চিত্রনাট্য রচনার। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'অভাগীর স্বর্গ' এবং রবীন্দ্রনাথের 'দেবতার গ্রাস' চলচ্চিত্রের জন্য দুই হাজারের বেশি স্কেচ করেছিলেন কমলকুমার। যদিও এর কোনওটিই সেই সময় শেষ পর্যন্ত আর নির্মিত হয়নি।

পাঁচের দশকে নির্মিত হয়েছিল বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাহিনি অবলম্বনে 'পথের পাঁচালী'। সত্যজিৎ রায়ের পরিচালনায়। এই ছবির ডিটেলের কাজগুলো করেছিলেন কমলকুমারের। তবে 'পথের পাঁচালী' পরবর্তী সময়ে বিশ্বজয় করলে, সেটা তাঁর একেবারেই পছন্দ হয়নি। ছবিটি সম্পর্কে উচ্চারণ করেননি প্রশংসাসূচক বাক্য। পুরো ছবিতে অপু-দুর্গার চিনিময়রার পেছনে ছোটার দৃশ্যটুকুই নাকি তাঁর ভাল লেগেছিল। পরে সত্যজিৎ রায় বলেছিলেন, ছবি বানিয়ে কমলবাবুকে তৃপ্ত করার মতো ক্ষমতা আমার নেই।

পরনিন্দা, পরচর্চা এবং অন্যদের চরিত্রহরণকে কমলকুমার নিয়ে গিয়েছিলেন শিল্পের পর্যায়ে। অতীত এবং সমকালীন কবি সাহিত্যিকদের নিয়ে ঠাট্টা রসিকতা করতে ছাড়তেন না। কিন্তু আড়ালে যাঁকে নিয়ে ঠাট্টা রসিকতা করতেন, দেখা যেত কাজের ক্ষেত্রে তাঁকেই সম্মান করছেন বেশি। তিনি নিজেই অন্যের নিন্দা-মন্দ করতেন বটে, কিন্তু অপরের মুখে সেই ব্যক্তির নিন্দা সহ্য করতে পারতেন না।

সব সময় পরতেন পাঞ্জাবি। নতুন পাঞ্জাবি কেনার পর প্রথমেই তাতে পানের পিক লাগিয়ে ময়লা করে তারপর পরতেন। পকেটে কখনও টাকা রাখতেন না। তাঁর হাতে সব সময় থাকত একটি চটের থলে। টাকা-পয়সা রাখতেন সেই থলের ভেতরে রাখা কোনও দুর্লভ বইয়ের মধ্যে। ট্রামের ভাড়া চাওয়ার পর স্বভাবতই টাকা খুঁজে বের করতে সময় লাগত। এই নিয়ে কন্ডাক্টরের সঙ্গে তাঁর ঝগড়া লেগে যেত। একবার কন্ডাক্টরকে নাক বরাবর ঘুসি বসিয়ে দিয়েছিলেন। বিষয়টি গড়িয়েছিল পুলিশ পর্যন্ত।

দুরূহতম লেখকদের একজন কমলকুমার।

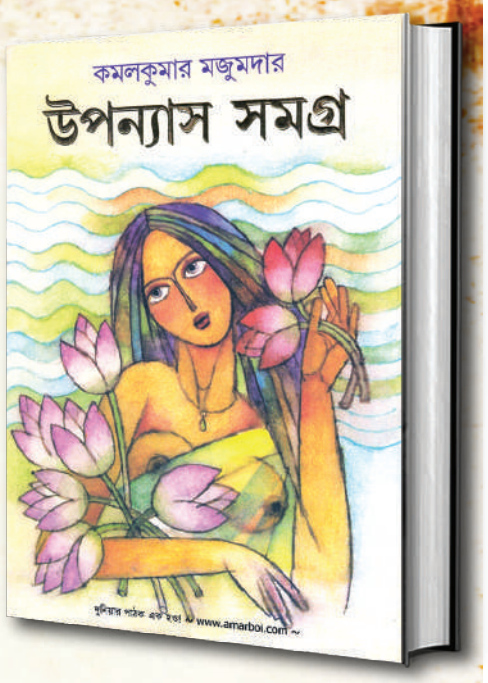

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য বিখ্যাত ছিলেন। তাঁকে বলা হত 'লেখকদের লেখক'। ১৯৬৯ সালে তাঁর প্রথম গ্রন্থ 'অন্তর্জলি যাত্রা' প্রকাশিত হয়। ১৯৭০ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর দ্বিতীয় গ্রন্থ 'নিম অন্নপূর্ণা'। পরবর্তী গ্রন্থাবলি 'গল্পসংগ্রহ', 'পিঞ্জরে বসিয়া শুক', 'গোলাপ সুন্দরী', 'অনিলা স্মরণে', 'শ্যাম-নৌকা', 'সুহাসিনীর পমেটম' প্রভৃতি। দীক্ষিত পাঠকের কাছে অবশ্যপাঠ্য লেখক হিসেবে সমাদৃত হলেও, এখনও পর্যন্ত সাধারণের মধ্যে পাঠকপ্রিয়তা লাভ করেননি।

তাঁর বেশকিছু উপন্যাস চলচ্চিত্রায়িত হয়েছে। বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত পরিচালনা করেছিলেন 'নিম অন্নপূর্ণা'। গৌতম ঘোষ নির্মাণ করেন 'অন্তর্জলি যাত্রা'। অপর্ণা সেনের 'সতী' এবং বুদ্ধদেব দাশগুপ্তের 'তাহাদের কথা'র মতো ছবিগুলো কমলকুমারের লেখা উপন্যাস ও গল্পের উপর ভিত্তি করে তৈরি। গৌতম ঘোষ তাঁর উপন্যাস 'অন্তর্জলি যাত্রা' অবলম্বনে 'মহাযাত্রা' নামে একটি হিন্দি ছবি তৈরি করেন।

১৯৭৯ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি প্রয়াত হন কমলকুমার মজুমদার। লেখক হিসেবে যেমন বড় ছিলেন, তেমনই ভেতরে ভেতরে ছিলেন শিশুর মতো সরল। দূর থেকে নয়, তাঁকে জানতে হলে ডুব দিতে হবে তাঁর সৃষ্টি-সাগরে। তবেই বোঝা যাবে, দুরূহতার মধ্যেও তিনি ছিলেন যথার্থ আধুনিকমনস্ক, সময়ের থেকে এগিয়ে থাকা একজন অসাধারণ কথাকার।

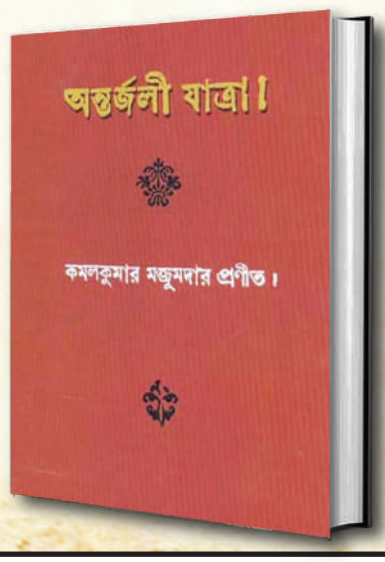

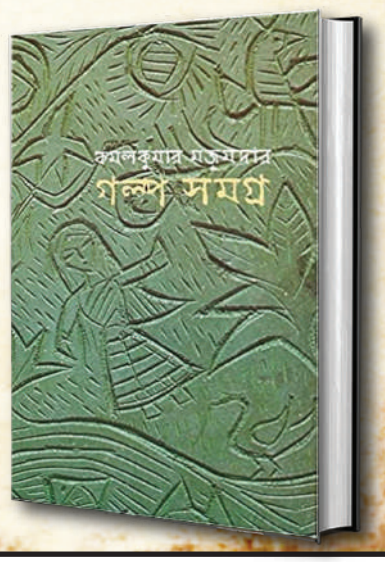

মাঠে ময়দানে
16 November, 2025 • Sunday • Page 14 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

দাবা বিশ্বকাপের কোয়ার্টার ফাইনালে উঠলেন ভারতীয় গ্র্যান্ডমাস্টার অর্জুন এরিগাইসি

৮০৭ দিন পর বাবরের সেঞ্চুরি

রাওয়ালপিন্ডি, ১৪ নভেম্বর : অবশেষে আন্তর্জাতিক সেঞ্চুরির খরা কাটালেন বাবর আজম। শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে দ্বিতীয় একদিনের ম্যাচে অপরাজিত ১০২ রানের ইনিংস খেলে ৮০৭ দিনের খরা কাটালেন পাক তারকা ব্যাটার। প্রসঙ্গত, ২০২৩ সালের ৩০ অগাস্ট নেপালের বিরুদ্ধে সেঞ্চুরির পর এটিই বাবরের প্রথম আন্তর্জাতিক সেঞ্চুরি। ৮৪ ইনিংস খেলার পর তিন সংখ্যার রান এল বাবরের ব্যাট থেকে। একই সঙ্গে একদিনের ক্রিকেটে ২০তম সেঞ্চুরি করে বাবর ছুঁয়ে ফেললেন সৈয়দ আনোয়ারকে। পাকিস্তানের হয়ে একদিনের ক্রিকেটে সবথেকে বেশি সেঞ্চুরির রেকর্ড এখন যুগ্মভাবে আনোয়ার ও বাবরের দখলে। এদিকে, শ্রীলঙ্কাকে ৮ উইকেটে হারিয়ে সিরিজে ২-০ ব্যবধানে এগিয়ে গিয়েছে পাকিস্তান। প্রথমে ব্যাট করে, ৫০ ওভারে ৮ উইকেটে ২৮৮ তুলেছিল শ্রীলঙ্কা। জবাবে বাবরের সেঞ্চুরির সৌজন্যে ৪৮.২ ওভারে ২ উইকেটে ২৮৯ রান তুলে ম্যাচ জিতে নেয় পাকিস্তান।

লড়াই করে হার লক্ষ্যর

কুমামোতো, ১৫ নভেম্বর : জাপান ওপেন সুপার ৫০০ ব্যাডমিন্টন মাস্টার্সে লক্ষ্য সেনের স্বপ্নের দৌড়ে ইতি। শনিবার ছেলেদের সিঙ্গলসের সেমিফাইনালে লড়াই করেও হেরে গেলেন লক্ষ্য। এদিন জাপানি শাটলার কেন্টা নিশিমোতোর বিরুদ্ধে কোর্টে নেমেছিলেন লক্ষ্য। কিন্তু তিন গেমের হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের পর, ১৯-২১, ২১-১৪, ১২-২১ ফলে হেরে যান ভারতীয় শাটলার। ম্যাচ গড়িয়েছিল ৭৭ মিনিট। এই ম্যাচের আগে মুখোমুখি সাক্ষাতে নিশিমোতোর বিরুদ্ধে ৩-২ ব্যবধানে এগিয়ে ছিলেন লক্ষ্য। তবে দু'জনের শেষ সাক্ষাতে চলতি বছরের শুরুতে জাপানি প্রতিদ্বন্দ্বীর বিরুদ্ধে হেরে গিয়েছিলেন। সেই হারের বদলা নিতে পারলেন না লক্ষ্য।

রাসেল ও ভেঙ্কটেশকে ছেড়ে দিল কেকেআর

প্রতিবেদন : এক যুগের সম্পর্কের ইতি। আন্দ্রে রাসেলকে ছেড়ে দিল কলকাতা নাইট রাইডার্স। 'রাসেল ম্যানিয়া' আর বেগুনি জার্সিতে দেখা যাবে না। নিলামের আগে বড় সিদ্ধান্ত কেকেআরের। রাসেলের সঙ্গে শাহরুখ খানের ফ্র্যাঞ্চাইজি ছেড়ে দিল ভেঙ্কটেশ আইয়ারকে। ২৩ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকার বিশাল অঙ্কে গতবার নিলাম থেকে ভেঙ্কটেশকে কিনেছিল কেকেআর। কিন্তু মাঠের পারফরম্যান্সে তার মর্যাদা দিতে পারেননি ভেঙ্কি। নিলামের আগে পার্সে বাড়তি অর্থ রাখার জন্যই বাঁ-হাতি ব্যাটারকে ছেড়ে দিল কেকেআর। মইন আলি, কুইন্টন ডি'কক, আনরিখ নর্খিয়া, রহমানুল্লাহ গুরবাজ, স্পেনসর জনসন, মায়াঙ্ক মারকান্ডে, চেতন সাকারিয়াদেরও ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

কেকেআর ধরে রাখল ১২ জন ক্রিকেটারকে। তাঁরা হলেন আজিঙ্ক রাহানে, অঙ্গকৃশ রঘুবংশী, অনুকূল রায়, হর্ষিত রানা, মণীশ পান্ডে, রামনদীপ সিং, রিঙ্কু সিং, রোভমান পাওয়েল, সুনীল নারিন, উমরান মালিক, বৈভব অরোরা এবং বরুণ

চক্রবর্তী। ২০১৪ থেকে নাইটদের ঘরের ছেলে হয়ে উঠেছিলেন রাসেল। বাইশ গজে ব্যাট ও বল হাতে বহু ম্যাচ জিতিয়েছেন ক্যারিবিয়ান অলরাউন্ডার। নাইটদের জার্সিতে তিনবার আইপিএল জিতেছেন। আইপিএলে ১৪০ ম্যাচ খেলেছেন। ২৬৫১ রান করেছেন ক্যারিবিয়ান অলরাউন্ডার। উইকেট ১২৩টি। কেকেআরের হয়ে ১৩৩ ম্যাচে করেছেন ২৫৯৩ রান। স্ট্রাইক রেট ১৭৪। তবে গত মরশুমে ফর্মে ছিলেন না রাসেল। ১৩ ম্যাচে মাত্র ১৬৭ রান করেন। ১২ কোটি টাকায় গতবার রাসেলকে নিলাম থেকে কেনার পর কেকেআরের পার্স থেকে কাটা যায় ১৮ কোটি টাকা। এবার পুরো অর্থই মিনি নিলামে কলকাতার পার্সে থাকবে। দশ ফ্র্যাঞ্চাইজির মধ্যে কেকেআরের হাতে থাকছে সবচেয়ে বেশি ৬৪.৩০ কোটি টাকা। নিলামে ৬ বিদেশি-সহ ১৩ জনকে নিতে পারবে কলকাতা।

গতবারের চ্যাম্পিয়ন বিরাট কোহলিদের আরসিবি লুঙ্গি এনগিডি, লিয়াম লিভিংস্টোন, মায়াঙ্ক আগরওয়ালদের ছেড়ে দিলেও রেখে দিয়েছে দলের কোর গ্রুপকে।

জাড্ডুকে ছেড়ে সঞ্জু, ব্যাখ্যা সিএসকে-র

চেন্নাই, ১৫ নভেম্বর : জল্পনায় সিলমোহর। আইপিএলের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় সোয়াপ ডিল হল চেন্নাই সুপার কিংস ও রাজস্থান রয়্যালসের মধ্যে। টানা ১২ বছর সিএসকে-র হয়ে খেলা জাদেজাকে ছেড়ে রাজস্থান থেকে সঞ্জু স্যামসনকে নিল মহেন্দ্র সিং ধোনির দল। পাঁচবারের চ্যাম্পিয়ন সিএসকে-র সাফল্যের অন্যতম কান্ডারি জাদেজাকে ছাড়ার সিদ্ধান্তে সম্মতি দিয়েছেন ধোনি। খোলা মনে দলের সিদ্ধান্ত মেনে নিয়েছেন জাদেজাও। এমনকী সোয়াপ চুক্তিতে ৪ কোটি টাকা কমও পাবেন তারকা অলরাউন্ডার। সঞ্জু যেখানে ১৮ কোটি টাকা পাবেন, সেখানে ১৪ কোটিতে রফা হয়েছে জাড্ডুর সঙ্গে। সঞ্জুর পাশাপাশি সিএসকে থেকে স্যাম কারেনকেও নিয়েছে রাজস্থান।

সঞ্জু এবার চেন্নাই সুপার কিংসে।

কেন জাদেজাকে ছেড়ে স্যামসন? তার ব্যাখ্যা দিয়েছেন সিএসকে কর্তা কাশী বিশ্বনাথন। তিনি বলেছেন, জাড্ডুকে ছাড়ার সিদ্ধান্ত খুবই কঠিন ছিল। জানি, ভক্তরা খুবই মনঃক্ষুণ্ণ। কিন্তু গত দুই মরশুম আমাদের ভাল যায়নি। দলের ট্রানজিশনের সময় এটি জরুরি ছিল। দলে একজন ভারতীয় টপ অর্ডার ব্যাটারের প্রয়োজন ছিল। এবার নিলামে তেমন বিকল্প থাকবে না, তাই ট্রেড উইন্ডোর সুযোগ নিয়ে আমরা সঞ্জুকে নিয়েছি। জাদেজাও খোলা মনে সিদ্ধান্ত মেনে নিয়েছে। দলের সঙ্গে আলোচনায় জাড্ডু বলেওছে, কেরিয়ারের শেষ প্রান্তে পৌঁছেছি। নতুন সুযোগ নিতে চাই। পুরনো ফ্র্যাঞ্চাইজিতে ফিরে নস্টালজিক জাড্ডু। তিনি বলেন, রাজস্থান রয়্যালস আমাকে প্রথম মঞ্চ দেয়। নিজের প্রথম আইপিএল ট্রফি জিতেছি এখানে। আশা করি, রাজস্থানে আরও খেতাব জিতব।

মহম্মদ শামির লখনউ সুপার জায়ান্টসের সঙ্গে চুক্তি চূড়ান্ত হয়েছে। অর্জুন তেন্ডুলকরকেও মুম্বই ইন্ডিয়ান্স থেকে নিয়েছে লখনউ।

মেসি-ম্যাজিকে সহজ জয় পেল আর্জেন্টিনা

লুয়ান্ডা, ১৫ নভেম্বর : অনবদ্য লিওনেল মেসি। নিজে একটি গোল করা ছাড়াও একটি অ্যাসিস্ট করলেন তিনি। আর্জেন্টিনাও ফিফা ফ্রেন্ডলি ম্যাচে অ্যাঙ্গোলাকে ২-০ গোলে হারিয়েছে। ফিফা র‍্যাঙ্কিংয়ে ৮৭ ধাপ পিছিয়ে থাকা অ্যাঙ্গোলার বিরুদ্ধে আর্জেন্টিনার জয় প্রত্যাশিতই ছিল। সুযোগ নষ্ট না করলে, বিশ্ব চ্যাম্পিয়নদের জয়ের ব্যবধান আরও বড় হত।

শুরু থেকেই ম্যাচের রাশ ছিল আর্জেন্টিনার দখলে। তবে প্রথম গোলের জন্য ৪৪ মিনিট অপেক্ষা করতে হয়েছে আর্জেন্টিনাকে। মেসির দুরন্ত ক্রস থেকে দলকে এগিয়ে দেন স্ট্রাইকার লাওতারো মার্টিনেজ। ৮২ মিনিটে মার্টিনেজের পাস থেকে ২-০ করেন মেসি নিজেই। প্রসঙ্গত, বিশ্বকাপের আগে বেশ কিছু প্রস্তুতি ম্যাচ খেলবেন মেসিরা। তবে চলতি বছরে এটাই ছিল আর্জেন্টিনার শেষ ম্যাচ। আগামী বছরের মার্চে মেক্সিকো ম্যাচ দিয়ে ফের অভিযান শুরু করবে আর্জেন্টিনা।

কেন্দ্রীয় চুক্তির টাকা বাড়বে

আশায় হরমন

নয়াদিল্লি, ১৫ নভেম্বর : প্রথম বিশ্বকাপ জয় ভারতে মেয়েদের ক্রিকেটে আরও কিছু পরিবর্তন আনবে বলে মনে করছেন অধিনায়ক হরমনপ্রীত কৌর। যার অন্যতম হতে পারে ছেলে ও মেয়েদের ক্রিকেটে বার্ষিক চুক্তির অর্থে ব্যবধান কমানো। ২০২২ সালে মহিলা ক্রিকেটারদের ম্যাচ ফি পুরুষদের সমান করে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু কেন্দ্রীয় চুক্তির ক্ষেত্রে মেয়েদের পারিশ্রমিকের অঙ্কটা তুলনার যোগ্য নয়। ছেলেরা কেন্দ্রীয় চুক্তির সর্বোচ্চ গ্রেডে যেখানে ৭ কোটি টাকা পান, সেখানে হরমনপ্রীতরা পান মাত্র ৫০ লক্ষ। হরমনপ্রীত বলেছেন, কেন্দ্রীয় চুক্তির অর্থ এবার মেয়েদের জন্য বাড়বে। এটা আমি বিশ্বাস করি। ২০১৭ সালে ভারত বিশ্বকাপ ফাইনাল খেলার পর অনেক পরিবর্তন হয়েছে মেয়েদের ক্রিকেটে। এই বিশ্বকাপ জয় আরও অনেক পরিবর্তন আনবে। ইতিমধ্যেই সেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি। হরমনপ্রীত এখনও বিশ্বকাপ জয়ের সেলিব্রেশনের মুডে। বলেছেন, ফাইনালে শেষ বলে তাঁর ডাইভ দিয়ে ডি'ক্লার্কের ক্যাচ ধরার মুহূর্তটি অন্তত এক হাজার বার দেখে ফেলেছেন।

বিশ্বকাপে ক্রোয়েশিয়া, অপেক্ষায় নেদারল্যান্ডস-জার্মানি

রিজেকা, ১৫ নভেম্বর : ২০২৬ বিশ্বকাপের মূলপর্বে পৌঁছে গেল ক্রোয়েশিয়া। ঘরের মাঠে ফারো আইল্যান্ডসকে ৩-১ গোলে হারানোর সঙ্গে সঙ্গেই বিশ্বকাপের টিকিট নিশ্চিত করে ফেলেন লুকা মদ্রিচরা। বাছাই পর্বের অন্য ম্যাচে পোল্যান্ডের সঙ্গে ১-১ ড্র করেছে নেদারল্যান্ডস। লুক্সেমবার্গকে ২-০ গোলে হারিয়েছে জার্মানি। ইংল্যান্ডের কাছে ০-২ গোলে হেরেছে সার্বিয়া।

ফারো আইল্যান্ডেসের বিরুদ্ধে ১৬ মিনিটেই পিছিয়ে পড়েছিল ক্রোয়েশিয়া। গোলদাতা ডেভিড টুরি। যদিও ২৩ মিনিটেই ১-১ করে দেন ইওস্কো গাভারদিওল। এরপর ৫৭ এবং ৭০ মিনিটে ক্রোয়েশিয়ার হয়ে আরও দু'টি গোল করেন যথাক্রমে পিটার মুসা ও নিকোলা ভালসিক। বিশ্বকাপের যোগ্যতা অর্জন করার পর মাঠেই উৎসবে মেতে ওঠেন ক্রোটরা। উচ্ছ্বসিত গাভাদিওল বলেছেন, এক ম্যাচ হাতে রেখেই আমরা বিশ্বকাপে। এটা আমাদের জন্য গর্বের মুহূর্ত। এবার বিশ্বকাপের সেরাটা দিতে হবে।

এদিকে, পোল্যান্ডের বিরুদ্ধে পিছিয়ে পড়েও ড্র করেছে নেদারল্যান্ডস। বিরতির দু'মিনিট আগে রবার্ট

ফের বিশ্বকাপে। উৎসব ক্রোয়েশিয়া ফুটবলারদের।

লেয়নডস্কির পাস থেকে বল পেয়ে পোল্যান্ডকে এগিয়ে দিয়েছিলেন ইয়াকুব কামিনস্কি। কিন্তু দ্বিতীয়ার্ধে সেই গোল শোধ করে দেন মেমফিস ডিপেই। এদিন ড্র করলেও, নেদারল্যান্ডসের বিশ্বকাপের মূলপর্বে ওঠা শুধুই সময়ের অপেক্ষা। শেষ ম্যাচে লিথুনিয়ার সঙ্গে ড্র করলেই মূলপর্বের টিকিট পেয়ে যাবেন ডাচরা। অন্যদিকে, লুক্সেমবার্গের বিরুদ্ধে জিতেও চাপে জার্মানি। কারণ জার্মানি ও স্লোভাকিয়া দুই দলেরই পয়েন্ট এই মুহূর্তে ৫ ম্যাচে ১২। শেষ ম্যাচে স্লোভাকিয়ার বিরুদ্ধে খেলবে জার্মানরা।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

মাঠে ময়দানে

16 November, 2025 • Sunday • Page 15 || Website - www.jagobangla.in

১৫
১৬ নভেম্বর ২০২৫
রবিবার

টেস্টে ভারতীয় ক্রিকেটারদের মধ্যে সবথেকে বেশি ছয় (৯২টি) মারার নজির ঋষভ পন্থের

তোপ হার্মারের, চান ১৫০-১৮০

প্রতিবেদন : দুদিনে পড়ল ২৬ উইকেট। সর্বোচ্চ রান কেএল রাহুলের ৩৯। টেস্টের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গে ভারতের টেস্ট ম্যাচ হয়তো আড়াই দিনে শেষ হবে, কিন্তু উইকেট নিয়ে থেকে যাচ্ছে অনেক প্রশ্ন।

সাইমন হার্মার ও রবীন্দ্র জাদেজা চারটি করে উইকেট নিয়েছেন। দুজনেই টেনে বল করেন। মাটি থেকে গ্রিপ পাওয়ার চেষ্টা করেন। তাতে সাফল্যও পেলেন শনিবার। কিন্তু সাংবাদিক সম্মেলনে এসে হার্মার বললেন, ব্যাট করার জন্য খুব কঠিন ছিল এই উইকেট। বল ঘুরেছে কিন্তু একভাবে নয়। ফলে আন্দাজ করা যাচ্ছিল না। আগের দিন ব্যাটিং কোচ প্রিন্স আক্রমণ শানিয়ে বলেছিলেন, অসমান বাউন্স ব্যাটারদের মুশকিলে ফেলেছে। এদিন হার্মার দলকে একটা সময় ভাল জায়গায় পৌঁছে দিয়েছিলেন। কিন্তু ব্যাটারদের ব্যর্থতায় সেই জায়গাটা থাকল না। তিনি বলছিলেন, বাইরে থেকে অনেক কিছু বলা যায়। কিন্তু ২০টা বল কাটিয়ে না দেওয়া পর্যন্ত কিছুই বোঝা যাচ্ছিল না উইকেটে। তবু বাভুমা দেখাল কীভাবে খেলতে হবে। এখন আমাদের ১০-২০ রানের পার্টনারশিপ গড়ে এগোতে হবে। ১৫০-১৮০ রান হলে লড়াইয়ের জায়গায় থাকব।

চার উইকেট হার্মারের। শনিবার ইডেনে। নিজস্ব চিত্র।

ভারতীয় বোলিং কোচ মর্নি মর্কেল আবার দাবি করলেন, উইকেট তত খারাপ ছিল না। শুধু এখানে অ্যাগ্রেশনের সঙ্গে ধৈর্য দেখাতে হবে। তাঁরা এটা বুঝে সেভাবেই দল গড়েছিলেন। তাঁকে অবশ্য এদিন ওয়াশিংটনকে তিনে নামানো নিয়ে প্রশ্নের মুখে পড়তে হয়েছে। যা নিয়ে মর্কেল বললেন, ও কোয়ালিটি প্লেয়ার। কেন সুযোগ দেব না? আমরা উইকেট নিয়ে ভাবিনি। শুধু এটা দেখে সেই অনুযায়ী পেস আর স্পিন আক্রমণকে সাজিয়েছি। আমাদের আরও ৫০-৬০ রান বেশি হলে ভাল হত। শুভমন বেরিয়ে গেল। নতুন ব্যাটার এল। তাতে কিছুটা ছন্দ নষ্ট হয়েছে। কিন্তু দল হিসাবে আমরা সবকিছু সিদ্ধান্ত নিই। সাফল্য ও ব্যর্থতাতেও এক থাকি।

ভারতীয় ইনিংসের সর্বোচ্চ ৩৯ রান রাহুলের। শনিবার ইডেনে।

ইডেনের পিচ নিয়ে অখুশি প্রাক্তনরা

প্রতিবেদন : ইডেন টেস্টের প্রথম দিন পড়েছিল ১১ উইকেট। দ্বিতীয় দিন পড়ল ১৫ উইকেট! যা পরিস্থিতি, তাতে কোনও অঘটন না ঘটলে ম্যাচ পুরো তিনদিনও গড়াবে না। অথচ ইডেনে বরাবরাই স্পোর্টিং উইকেট তৈরি হয়ে থাকে। এই পরিস্থিতিতে পিচের কড়া সমালোচনা করেছেন অনিল কুম্বলে, চেতেশ্বর পূজারাদের মতো প্রাক্তনরা।

ভারতীয় ক্রিকেটের ইতিহাসে সর্বোচ্চ টেস্ট উইকেট শিকারি কুম্বলের বক্তব্য, ইডেনে এমন উইকেট আমি আগে কখনও দেখিনি। পিচ কেমন আচরণ করবে, সেটা তো বোঝাই যাচ্ছে না। এমন পিচ টেস্ট ক্রিকেটের জন্য মোটেই প্রত্যাশিত নয়। এই পিচে ব্যাট করা খুব কঠিন। ভারতকে যদি জেতার জন্য ১৪০-১৫০ রান তাড়া করতে হয়, তাহলে কিন্তু সমস্যা হবে।

ইডেনের পিচ দেখে অখুশি পূজারাও। তিনি বলছেন, এই পিচ ব্যাটারদের বধ্যভূমি। আউটগুলো দেখলেই বোঝা যাবে ব্যাটাররা কতটা অসহায়। ওদের কিছু করারই থাকছে না। বল কী উচ্চতায় আসবে, সেটা বোঝা কার্যত অসম্ভব। কোনও বল লাফাচ্ছে। আবার কোনওটা নিচু থাকছে। পিচে বেশ কিছু ফাটল তৈরি হয়েছে। বল ওই জায়গায় পড়লে হয় লাফাচ্ছে নয়তো প্রত্যাশার থেকেও বেশি ধুরছে। পূজারা আরও বলেছেন, সবথেকে বড় সমস্যা হল গুডলেংথ স্পটেও দু'ধরনের বাউন্স রয়েছে। ফলে বোলারদের বিশেষ কিছু করতে হচ্ছে না। শুধু গুডলেংথ স্পটে বল রাখলেই কাজ হয়ে যাচ্ছে। ব্যাটারদের জন্য এই পিচ বিপজ্জনক।

এদিকে, ইডেনের পিচ নিয়ে বিস্ফোরক মন্তব্য করেছেন বাংলা দলের কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লা। তিনি বলেন, ইডেনের পিচ কিউরেটর সুজন মুখোপাধ্যায়কে স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ দেওয়া হয়নি। বাইরে থেকে দু'জন উড়ে এসে খবরদারি করেছে। এই পিচে টেস্ট ম্যাচ হচ্ছে! এটা আমাদের জন্য লজ্জা। বাংলার ক্রিকেটের জন্য লজ্জা।

কল্যাণীতে চার পেসারে বাংলা

প্রতিবেদন : বড় কোনও অঘটন না ঘটলে রবিবারই ইডেনে টেস্ট ম্যাচ শেষ হয়ে যাবে। আর এদিনই কলকাতার অদূরে কল্যাণীতে বেঙ্গল ফুটবল অ্যাকাডেমির মাঠে রঞ্জি ট্রফির ম্যাচে বাংলা নামছে অসমের বিরুদ্ধে। আগের ম্যাচে রেলওয়েজের বিরুদ্ধে অ্যাওয়ে ম্যাচে বোনাস পয়েন্ট নিয়ে জিতে আত্মবিশ্বাসে ভরপুর লক্ষ্মীরতন শুক্লার দল। ৪ ম্যাচ খেলে তিনটিতে জিতে ২০ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে বাংলা। অন্যদিকে, রিয়ান পরাগদের অসম এলিট 'সি' গ্রুপের পয়েন্ট টেবলে আট দলের মধ্যে সবার শেষে। ৩ ম্যাচে মাত্র ৪ পয়েন্ট তাদের।

অসম ম্যাচে নজরে শামি।

কল্যাণীর উইকেটে ঘাস রাখা হয়েছে। পেস সহায়ক উইকেটে চার পেসারে নামছে বাংলা। রেল ম্যাচে বিশ্রাম নেওয়ার পর এই ম্যাচ খেলছেন মহম্মদ শামি। জাতীয় দলে ব্রাত্য তারকা পেসারের সামনে কল্যাণীর ম্যাচটি গুরুত্বপূর্ণ হতে যাচ্ছে। জাতীয় নির্বাচক প্রধান অজিত আগারকরের থাকার সম্ভাবনা রয়েছে ম্যাচে। ইডেন টেস্টের জন্য তিনি কলকাতায়। শামিকে দেখার সুযোগটা নিশ্চয় তিনি হাতছাড়া করতে চাইবেন না। ম্যাচে বঙ্গ পেস আক্রমণে শামির সঙ্গী হচ্ছেন ছন্দে থাকা সুরজ সিন্ধু জয়সওয়াল, ঈশান পোড়েল ও মহম্মদ কাইফ। শাহবাজের সঙ্গে দ্বিতীয় স্পিনার রাহুল প্রসাদ। অধিনায়ক হিসেবে ফিরছেন অভিমন্যু ঈশ্বরণ।

বৈভবের সামনে আজ পাকিস্তান

দোহা, ১৫ নভেম্বর : মাত্র ১৪ বছরের বৈভব সূর্যবংশী ব্যাট হাতে রীতিমতো শোরগোল ফেলে দিয়েছে। রাইসিং স্টার্স এশিয়া কাপ টি-২০'র দ্বিতীয় ম্যাচে রবিবার পাকিস্তানের বিরুদ্ধে নামছে ভারত 'এ'। নজরে বিস্ময় বৈভবের ব্যাটিং। প্রথম ম্যাচে সংযুক্ত আরব আমিরশাহির বিরুদ্ধে প্রায় সাড়ে তিনশো স্ট্রাইক রেটে রান তুলেছে সে। মাত্র ৫২ বলে ১৪৪ রানের ব্যাটিং তাণ্ডবে ১৫টি ছক্কা হাঁকিয়েছে ভারতীয় কিশোর। পাকিস্তানের বিরুদ্ধেও ওপেন করতে নেমে একইরকম আগ্রাসী ব্যাটিং করে দলের জয়ের ভিত গড়ে দিতে চায় বৈভব। ভারতীয় ব্যাটারকে নিয়ে চিন্তা পাক বোলারদেরও। প্রথম ম্যাচে সহজে জিতেছে পাকিস্তানও। তবে তাদের সামনে কাঁটা বৈভব। ভারতীয় দলও তাকিয়ে মর্যাদার ম্যাচে বৈভবের ব্যাটের দিকে।

রায়ানের খেলা নিয়ে সংশয়

ঢাকা, ১৪ নভেম্বর : বাংলাদেশের হামজা চৌধুরী থাকলে ভারতের রয়েছেন রায়ান উইলিয়ামস। তাঁকে রেখেই এএফসি এশিয়ান কাপের যোগ্যতা অর্জন পর্বে বাংলাদেশ ম্যাচের দল ঘোষণা করেছেন ভারতীয় দলের কোচ খালিদ জামিল। রবিবার সন্ধ্যায় ঢাকায় পৌঁছেও গিয়েছে খালিদের ভারত। তবে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে রায়ান খেলবেন কি না, তা নির্ভর করছে ফুটবল অস্ট্রেলিয়ার ছাড়পত্রের উপর। ১৮ নভেম্বর মঙ্গলবার ম্যাচ। তার আগে ফুটবল অস্ট্রেলিয়ার ছাড়পত্র এবং ফিফা-এএফসি-র অনুমোদন মিললেই মাঠে নামতে পারবেন 'অস্ট্রেলিয়ান' রায়ান।

সিঙ্গাপুরের কাছে হারায় এশিয়ান কাপের

বাংলাদেশে পৌঁছল ভারত

মূলপর্বে যাওয়ার আশা শেষ হয়ে গিয়েছে ভারতের। তাই বাংলাদেশের বিরুদ্ধে গুরপ্রীত সিং সান্ধুদের ম্যাচটি স্রেফ নিয়মরক্ষার। গত মার্চে ঘরের মাঠে হামজাদের কাছে হেরেই এশিয়ান কাপের বাছাইপর্বে পথ হারিয়ে ফেলেছিল ভারত। ভারতীয় বংশোদ্ভূত এবং রায়ানের মাধ্যমে 'বিদেশি' খেলানোর প্রকল্প নেওয়ার পর এটাই খালিদের দলের প্রথম ম্যাচ। আপাতত রায়ানের খেলা আটকে 'ছাড়পত্র'-এ। সুনীল ছেত্রী নেই। আনোয়ার, মহেশ, সন্দেশদের সঙ্গে মহম্মদ স্যানন, ব্রাইসনের মতো তরুণ মুখই ভরসা খালিদের।

ভারতীয় দলে রায়ান।

আসছেন ম্যাথাউস

প্রতিবেদন : রবিবার সকালে শহরে আসছেন জার্মানির বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক লোথার ম্যাথাউস। ২০০৯-এর পর ফের জার্মান কিংবদন্তি আসছেন কলকাতায়। বেঙ্গল সুপার লিগের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডর ম্যাথাউসকে বরণ করবে তিলোত্তমা। সকালেই বিশ্বজয়ী অধিনায়ক যাবেন একটি স্কুলে। দুপুরে সাংবাদিক সম্মেলনের পর যাবেন টাউন হলে আইএফএ-র পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে।

আজ বেটন ফাইনাল

প্রতিবেদন : রবিবার যুবভারতীর নতুন হকি স্টেডিয়ামে নৈশালোকে বেটন কাপ ফাইনাল। মুখোমুখি ভারতীয় সেনাবাহিনী ও ভারতীয় বায়ুসেনা। শনিবার সেমিফাইনালে সহজেই জেতে দুই দল। জার্মান কিংবদন্তি লোথার ম্যাথাউস ছাড়াও উপস্থিত থাকবেন ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস, মন্ত্রী সুজিত বসু, সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়-সহ অন্যরাও।

টেস্টে ৪ হাজার রান ও ৩০০ উইকেট, কপিল, বোথামদের ছুঁলেন রবীন্দ্র জাদেজা

জাড্ডুর ঘূর্ণি ও জয়ের হাতছানি

অলোক সরকার

ভাগ্যিস নেভিল কার্ডাস, জ্যাক ফিঙ্গলটনের মতো ক্রিকেট লিখিয়েরা নেই! মতি নন্দীও বহুদিন প্রয়াত। ইডেনে গুন্ডাপ্পা বিশ্বনাথের উইকেট কামড়ে পড়ে থাকা দেখে লিখেছিলেন 'শিবরাত্রির সলতের মতো...'। বঙ্গ ম্যাচ রিপোর্টে শব্দগুলো চিরকাল থেকে যাবে। তবে ওরা থাকলে আফসোস করতেন খেলাটা কীভাবে বদলে গেল! পাঁচ দিনের টেস্ট ম্যাচ চার দিনের করার দাবি অনেক দিনের। ইডেন ম্যাচের পর চার নয়, তিনদিনে করার দাবিও হয়তো উঠে যাবে! অপেক্ষা করুন।

চায়ের পর ইডেনে ৪১ হাজার লোক। সবাই দেখলেন টেস্ট ম্যাচের টি ২০ সংস্করণ। চার সেশনে ২০ উইকেট পড়ে যাচ্ছে। কার্ডাস থাকলে বিরক্তিতে মাথা নাড়তেন— ইটস নট ক্রিকেট। কিন্তু এটাই ক্রিকেট। আইসিসি টেস্ট বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ করে দায় সেরেছে। দুনিয়া জুড়ে টি ২০ লিগে টাকা উড়ছে। লাল বল সেই হাওয়ায় ভোকাট্টা।

দক্ষিণ আফ্রিকা কোচ দাবি করেছিলেন অসমান বাউন্স বিপদে ফেলেছে। ভরবিকেলে নিজের ৯৩/৭ দেখে সামনে আসেননি। বুমরা আগের দিন বলেছিলেন, মানিয়ে নিন। এটাই ক্রিকেট। কিন্তু মার্করাম, জর্জিরা কী করলেন? জানাই ছিল জাদেজার মতো টেনে বল করা লোক এখানে উইকেট পাবেন। কিন্তু স্টাবসরা বেপরোয়া হয়ে গিয়েছিলেন। মনে হল গুয়াহাটি টেস্ট নয়, ওদের এখনই জোহানেসবার্গ ফিরতে হবে। দিনের শেষে স্রেফ ৬৩ রানের লিড দক্ষিণ আফ্রিকার। হাতে ৩ উইকেট। বিশ্ব চ্যাম্পিয়নদের কী বিচিত্র পরিণতি!

অ্যাশওয়েল প্রিন্স বলেছিলেন সকালে ক'টা উইকেট চাই। বোলাররা কথা রেখেছেন। প্রথম দু-ঘণ্টায় ওয়াশিংটন (২৯), রাহুল (৩৯) ও পন্থকে (২৭) ফেরালেন তাঁরা। ২৫ ওভারে ১০১ রান তুলেছিল ভারত। ওভারপিছু ৪ রান। খারাপ নয়। কিন্তু তিন উইকেট চলে গেল কেশব মহারাজ, সাইমন হার্মার ও করবিন বশের হাতে। এমন নয় যে এক রাতের মধ্যে উইকেট আরও চ্যালেঞ্জিং হয়েছে। যেটা হল আসলে ব্যাটাররা টেস্ট ম্যাচ মানসিকতা হারিয়ে ফেলছেন।

ওয়াশিংটনকে তিনে পাঠানো গম্ভীরের বিতর্কিত সিদ্ধান্ত। স্রেফ বাঁহাতি বলে তাঁকে আগে পাঠানো কেন? তবু ওয়াশিংটন ৮২ বল কাটিয়ে গেলেন। রাহুল খেলেছেন ১১৯ বল। পরিসংখ্যানে একটা জিনিস জলের মতো পরিষ্কার। টপ অর্ডার লম্বা সময় উইকেটে কাটিয়ে ফিরেছে ব্যর্থ হয়ে। ঋষভের ব্যাপারটা আলাদা। ২৪ বলে ২৭। দুটি চার ও দুটি ছয়। কিন্তু একবার জীবন পাওয়ার পর শর্ট বলকে এমন উপর থেকে পুল মারলেন যে স্কোয়ার লেগে ভারেইনের হাতে চলে গেল!

আফ্রিকান বোলারদের মধ্যে সবথেকে বিপজ্জনক দেখাল হার্মারকে। টেস্ট কম খেলতে পারেন কিন্তু ফার্স্ট ক্লাস ক্রিকেটে চুল পাকিয়ে ফেলেছেন। একটু টেনে বল করলেন। লম্বা বলে উইকেট থেকে ভাল গ্রিপ পেয়েছেন। টার্নও পেলেন। দ্বিতীয় ইনিংসে হার্মারকে খেলা কঠিন হবে। প্রথম দফায় তিনি ১৫.২ ওভারে ৩০ রানে ৪ উইকেট পেয়েছেন। উইকেট আর একটু পুরোনো হলে হার্মারের মতো বোলাররা চাপ তৈরি করবেন এটাই স্বাভাবিক। ওয়াশিংটন, অক্ষররা অফ স্পিনারকে স্কোয়্যার অফ দ্য উইকেট খেলে বিপদ ডেকে এনেছেন। শটের জায়গা তৈরি করার আগেই বল ভিতরে এসেছে।

১৮৯ রানে ভারতের ইনিংস শেষ হয়েছে। আসলে ৯ উইকেট। লিড ৩০ রানের। শুভমন ৩ বলে ৪ রান করে স্টিফ নেক নিয়ে বেরিয়ে গেলেন। সুইপ মেরেছিলেন। তারপর উঠে দাঁড়াতে গিয়ে ঘটনাটা ঘটল। পরে বোর্ডের তরফে জানানো হল এই টেস্টে ক্যাপ্টেনকে আর পাওয়া যাবে না। অতঃপর উইকেটের পিছনে দাঁড়িয়ে শুভমনের কাজটা করলেন তাঁর ডেপুটি ঋষভ। গম্ভীর একগুচ্ছ অলরাউন্ডার নিয়ে লোয়ার অর্ডার ভারী করছেন। তাতে লাভ কী হচ্ছে প্রশ্ন উঠছে। ১ উইকেটে ৭৫ রান তুলে ফেলার পর বাকি ইনিংস গুটিয়ে গিয়েছে ১১৪ রানে।

জাদেজা (২৭), জুরেল (১৪) ও অক্ষর (১৬) যথারীতি উইকেটের সঙ্গে সখ্যতা সেরে ফিরলেন ড্রেসিংরুমে। এদের একজনও কিছুটা টিকে গেলে ভারতের রান দুশো পার করত। বিশেষ করে যখন শেষ ইনিংসে ভারতকে ব্যাট করতে হবে তখন একটা ভদ্রস্থ লিডের প্রয়োজন ছিল। ৩০ রান বড় লিড বোধহয় নয়। তবে দিনের শেষে ম্যাচ প্রায় ভারতের মুঠোয়।

আরও একটা উইকেট। জাদেজাকে নিয়ে উৎসব ভারতীয়দের। শনিবার ইডেনে। ছবি— সুদীপ্ত বন্দ্যোপাধ্যায়

স্কোরবোর্ড

দক্ষিণ আফ্রিকা (প্রথম ইনিংস) : ১৫৯ রান

ভারত (প্রথম ইনিংস) :
(১ উইকেটে ৩৭ রানের পর)

কে এল রাহুল ক মার্করাম বো মহারাজ ৩৯, ওয়াশিংটন সুন্দর ক মার্করাম বো হার্মার ২৯, শুভমন গিল রিটায়ার্ড হার্ট ৪, ঋষভ পন্থ ক ভেরেইনি বো বশ ২৭, রবীন্দ্র জাদেজা এলবিডব্লু বো হার্মার ২৭, ধ্রুব জুরেল ক ও ব হার্মার ১৪, অক্ষর প্যাটেল ক জেনসেন বো হার্মার ১৬, কুলদীপ যাদব ক ভেরেইনি বো জেনসেন ১, মহম্মদ সিরাজ বোল্ড জেনসেন ১, জসপ্রীত বুমরা নট আউট ১। অতিরিক্ত : ১৮। মোট (৬২.২ ওভারে ৯ উইকেটে) : ১৮৯ রান। বোলিং : মার্কো জেনসেন ১৫-৪-৩৫-৩, উইয়ান মুল্ডার ৫-১-১৫-০, কেশব মহারাজ ১৬-১-৬৬-১, করবিন বশ ১১-৪-৩২-১, সাইমন হার্মার ১৫.২-৪-৩০-৪।

দক্ষিণ আফ্রিকা (দ্বিতীয় ইনিংস) : এইডেন মার্করাম ক জুরেল বো জাদেজা ৪, রায়ান রিকেলটন এলবিডব্লু বো কুলদীপ ১১, উইয়ান মুল্ডার ক পন্থ বো জাদেজা ১১, টেম্বা বাভুমা নট আউট ২৯, টনি ডি জর্জি ক জুরেল বো জাদেজা ২, ট্রিস্টান স্টাবস বোল্ড জাদেজা ৫, কাইল ভেরেইনি বোল্ড অক্ষর ৯, মার্কো জেনসেন ক রাহুল বো কুলদীপ ১৩, করবিন বশ নট আউট ১। অতিরিক্ত : ৮। মোট (৩৫ ওভারে ৭ উইকেটে) : ৯৩ রান। বোলিং : জসপ্রীত বুমরা ৬-১-১৪-০, অক্ষর প্যাটেল ১১-০-৩০-১, কুলদীপ যাদব ৫-১-১২-২, রবীন্দ্র জাদেজা ১৩-৩-২৯-৪।

ফিজিওর সঙ্গে মাঠ ছাড়ছেন শুভমন। নিজস্ব চিত্র।

হাসপাতালে শুভমন, বাড়ছে উদ্বেগ

প্রতিবেদন : শুভমন গিলকে নিয়ে হঠাৎ করেই উদ্বেগে ভারতীয় শিবির। শনিবার লাঞ্চের আগেই ঘাড়ের চোটে মাঠ ছেড়েছিলেন শুভমন। দ্বিতীয় দিনের খেলা শেষ হওয়ার পর, ভারতীয় অধিনায়ককে অ্যাম্বুল্যান্স করে নিয়ে যাওয়া হল শহরের একটি বেসরকারি হাসপাতালে। সেখানেই আপাতত তাঁর ঘাড়ের চোটের চিকিৎসা চলছে। প্রশ্ন উঠছে, এই টেস্টে কি আদৌ মাঠে নামতে পারবেন শুভমন?

এদিন শুভমন যখন ব্যাট করতে নামছেন, তখন ইডেনের গ্যালারি ফেটে পড়েছিল হাততালিতে। কিন্তু মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যেই ছন্দপতন! প্রোটিয়া স্পিনার সাইমন হার্মারের প্রথম দু'টি বল ডিফেন্স করার পর, তৃতীয় বল সুইপ মেরে বাউন্ডারির বাইরে পাঠান শুভমন। কিন্তু শট মারার পরেই দেখা যায় তাঁর ঘাড়ের পেশিতে টান ধরেছে। ফিজিওর অনেক চেষ্টাতেও অস্বস্তি কমেনি শুভমনের। ফলে বাধ্য হয়েই মাঠ ছাড়েন তিনি। আর ব্যাট করতে নামেননি।

কিছুক্ষণ পর বিসিসিআই বিবৃতি দিয়ে জানায়, শুভমন গিলের ঘাড় শক্ত হয়ে গিয়েছে। মেডিক্যাল টিম ওর পরিস্থিতির উপর নজর রাখছে। এই টেস্টে ফের মাঠে নামতে পারবে কি না, সেটা নির্ভর করবে পরিস্থিতির উন্নতির উপর।

জানা গিয়েছে, এদিন সকালে ওয়ার্ম-আপ করার সময় ঘাড়ে অস্বস্তি বোধ করছিলেন শুভমন। এই নিয়ে দলের সাপোর্ট স্টাফদের সঙ্গে কথাও বলেন। এরপর ব্যাট করতে নেমে সুইপ মারার পর সেই যন্ত্রণা এতটাই বেড়ে যায় যে, মাঠ ছাড়তে বাধ্য হন। ড্রেসিংরুমে ফেরার পর, আইস প্যাক দেওয়া হয়েছিল। কলারও পরানো হয়। কিন্তু তাতে পরিস্থিতির কোনও উন্নতি হয়নি। এর পর বাধ্য হয়েই শুভমনকে হাসপাতালে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। দিনের খেলা শেষ হওয়ার পর, একেবারে মাঠের ধারে নিয়ে আসা হয় অ্যাম্বুল্যান্স। ড্রেসিংরুম থেকে স্ট্রেচারে করে শুভমনকে তুলে দেওয়া হয় অ্যাম্বুল্যান্সে। এই পরিস্থিতিতে, দ্বিতীয় ইনিংসেও শুভমনের পক্ষে ব্যাট করা কার্যত অসম্ভব বলেই মনে হচ্ছে। ফলে প্রথম ইনিংসের মতো দ্বিতীয় ইনিংসেও একজন ব্যাটার কম নিয়ে খেলতে হবে ভারতকে।

অধিনায়কের চোট নিয়ে বোলিং কোচ মর্নি মর্কেলের বক্তব্য, শুভমন দারুণ ফিট। নিজের ফিটনেস সম্পর্কে দারুণ সচেতন। তাই ওর ঘাড়ের চোটটা দুর্ভাগ্যজনক। আজ সকালে ঘুম থেকে উঠেই ঘাড়ে একাট অস্বস্তি বোধ করছিল। সেটা নিয়েই মাঠে নেমেছিল। প্রথম ইনিংসে ওর ব্যাট করতে না পারাটা আমাদের জন্য বড় ক্ষতি। আশা করি, ও দ্রুত ফিট হয়ে যাবে। চেষ্টা চলছে ও যাতে আগামীকাল প্রয়োজনে ব্যাট করতে পারে। দেখা যাক কী হয়।

যদিও হাসপাতাল সূত্রের খবর, শনিবার গোটা রাত চিকিৎসকদের পর্যবেক্ষণে থাকবেন শুভমন। ইডেন টেস্টে তাঁর মাঠে নামার সম্ভাবনা কার্যত নেই। এমনকী, দ্বিতীয় টেস্টেও তাঁর খেলা নিয়ে অনিশ্চয়তা রয়েছে। যা আগামী ২২ নভেম্বর থেকে গুয়াহাটিতে শুরু হচ্ছে।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

রবিবার

16 November, 2025 • Sunday • Page 17 || Website - www.jagobangla.in

১৭
১৬ নভেম্বর ২০২৫
রবিবার

৩১তম কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে প্রদর্শিত হয়েছে দেশ-বিদেশের ছবি। সমাপ্তি অনুষ্ঠানে পুরস্কৃত করা হয়েছে সেরাদের। তার বাইরেও কিছু ছবি ছুঁয়ে গেছে মন। বিস্মিত করেছে বিষয় বৈচিত্র্য। ভাবিয়েছে। জাগিয়েছে। জুগিয়েছে ভাবনাচিন্তার রসদ। সবমিলিয়ে সফল হয়েছে উৎসবের শহরের ছায়াছবির উৎসব। কিছু ছবি দেখে এসে লিখলেন **অংশুমান চক্রবর্তী**

উৎসবের শহরে ছায়াছবির উৎসব

উৎসবের সেরা

কিউবার জাপাটা জলাভূমি। জীবমণ্ডল সংরক্ষণাগার। সেখানে থাকে ল্যান্ডি, মার্সিডিজ এবং তাদের একমাত্র ছেলে। সচ্ছল বলা যায় না পরিবারটিকে। নিম্ন মধ্যবিত্ত। অভাব আছে। তবে অভিযোগ নেই। স্ত্রী এবং অসুস্থ ছেলের মুখে আহার তুলে দেওয়ার জন্য প্রৌঢ় ল্যান্ডিকে বিপদ মাথায় করে দিন-রাত একা একা দুর্গম জল-জঙ্গল এলাকায় কাটাতে হয়। প্রতিকূল পরিস্থিতি, প্রাকৃতিক দুর্যোগ পেরিয়ে গোপনে করে কুমির শিকার। ল্যান্ডি সাহসী এবং বুদ্ধিমান। কৌশলে বাগে আনে আধা-জলজ ভয়ঙ্কর সরীসৃপদের। মাঝেমাঝে বাড়িতে আসে ল্যান্ডি। পরিবারের সঙ্গে রোদ ঝলমলে কিছু মুহূর্ত কাটায়। আবার বেরিয়ে পড়ে। খাবারের সন্ধানে। জল-জঙ্গল এলাকায়। কঠিন জীবন তার। তবে যে-কোনও পরিস্থিতিতে থাকে আশ্চর্য রকমের নির্লিপ্ত। সামাজিক অস্থিরতা এবং বিশ্বব্যাপী করোনা মহামারীর মধ্যেও পরিবারটির ভিতর দিয়ে বয়ে যায় নীরব প্রেমের স্রোত।

সরল কাহিনি। অতীব সহজ। তাই নিয়েই নির্মিত হয়েছে ‘টু দ্য ওয়েস্ট ইন জাপাটা’। ডেভিড বিম পরিচালিত ৭৫ মিনিটের সাদা-কালো ছবি। দেখানো হয়েছে একটি সাদামাটা পরিবারের দৈনন্দিন যাপন। সাদা-কালো হলেও কিউবার এই ছবি তুমুলভাবে বর্ণময়। দেখা যায় নানা রঙের বিচ্ছুরণ। ছবিটি অতি মাত্রায় প্রাণ প্রাচুর্যে ভরপুর। বোনা হয়েছে গুটিকয় সংলাপ। বাকি অংশে শোনা গেছে নীরবতার ভাষা। একমাত্র কবিতার সঙ্গে তুলনীয় এই ছবি। অনুচ্চারের মধ্যে দিয়েই এখানে প্রকাশ ঘটেছে গুচ্ছ গুচ্ছ কথার। কান নয়, ভেসে আসা সেইসব আলোকিত কথা শুনতে পায় মন। পর্দাজুড়ে যে অভিনয় হচ্ছে, তিন চরিত্রকে দেখে বোঝাই যায় না। এতটাই নিখুঁত। প্রতিটি বিভাগ প্রশংসার দাবি রাখে। সবমিলিয়ে অনবদ্য একটি ছবি। ৩১তম কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে প্রদর্শিত হয়েছে ইন্টারন্যাশনাল কম্পিটিশন বিভাগে। সমাপ্তি অনুষ্ঠানে উৎসবের সেরা হিসেবে ২০২৫-এর এই ছবি জিতে নিয়েছে গোল্ডেন রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার অ্যাওয়ার্ড।

দেশের সেরা

কলকাতার সত্যজিৎ রায় ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন ইনস্টিটিউট বা এসআরএফটিআই-এর প্রাক্তন ছাত্রী ত্রিবেণী রাই। থাকেন সিকিমে। প্রথম পাহাড়ি মহিলা পরিচালক হিসাবে নজির গড়েছেন। তাঁর নির্মিত প্রথম নেপালি ছবি ‘শেপ অফ মোমো’ ৩১তম কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে প্রদর্শিত হয়েছে ইন্ডিয়ান ল্যাঙ্গুয়েজ ফিল্ম ক্যাটাগরিতে। দেশের সেরা ছবি হিসেবে জিতে নিয়েছে হীরালাল সেন মেমোরিয়াল অ্যাওয়ার্ড। অর্থাৎ, শুরুতেই বাজিমাত।

১১৪ মিনিটের ছবি। এখানে একজন নারীর সংগ্রামের গল্প বলা হয়েছে। যিনি সমাজের পুরুষতান্ত্রিক প্রভাবের বিরুদ্ধে হার না মানা লড়াই করে তাঁর পরিবারকে স্বাধীন ও স্বাবলম্বী করে তুলতে চান। পাহাড়ি লোকেশনে হয়েছে শুটিং। পুরোপুরি ফ্রেশ ছবি। নির্মল এবং নির্মেদ। স্বতঃস্ফূর্ত অভিনয় এই ছবির সম্পদ। ফুটে ওঠে মেধার ঝলকানি। চিত্রগ্রহণ, আবহ, সম্পাদনা-সহ প্রতিটি বিভাগের কাজ মনে রাখার মতো।

এর আগে হংকং আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব এবং ডু ফিল্ম-এ ‘হাফ গোজ টু কান’ পুরস্কার জিতেছে। গোয়া ফিল্ম ফেস্টিভ্যালেও ছবিটি শ্রেষ্ঠ পুরস্কার অর্জন করেছিল।

বাংলার সেরা

এবার বেঙ্গলি প্যানোরামা বিভাগে ছিল ৭টি ছবি। উচ্চ প্রশংসিত হয়েছে প্রত্যেকটাই। শেষ হাসি হেসেছে চন্দ্রাশিস রায় পরিচালিত ‘পড়শি’। বিভাগের সেরা হিসেবে জিতেছে গোল্ডেন রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার অ্যাওয়ার্ড।

কাহিনির কেন্দ্রে কলকাতার যুবক বাপ্পা। অফিসের বসের কারণে টেনশনে থাকে। তার বান্ধবী মণিকা। সরকারি চাকরি তার লক্ষ্য। কাহিনির মধ্যে ঢুকে পড়ে জেলার কমবয়সী ট্রাক ড্রাইভার ছোট। আসে শিউলি। প্রেমহীন বিবাহবন্ধনে জড়িয়ে পড়ে সে। প্রত্যেকেই সমস্যা জর্জরিত, এক শহরের পড়শি।

১০২ মিনিটের ছবি। চমৎকার মেকিং। বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছেন ইন্দ্রাশিস রায়, কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায়, সুদীপ্তা চক্রবর্তী প্রমুখ। প্রত্যেকের অভিনয় মনে দাগ কেটেছে। চিত্রগ্রহণ, আবহ নিয়ে নতুন করে বলার কিছু নেই।

অন্য ড্রাকুলা

ওয়ালাচিয়ার যুবরাজ ভ্লাদিমি। স্ত্রী এলিজাবেথা তাঁর নয়নের মণি। অটোমানদের সঙ্গে যুদ্ধের সময় স্ত্রীর অকাল মৃত্যু হলে তিনি ভেঙে পড়েন। ঈশ্বরে বিশ্বাস হারান। ড্রাকুলায় পরিণত হন। জীবিত থাকেন শতাব্দীর পর শতাব্দী। স্ত্রী এলিজাবেথার পুনর্জন্ম খুঁজে বের করার চেষ্টা করেন। অনুসন্ধানে সহায়তার জন্য তৈরি করেন ভ্যাম্পায়ারিক এজেন্ট। তাঁর প্রতি মহিলাদের আকৃষ্ট করার জন্য মাখেন বিশেষ ধরনের সুগন্ধি।

৪০০ বছর পর, প্যারিসের সলিসিটর জোনাথন হার্কারের সঙ্গে রিয়েল এস্টেট লেনদেনের সময় ড্রাকুলা আবিষ্কার করেন যে, হার্কারের বাগদত্তা মিনা হলেন তাঁর স্ত্রী এলিজাবেথা। জানা মাত্র তিনি হিংস্র হয়ে ওঠেন। হার্কারকে দুর্গে বন্দি করে সন্ন্যাসিনীদের রক্তে নিজেকে আগের রূপে প্রতিষ্ঠা করেন। ফরাসি বিপ্লবের শতবর্ষ উদযাপনের জন্য প্যারিসে যান।

ভ্যাম্পায়ার অনুসারীদের একজন মারিয়া। তাঁর সাহায্যে ড্রাকুলা এলিজাবেথা অর্থাৎ বর্তমান মিনাকে খুঁজে বের করেন। তারপর সুগন্ধিটি ধ্বংস এবং পুরনো সুরের মায়াজাল বিস্তার করে মিনাকে এলিজাবেথা হিসেবে অতীত জীবনের কথা স্মরণ করিয়ে দেন এবং তাঁকে ওয়ালাচিয়ায় ফিরিয়ে নিয়ে যান। নতুন জন্ম লাভ করা মিনা বা এলিজাবেথা ড্রাকুলাকে অনুরোধ করেন, তাঁকে ভ্যাম্পায়ারে পরিণত করা হোক, যাতে তিনি চিরকাল তাঁর পাশে থাকতে পারেন। শুরু হয় সেই প্রক্রিয়া। **(এরপর ১৯ পাতায়)**

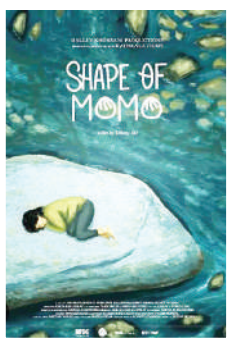

রবিবার
16 November, 2025 • Sunday • Page 18 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

সবার প্রিয় অভিনেতা অসিতবরণ

স্বর্ণযুগের শিল্পীদের মধ্যে অনন্য এক শিল্পী হলেন অসিতবরণ মুখোপাধ্যায়। আগামী ১৯ নভেম্বর তাঁর জন্মদিন উপলক্ষে কিংবদন্তি শিল্পীর অভিনয় জীবনের ওপর আলোকপাত করলেন **শঙ্কর ঘোষ**

প্রাক্‌কথা

বীরভূম জেলার অন্তর্গত নান্নুর গ্রামে নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ দুর্গাদাস বাগচীর ঘরে যে শিশুটির জন্ম হল তিনি হয়ে উঠলেন বৈষ্ণব পদকর্তা। ইষ্টদেবী ছিলেন বাসুলি। রামি নামের এক রজক কন্যাকে সাধনসঙ্গিনী রূপে তিনি গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর পদাবলির সহজ সরল সুরে মানব জীবনের আনন্দ বেদনা হাসি কান্নার সুর ধ্বনিত হয়েছে। তাঁর পদে আকৃষ্ট হল বাঙালির অন্তর :

‘সই কেবা শুনাইলো শ্যাম নাম
গানের ভিতর দিয়া
মরমে পশিল গো
আকুল করিল মোর প্রাণ।’

সেই পদকর্তার নাম চণ্ডীদাস। চৈতন্য-পূর্ববর্তী পদকর্তা। মানবতার একনিষ্ঠ পূজারি। তাই তিনি মানুষকে দিয়েছেন সবার উপরে স্থান। জাতি-ধর্ম-বৃত্তি-বর্ণ নির্বিশেষে মানুষই তাঁর কাছে প্রধান।

‘শুনহ মানুষ ভাই
সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই।’

সেই চণ্ডীদাসের জীবন নিয়ে একাধিকবার চলচ্চিত্র নির্মিত হয়েছে। তবে রামি সাধনসঙ্গিনীর সঙ্গে চণ্ডীদাসের জীবনকথা মিলিয়ে তৈরি হয়েছিল ‘রামী চণ্ডীদাস’ ছবি (১৯৫৩)। প্রখ্যাত পরিচালক দেবনারায়ণ গুপ্ত তাঁর নিজের চিত্রনাট্যে এই ছবি তৈরি করলেন। চণ্ডীদাসের চরিত্রে অভিনয় করলেন অসিতবরণ। তাঁর অপরূপ লাবণ্য চরিত্রের সঙ্গে মিলেমিশে একাকার। চণ্ডীদাসের বিখ্যাত পদগুলি তাঁর লিপে। সঙ্গে রামি হিসেবে ছিলেন সন্ধ্যারানি জুটি। বাঙালি দর্শকদের এক সময় মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখত। সেই জুটিই টেনে নিয়ে গেল ‘রামী চণ্ডীদাস’ ছবিটি।

জন্মকথা

অসিতবরণ মুখোপাধ্যায়ের জন্ম ১৯১৩ সালের ১৯ নভেম্বর কলকাতায়। বাবার নাম তারাপদ মুখোপাধ্যায়। মায়ের নাম বীণাপাণি দেবী। ডাকনাম কালো। খুবই নিম্নমধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে ছিলেন তিনি। বাবা সামান্য কাজ করতেন টেলিগ্রাফ অফিসে। বাল্যকালে মাকে হারান। আর্থিক অবস্থা ও পারিবারিক বিশৃঙ্খলা মিলে পড়াশোনাতে বিঘ্ন ঘটাল। ম্যাট্রিক পর্যন্ত পড়াশোনা করেছিলেন কিন্তু পরীক্ষা দেওয়া হয়নি। আলিপুর টেলিগ্রাফ কারখানায় কিছুদিন কাজও করেছিলেন। সার্পেন্টাইন লেনে একটি ক্লাব ছিল, নাম অরফিক ক্লাব। সেই ক্লাবে নিত্য যাতায়াত ছিল। তবলা বাজাতে শেখেন তখন থেকেই। এই সময় তাঁর সঙ্গে পরিচয় ঘটে প্রখ্যাত তবলা শিল্পী ও সঙ্গীত পরিচালক জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষের সঙ্গে। তাঁর সাহায্যেই সেই সময় তবলা বাজিয়ে মোটামুটি রোজগার করতে শুরু করলেন অসিতবরণ। আশৈশব গান-বাজনার প্রতি আগ্রহ ছিল। তবে গানের চেয়ে বেশি ভালবাসতেন তবলা। তবলায় পারদর্শী ছিলেন তিনি। জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষের চেষ্টায় তবলা শিল্পীর চাকরি পেয়ে যান কলকাতা বেতার কেন্দ্রে। পরে গ্রামাফোন কোম্পানিতে চাকরি করেন। এর বাইরে গানের আসরেও ডাক পড়ত তাঁর তবলা বাজানোর জন্য।

চলচ্চিত্র জগতে প্রবেশ

নিখিল ভারত সঙ্গীত সম্মেলনে তবলা বাজাতে গিয়ে বিখ্যাত নট পাহাড়ি সান্যালের নজরে পড়লেন। পাহাড়ি সান্যাল অসিতবরণকে দেখা করতে বললেন পরিচালক হেমচন্দ্র চন্দ্রের সঙ্গে। নিউ থিয়েটার্স স্টুডিওতে গিয়ে দেখা করলেন কর্ণধার বীরেন্দ্রনাথ সরকারের সঙ্গে। হেমচন্দ্র চন্দ্রের সঙ্গে পরিচয় হল। সবার সমর্থন থাকায় ‘প্রতিশ্রুতি’ ছবিতে পাহাড়ি সান্যালের ভাইয়ের চরিত্রে নির্বাচিত হলেন তিনি। সেই প্রথম কাজ। তাঁর বিপরীতে অভিনেত্রী ভারতী দেবী। এছাড়া চন্দ্রাবতী দেবী, সুপ্রভা মুখোপাধ্যায়, ছবি বিশ্বাস, জহর গঙ্গোপাধ্যায়, তুলসী চক্রবর্তী ছিলেন। ভাল গান গাইতে জানতেন। সেই কথা সুরকার রাইচাঁদ বড়াল জানতে পেরে তাঁর কাছে গান শুনতে চাইলেন। তিনি শোনালেন গান। তাঁর খুব ভাল লাগল। ফলে প্রতিশ্রুতি ছবিতে তাঁর গানগুলি তিনি স্বকণ্ঠে গেয়েছিলেন। গানগুলি লিখেছিলেন প্রণব রায়। ছবি হিট। গানগুলোও হিট। ফলে এমন হল পরের দুটি ছবি ‘কাশীনাথ’ এবং ‘নার্স সিসি’তে তিনি অভিনয় করলেন। আবার নিজের গান নিজেই গাইলেন। এটা একটা রেকর্ডও বটে। গায়ক নায়ক বাংলা ছবিতে তেমনভাবে আসেননি। কিন্তু অসিতবরণ নিঃসন্দেহে সেই বিরলদের মধ্যেই অন্যতম।

স্মরণীয় চিত্রায়ণ

গান-বাজনা-অভিনয় এই তিনটি বিষয় দক্ষতা অর্জন করা সহজসাধ্য নয়। কিন্তু অসিতবরণ পেরেছিলেন বলেই তিনি বৈশিষ্ট্যের দাবি করতেই পারেন। অভিনয়ের পাশাপাশি গান-বাজনা চলেছে সমানতালে। তবে কালক্রমে গান-বাজনার তুলনায় অভিনয়-প্রধান হয়ে ওঠেন। বাংলার প্রায় সব বিখ্যাত পরিচালকদের ছবিতে তিনি চুটিয়ে কাজ করেছেন। কখনও নায়ক চরিত্রে কখনও-বা চরিত্রাভিনয়ে। সেই তালিকার দিকে একবার নজর দেওয়া যাক।

নীতিন বসু (কাশীনাথ, দৃষ্টিদান, যোগাযোগ)। সুশীল মজুমদার (দানের মর্যাদা)। সুবোধ মিত্র (নার্স সিসি)। কালীপ্রসাদ ঘোষ (কার পাপে, রানী রাসমণি)। অর্ধেন্দু চট্টোপাধ্যায় (হরিলক্ষ্মী)। চিত্ত বসু (তাপসী, বন্ধু, মা)। ফণি বর্মা (জয়দেব)। শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় (কথা কও)। অর্ধেন্দু সেন (প্রশ্ন)। কমল গঙ্গোপাধ্যায় (ব্রতচারিণী)। মধু বসু (মহাকবি গিরিশচন্দ্র)। অগ্রদূত (সূর্যতোরণ, প্রত্যাবর্তন, বাদশা)। তপন সিংহ (কালামাটি, হারমোনিয়াম)। অগ্রগামী (শিল্পী, বিলম্বিত লয়)। নীরেন লাহিড়ী (পৃথিবী আমারে চায়)। মৃণাল সেন (অবশেষে)। তরুণ মজুমদার (পলাতক, আলোর পিপাসা)। মঙ্গল চক্রবর্তী (ন্যায়দণ্ড, আমি সে ও সখা)। সুধীর মুখোপাধ্যায় (ত্রিধারা)। শ্যাম চক্রবর্তী (শ্রেয়সী)। ভূপেন রায় (তীর্থ কালীঘাট, নিশাচর)। সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায় (এন্টনি ফিরঙ্গি)। অজিত লাহিড়ী (জোড়া দিঘির চৌধুরী পরিবার), অজয় কর (খেলাঘর)। যাত্রিক (স্মৃতিটুকু থাক, ছিন্নপত্র, কাচের স্বর্গ)। অসিত সেন (চলাচল, পঞ্চতপা)। কার্তিক চট্টোপাধ্যায় (গুলমোহর)। বিজয় বসু (ভগিনী নিবেদিতা, রাজা রামমোহন)। অরবিন্দ মুখোপাধ্যায় (অগ্নিশ্বর, নায়িকার ভূমিকায়)। কনক মুখোপাধ্যায় (আশায় বাঁধিনু ঘর, মায়ার সংসার, দাবি)। অশোক চট্টোপাধ্যায় (লব কুশ)। রবি বসু (বিলে নরেন)। সলিল দত্ত (সূর্যশিখা) প্রমুখ স্বনামধন্য পরিচালকেরা।

বিপরীতে যাঁরা নায়িকা

ছবির কাজে যখন তিনি নায়ক তখন তাঁর বিপরীতে তিনি পেয়েছিলেন সেই সময়ের স্বনামধন্য নায়িকাদের। যাঁর মধ্যে রয়েছেন ভারতী দেবী (কাশীনাথ), সন্ধ্যা রানি (মায়ার সংসার), সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় (অবশেষে), সুচিত্রা সেন (স্মৃতিটুকু থাক), অরুন্ধতী দেবী (চলাচল), সুপ্রিয়া দেবী (আম্রপালি), সবিতা বসু (ন্যায়দণ্ড), সুনন্দা বন্দ্যোপাধ্যায় (দৃষ্টিদান), মঞ্জু দে (কার পাপে)।

নানান ধরনের চরিত্রে অভিনয়

দৃষ্টিদান ছবিতে তিনি নায়ক। তাঁর ছোটবেলার চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন অরুণ কুমার (যিনি পরবর্তীকালে হয়েছিলেন সকলের প্রিয় উত্তম কুমার)। বন্ধু এবং কেদার রাজা এই দুটি ছবিতে তাঁকে আমরা তবলাবাদক হিসেবে দেখেছি। তাঁর সৌম্যকান্তি চেহারা নিয়ে ভিলেনের মতো চরিত্র করেছেন সূর্যতোরণ ছবিতে, এমনকী নায়িকার ভূমিকায় ছবিতেও। এন্টনি ফিরিঙ্গি ছবিতে তিনি এন্টনির প্রতিপক্ষ ভোলা ময়রা। মায়ার সংসার ছবিতে তিনি মায়ার স্বামী অপ্রকৃতিস্থ

কাশীনাথ ছবিতে

বাদশা ছবিতে

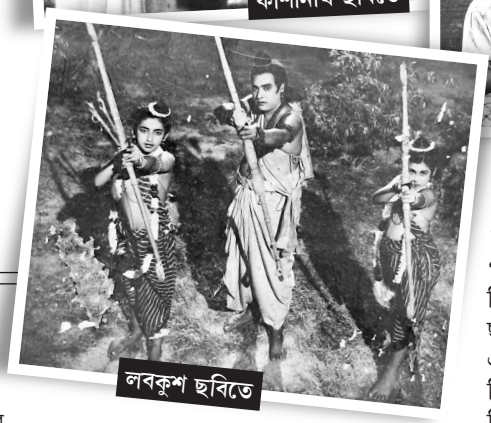
লবকুশ ছবিতে

অবস্থায় যাঁর সঙ্গী একটি বেহালা। রানী রাসমণি ছবিতে তিনি মথুরবাবু। বাদশা ছবিতে তিনি ব্যারিস্টার অবনী মিত্র, গঙ্গাসাগরে পুত্র মিন্টুকে হারিয়ে স্ত্রীর মতো দিশেহারা হয়ে পড়েছিলেন। পলাতক ছবিতে তিনি আংটি চাটুজ্যে। বিকাশ রায় এবং উত্তম কুমার দু'জনই কাছের মানুষ ছিলেন বলেই তাঁদের পরিচালিত ছবিতে তিনি অভিনয় করেছেন প্রাণের টানে। বিকাশ রায় পরিচালিত অর্ধাঙ্গিনী এবং নতুন প্রভাত ছবি দুটিতে তিনি অভিনয় করেছেন। উত্তম কুমার পরিচালিত কলঙ্কিনী কঙ্কাবতী ছবিতে তিনি কঙ্কাবতীর (শর্মিলা ঠাকুর) সঙ্গীতগুরু হয়েছিলেন।

হিন্দি ছবিতে অভিনয়

নিউ থিয়েটার্সের সঙ্গে যখন তিনি যুক্ত ছিলেন তখন যেসব ছবিগুলো তিনি বাংলায় অভিনয় করেছিলেন তার হিন্দি ভার্সনেও তাঁকে অভিনয় করতে হয়েছিল। (এরপর ১৯ পাতায়)

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

রবিবার

16 November, 2025 • Sunday • Page 19 || Website - www.jagobangla.in

১৯
১৬ নভেম্বর ২০২৫
রবিবার

উৎসবের শহরে ছায়াছবির উৎসব

(১৭ পাতার পর)

ঠিক সেই সময় পুরোহিতের নেতৃত্বে একটি অভিযানকারী বাহিনী এবং হার্কার ড্রাকুলার দুর্গ অবরোধ করেন। যুদ্ধের সময় ড্রাকুলার মুখোমুখি হন পুরোহিত, যিনি তাঁকে তাঁর কাজের জন্য অনুতপ্ত হতে বলেন, যাতে মিনাকে চিরন্তন শাস্তির মুখে পড়তে না হয়। সব শুনে ড্রাকুলা কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত হন। নিজেকে সমর্পণ করেন পুরোহিতের কাছে এবং জীবনের ইতি টানেন। এইভাবেই এলিজাবেথা বা মিনার প্রতি তাঁর ভালবাসা প্রকাশ ঘটিয়ে অন্ধকার জগৎ থেকে আলোয় মিশে যান।

চমকপ্রদ এই কাহিনি অবলম্বনে নির্মিত হয়েছে 'ড্রাকুলা : এ লাভ অফ টেল'। ইংরেজি ভাষার ১২৯ মিনিটের ফরাসি ছবিটি পরিচালনা করেছেন লুক বেনস। ৩১তম কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে প্রদর্শিত হয়েছে সিনেমা ইন্টারন্যাশনাল বিভাগে। ২০২৫ সালে তৈরি বড় বাজেটের রোমান্টিক ফ্যান্টাসি ছবিটি ছিল এবারের অন্যতম আকর্ষণ।

ছবিটি ড্রাকুলা সম্পর্কে সাধারণ মানুষের ধারণা বদলে দিয়েছে। বীভৎসতার ছিটেফোঁটা নেই। এই ড্রাকুলাকে দেখে করুণা হয়। যা কিছু করেছেন, সবটাই নিজের ভালবাসাকে ফিরে পাওয়ার জন্য। সেই লক্ষ্যে তিনি সফল। যদিও শেষপর্যন্ত ব্যক্তি স্বার্থের উপরে স্থান দিয়েছেন পবিত্র সম্পর্ককে, ভালবাসাকে। ভালবাসাকে এক নিমেষে মুক্তি দিয়েছেন নিজের জরা-জীবন, অশুভ জীবনকে ধ্বংস করে। যুবরাজ ভ্লাদিমি বা ড্রাকুলার চরিত্রে অনবদ্য অভিনয় করেছেন ক্যালেব ল্যান্ড্রি জোন্স। পুরোহিতের ভূমিকায় ক্রিস্টোফ ওয়াল্টজ। এলিসাবেথা বা মিনার চরিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন জোয়ে ব্লু।

আলোর পথে

টম টাইকওয়ার পরিচালিত ২০২৫-এর জার্মান ছবি 'দ্য লাইট'। ছবিতে একটি মধ্যবিত্ত পরিবারের দৈনন্দিন জীবন সুন্দরভাবে চিত্রিত করা হয়েছে, যেখানে দেখা যাচ্ছে অস্থিরতা। টিম এবং মিলেনা, যমজ ভাইবোন। ফ্রিডা, জন এবং মিলেনার ছেলে ডিও থাকে একসঙ্গে। একই ছাদের নিচে। তবে পরিবারটি কোনওভাবেই দানা বেঁধে ওঠে না। প্রত্যেকেই খুঁজে বের করে একে অপরের খুঁত, দোষত্রুটি। সবার মধ্যেই দেখা যায় একটা গা ছাড়া ভাব। একসঙ্গে থাকলেও প্রত্যেকেই একক। কোনও এক সময় তাদের জীবনে প্রবেশ করে সিরিয়ার একজন রহস্যময় গৃহকর্মী ফারাহ। এই নারীর উপস্থিতি অপ্রত্যাশিত উপায়ে পরিবারের দীর্ঘস্থায়ী আবেগ এবং লুকানো সত্য উন্মোচিত করে। তবে, ফারাহর নিজস্ব গোপন এজেন্ডা রয়েছে, যা পরিবারের অস্তিত্বকে নতুনভাবে গড়ে তোলার প্রতিশ্রুতি দেয়, ঝড়ের রাত পার করে টালমাটাল পরিবারটিকে আলোয় ফেরায়।

৩১তম কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে ১৬২ মিনিটের ছবিটি প্রদর্শিত হয়েছে সিনেমা ইন্টারন্যাশনাল বিভাগে। অভিনয়, চিত্রগ্রহণ, আবহ-সহ প্রতিটি বিভাগ প্রশংসাযোগ্য কাজ করেছে।

দ্বিধাগ্রস্ত রাষ্ট্রপ্রধান

২০২৫ সালের ইতালীয় ছবি 'লা গ্রাজিয়া'। পরিচালনায় পাওলো সোরেন্টিনো। কাহিনির কেন্দ্রে ইতালির রাষ্ট্রপতি মারিয়ানো ডি সান্তিস। একজন কট্টর ক্যাথলিক এবং অভিজ্ঞ আইনবিদ। ইচ্ছামৃত্যুকে বৈধতা দেওয়ার বিলটি আইনে স্বাক্ষর করা উচিত কি না তা নিয়ে দ্বিধাগ্রস্ত। একই সঙ্গে তাঁদের সঙ্গীকে হত্যাকারী দুই ব্যক্তির ক্ষমার আবেদন বিবেচনা করতে হচ্ছে।

প্রেসিডেন্ট মারিয়ানো ডি সান্তিস চরিত্রে অনবদ্য অভিনয় করেছেন টনি সার্ভিলো। মনের ভিতরের দ্বিধা, টানাপোড়েন, তুমুলভাবে বয়ে যাওয়া ঝড়ে যে তিনি কতটা বিধ্বস্ত, সেটা চমৎকারভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। সাধারণের ধারণা— শাসকের হাতেই সর্বোচ্চ ক্ষমতা। সেটা যে কতটা ভুল, ছবিটা দেখলেই স্পষ্ট বোঝা যায়। রাষ্ট্রপ্রধানের একাকিত্বের ছবিও তুলে ধরা হয়েছে।

৩১তম কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে সিনেমা ইন্টারন্যাশনাল বিভাগে প্রদর্শিত হয়েছে ১৩৩ মিনিটের ছবিটি। পেয়েছে দর্শকদের প্রশংসা।

অরণ্যে বন্ধুরা

১৯৭০ সালের ছবি 'অরণ্যের দিনরাত্রি'। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের কাহিনি অবলম্বনে তৈরি করেছিলেন সত্যজিৎ রায়। অভিনয়ে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়, সমিত ভঞ্জ, রবি ঘোষ, পাহাড়ী সান্যাল, শর্মিলা ঠাকুর, কাবেরি বসু, সিমি গারেওয়াল, অপর্ণা সেন।

চার বন্ধু। অসীম, সঞ্জয়, হরি এবং শেখর। কলকাতার বাসিন্দা। ছুটিতে পালামউয়ের কাছাকাছি বেড়াতে যায়। উদ্দেশ্য নির্ভেজাল অরণ্য যাপন। বাঁকা পথে ট্যুরিস্ট বাংলোয় আশ্রয় নেয়। আলাপ হয় এক অভিজাত বাঙালি পরিবারের সঙ্গে। নারী এবং সুরা চরমভাবে নেশা জাগায়। ধীরে ধীরে এগোয় কাহিনি। গাঢ় হয় রাত।

চিরকালীন ক্লাসিক ছবিটি সম্পর্কে নতুন করে বলার কিছু নেই। খুব কম রুচিশীল বাঙালিই আছেন, যাঁরা দেখেননি। তবে বড় পর্দায় দেখার সৌভাগ্য হয়েছে, এমন দর্শক এই মুহূর্তে বিরল। শেষ দুই-তিন প্রজন্মও দেখেছে। তবে টেলিভিশনে, নাহলে ডিজিটাল মাধ্যমে।

সম্প্রতি ছবিটি পুনরুদ্ধার করা হয়েছে। প্রদর্শিত হয়েছে ৩১তম কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে। বড় পর্দায় দেখার জন্য উৎসাহ চোখে পড়েছে দর্শকের মধ্যে। মুছে গেছে সময়ের ব্যবধান, বয়সের ব্যবধান। পর্দার চরিত্রদের সঙ্গে প্রত্যেকেই ঘুরেছেন গভীর অরণ্যের আনাচকানাচে। সাক্ষী থেকেছে চন্দ্রালোকিত রাত, সারিবদ্ধ আলোকালো গাছপালা।

সবার প্রিয় অভিনেতা অসিতবরণ

(১৮ পাতার পর)

সেইসব ছবিগুলির মধ্যে রয়েছে ওয়াসিয়াতনামা, মঞ্জুর, রূপ কি কাহানি প্রভৃতি। এছাড়া পরিণীতা ছবিতে তিনি যে হিন্দিতেও নায়কের অভিনয় করলেন সেখানে তার লিপের একটি গান (হাম কোচোয়ান হাম কোচোয়ান) অসম্ভব জনপ্রিয়তা পেয়েছিল। গানটি তাঁকে রাতারাতি বিখ্যাত করে দেয়।

পরিবারের সঙ্গে অসিতবরণ

বসু পরিবার ছবিকে কেন্দ্র করে ফ্ল্যাশব্যাক

যখন মুরলিধর চট্টোপাধ্যায়ের নিমন্ত্রণে নির্মল দে বসু পরিবার ছবি করবার জন্য তৈরি হচ্ছিলেন তখন মূল চরিত্র বড়দার (সুখেনের) ভূমিকায় তিনি চেয়েছিলেন অভি ভট্টাচার্যকে। কিন্তু বোম্বের ঠিকানায় টেলিগ্রাম যাওয়ার পরেও কোনও হদিশ না পাওয়ায় অভি ভট্টাচার্য প্রসঙ্গটা তুলে রাখতে হয়েছিল। তখন ডাক পড়েছিল অসিতবরণের। তখন অনেকগুলি ছবিতে কাজ করছেন বলে সময় বার করতে পারেননি অসিতবরণ বসু পরিবারের জন্য। অতঃপর উত্তম কুমারের ডাক পড়ল। এই বসু পরিবার ছবির মাধ্যমে উত্তম কুমারের ভাগ্যটাও খুলে গেল। এতদিন ধরে তিনি যে ফ্লপ মাস্টার জেনারেল হিসেবে খ্যাত ছিলেন কিন্তু এই বসু পরিবার ছবিতে বড়দা সুখেনের ভূমিকায় তিনি যে অসাধারণ দাপটের সঙ্গে অভিনয় করলেন, তা দর্শকমনে দাগ কেটে গেল। আর পিছু ফিরে তাকাতে হয়নি উত্তম কুমারকে।

শিল্পীর সঙ্গে পরিচয়

আমার প্রথম ছবি 'বাদশা'তেই তিনি আমার বাবা ব্যারিস্টার অবনী মিত্রের ভূমিকায় ছিলেন এবং মা মমতা দেবীর চরিত্রে সন্ধ্যা রানি। সেখানে বেশ কয়েকদিন রাধা ফিল্মস স্টুডিওতে তাঁর সঙ্গে কাজ করতে গিয়ে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম। যা এতদিন বাদেও মনের গভীরে দাগ কেটে রয়েছে। দ্বিতীয় যে ছবিতে তাঁর সঙ্গে কাজ করলাম সেটি স্বামী বিবেকানন্দের বাল্যকালের জীবন নিয়ে তৈরি 'বিলে নরেন'। সেখানে আমি বিলের ভূমিকায় আর আমার বাবা বিশ্বনাথ দত্তের চরিত্রে অভিনয় করলেন অসিতবরণ। সেখানেও তাঁর সান্নিধ্য, তাঁর স্নেহ-ভালবাসা পেয়েছিলাম। তৃতীয় যে ছবিটিতে তাঁর সঙ্গে অভিনয় করার সুযোগ পেলাম সেটি হচ্ছে 'লব কুশ'। সেখানে আমি লব এবং তিনি হয়েছিলেন শ্রীরামচন্দ্র। সীতার ভূমিকায় অভিনয় করতে বোম্বে থেকে এসেছিলেন পৌরাণিক ছবির অপরিহার্য নায়িকা অনিতা গুহ। বেশ কয়েকদিন কাজ ছিল 'লব কুশ' ছবিতে। সেখানেও তাঁর ভালবাসা অঢেলভাবে পেয়েছিলাম।

রঙ্গমঞ্চের ডাক

পেশাদারি রঙ্গমঞ্চের ডাক উপেক্ষা করতে পারেননি অসিতবরণ। মিনার্ভা থিয়েটারে অভিনয় করলেন মহানায়ক শশাঙ্ক, ডাঃ শুভঙ্কর নাটকগুলিতে। স্টার থিয়েটারে পরিণীতা নাটকে তিনি অভিনয় করলেন। বিশ্বরূপা থিয়েটারে ক্ষুধা, সেতু, লগ্ন প্রভৃতি নাটকের তিনি অভিনেতা। রঙমহল থিয়েটারে তিনি অভিনয় করলেন কথা কও নাটকে। নেতাজি মঞ্চে বিবর নাটকে। এর মধ্যে মিনার্ভায় ডাঃ শুভঙ্কর নাটকের নাম ভূমিকায় এবং স্টারে পরিণীতায় শেখর চরিত্রে অসিতবরণের অভিনয় সর্বসাধারণের সমাদর লাভ করেছিল। শেষ জীবনে শোভাবাজারের বি কে পাল ঠাকুরবাড়িতে নুটু মুখোপাধ্যায়ের সংযোগে বন্ধু-বান্ধবদের নিয়ে অসিতবরণ 'রসরঙ্গ' নামে এক ভক্তিমূলক গীতি আলেখ্যের আসর প্রতিষ্ঠা করেন। প্রধানত ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পুণ্যজীবন তুলে ধরা হয়েছিল। এই অনুষ্ঠান একাধিকবার দেখার সুযোগ পেয়েছিলাম। কিন্তু যাওয়া হয়নি। সেই আফসোস এখনও আমার মধ্যে রয়েছে।

নিয়মানুবর্তিতা

লবকুশের শ্যুটিং যখন হচ্ছে তখন একদিন আমার বাবা অসিতবরণকে জিজ্ঞাসা করলেন, ''আপনি কখন এলেন?'' সেই একরাশ হাসি ছড়িয়ে দিয়ে বললেন, ''আধঘণ্টা আগে।'' বাবা বললেন, ''আপনার কলটাইম তো ছিল দশটায়।'' অসিতবরণ সুন্দর করে বললেন, ''যখনই কল টাইম থাকুক না কেন তার থেকে আধঘণ্টা, একঘণ্টা আগেই পৌঁছে যাই। কোথায় কোন জ্যামে আটকে যাব তাই।'' আজকালকার শিল্পীরা যেখানে দেরি করে আসাটাই তাঁদের রেওয়াজ হয়ে দাঁড়িয়েছে সেখানে অসিতবরণের এই নিয়মানুবর্তিতার কথা ভাবলে শ্রদ্ধায় মাথা অবনত হয়।

শেষ কথা

দুই পুত্র এক কন্যার জনক ছিলেন অসিতবরণ। তিনি আমাদের ছেড়ে চলে যান ১৯৮৪ সালের ২৭ নভেম্বর। বাংলা স্বর্ণযুগের ছবির শিল্পী হিসেবে অসিতবরণ চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন দর্শকদের কাছে। তাঁর উদ্দেশে জানাই আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম।

রবিবার
16 November, 2025 • Sunday • Page 20 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

রবিবারের গল্প

দারুণ

তন্ময় মজুমদার

অফিস যাব। মেট্রো রেলের সব কম্পার্টমেন্টে উপচে পড়া ভিড়। গুঁতোগুঁতি করে ভিড় কম্পার্টমেন্টেই উঠে পড়লাম। কপাল ভাল, আমার সামনে দাঁড়ানো এবং বসে থাকা কয়েকজন যাত্রী পরের স্টেশনে নেমে যাওয়ায় বসবার সিটও পেয়ে গেলাম। আমার নামার দেরি আছে। চোখ বুজে বসেছিলাম। হঠাৎ তন্দ্রায় ব্যাঘাত এল। কর্কশ চেঁচামেচি। সামনের ভিড়ের মধ্যে দাঁড়ানো একটি মহিলা— কণ্ঠস্বর, খুব উত্তেজিত। তিনি কাউকে বলছিলেন, আপনি এত অসভ্য কেন?

এক পুরুষ কণ্ঠ উত্তর দিল, ভিড় ট্রেনে এত ছোঁয়াছুঁয়ির বিচার অচল। আপনার উচিত ছিল ভিড় কমলে ট্রেনে ওঠা।

মহিলা কণ্ঠস্বর এবার আরও উত্তেজিত। বলছিলেন, এই কম্পার্টমেন্টে আরও কত পুরুষ যাত্রী। সবাই চুপচাপ দাঁড়িয়ে। শুরুতে ভাবলাম ভিড়ের চাপ সহ্য করতে পারছেন না। তাই ডাইনে সরলাম, বাঁয়ে সরলাম, এগিয়ে-পিছিয়ে দাঁড়ালাম। কিন্তু উপোসী ষাঁড়ের মতো আপনি আমার শরীরের সঙ্গে একই রকম লেপ্টে দাঁড়িয়ে থাকছেন।

কম্পার্টমেন্টে গিজগিজ ভিড়, প্রচুর পুরুষ-মহিলা। সবাই মোটামুটি উদাসীন। অল্পবয়সী ছেলে-মেয়েরা চেঁচামেচির জায়গা থেকে যতটা সম্ভব দূরত্ব বাড়িয়ে দাঁড়াল। ট্রেন বাসের ভিড়ে এসব নতুন নয়। পুরুষরা ভিড়টাকে ঢাল হিসেবে ব্যাবহার করে— যেন কোনও ইচ্ছে ছিল না, ভিড়ের জন্যই কাছাকাছি থাকা মহিলাটির এখানে-ওখানে হাত-টাত রেখেছে। আবার মহিলারাও সুবিধাজনক অবস্থানে দাঁড়ানোর জন্য শরীরে শরীর লাগিয়ে জায়গা বার করে নেয়। চোখ বুজে অপেক্ষায় ছিলাম, চেঁচামেচি থামলেই আরেকটু ঝিমিয়ে নেব। হঠাৎ পুরুষটি হুঙ্কার দিল, আপনার এত অসুবিধা হলে সামনের স্টেশনে নেমে অ্যাপ ক্যাব নিন। ভিড়ে এসব অসুবিধা একটু মানিয়ে নিতে হয়।

আমি এমনিতে শান্তিপ্রিয় নাগরিক। মনে হয়, সকালে খাওয়ার পর হাইপ্রেসারের ওষুধ খেতে ভুলে গিয়েছিলাম। সটান দাঁড়িয়ে লোকটাকে বললাম, অ্যাপ ক্যাব নিয়ে আমরা অনেকেই অফিস যেতে পারি। সেভেন্থ পে কমিশন আমাদের সেই সামর্থ্য দিয়েছে। কিন্তু যাই না কেন?

লোকটা ঘাবড়ে গিয়েছিল সম্ভবত। চুপ করে আমাকে মাপছিল। প্রশ্নের উত্তর আমিই দিয়েছিলাম।— কারণ খরচ বাঁচাই।

তারপর আরও কিছুটা গলা চড়িয়ে বলেছিলাম, ফাজলামি পেয়েছেন? বদমায়েশি করবেন আপনি। আর ভদ্রমহিলাকে গুনাগার দিয়ে অ্যাপ ক্যাবে খরচ করতে হবে?

জানি না, পরের স্টেশন লোকটার গন্তব্য ছিল কি না! কিন্তু, হাবভাবে বোঝাল জায়গামতোই ও নেমে যাচ্ছে। লোকটা নেমে যাওয়ার পর আমি আবার চোখ বুজলাম। যতটুকু বিশ্রাম নেওয়া যায়!

[২]

আমি ইন্ডিয়ান রেলের কর্মী। রিজার্ভেশন কাউন্টারে রিলিভারের অপেক্ষায় বসে ছিলাম। অনেকক্ষণ কোনও যাত্রী আসেনি। ঝিমুনি এসেছিল। হঠাৎ কাউন্টারের ওপারে মেয়েলি গলার স্বর। আড়মোড়া ভেঙে তাকাই। দুটো চোদ্দো-পনেরো বছরের কিশোরী। একজন বলল, দুটো মুম্বই সেন্ট্রাল স্টেশনের টিকিট দিন। রিজার্ভড সিট। কত টাকা লাগবে?

বেশ বেপরোয়া কথা বলার ভঙ্গি। ভাল করে জরিপ করলাম দু'জনকে— দামি আধুনিক পোশাক, পিঠে ব্যাকপ্যাক। সঙ্গে দুটো মাঝারি ট্রলি ব্যাগ। কাউন্টারের ওপার থেকেও পারফিউমের মিষ্টি গন্ধ আমার নাকে ঝাপটা মারছিল। আমি সাংসারিক মানুষ। সন্তানের বাবাও। একটা উদ্বেগ আমাকে চেপে ধরল। ভাবলাম, দুটো কিশোরী কোনও ভুল করছে না তো! কিংবা মেয়েদুটোর কোনও দুর্বলতার সুযোগে মানব পাচারের সম্ভবনা নেই তো? যতদূর সম্ভব মিষ্টি স্বরে ওদের বলেছিলাম, রিজার্ভেশনের ফর্ম ফিল আপ করতে হবে। আইডি প্রুফের ফটো কপি লাগবে। সেসব রেডি আছে? না থাকলে ভিতরে এসো। আমি সাহায্য করব।

কিশোরীদুটো দু'জন দু'জনের দিকে তাকাল। চোখে-চোখে কথা বলল। তারপর একটু সরে গিয়ে নিজেদের মধ্যে সন্তর্পণে আলোচনা করল। আমি ধুলো জমে অস্বচ্ছ হয়ে যাওয়া কাচের এপার থেকে সব লক্ষ করছিলাম।

কিছু সময় পর ওরা এগিয়ে এসে জানতে চায় ভিতরে ঢোকার দরজা কোথায়? আমি বলবার পর সেদিকে সরে যায়। সময় নষ্ট করি না। ভিতরে থাকা এক সহকর্মীকে বলি, একটা সন্দেহজনক কিছু ঘটতে পারে। তুই আরপিএফ-এর কম্যান্ডান্টকে বল নিজে আসতে। কিংবা রেসপন্সিবল কাউকে পাঠাতে।

ওরা ভিতরে ঢুকেই বলেছিল, ফর্ম দিন।

ঠিক কিশোরী নয়, সদ্য যুবতী বলা যায়। মুখ আর গলায় বিন্দু বিন্দু ঘাম। অবশ্যই সুশ্রী। কিন্তু কথা ও হাবভাবে বেশ বেপরোয়া। মিষ্টতার সঙ্গে বললাম, আগে চেয়ারদুটো টেনে বসো। জল খাও। আধার কার্ড দাও। ওগুলো ফটোকপি করতে হবে। এখন তো আইডি প্রুফ ছাড়া রেল, প্লেনের টিকিট হয় না।

ওরা ব্যাকপ্যাক খুলে হয়তো আধার কার্ড বার করছিল। সেই অবকাশে দেখলাম দু'জনের ব্যাকপ্যাক সোনার গয়না আর টাকার বান্ডিলে ঠাসা। এছাড়াও মনে হল এদের মুখ ও গড়ন একরকম। হয়তো দু'বোন। একদম নিশ্চিত হয়ে গেলাম, মেয়ে দুটোর ব্যাপার স্বাভাবিক নয়। আরপিএফ-এর কম্যান্ডান্ট কিংবা অন্য কোনও রেল পুলিশের লোক কখন আসবে, জানি না। একটু সময় নেওয়ার জন্য বললাম, তোমরা চা কিংবা অন্য কিছু খাবে? তোমাদের খুব শুকনো দেখাচ্ছে।

একটি মেয়ে সামান্য ঘাড় বেঁকিয়ে বলল, আননেসেসারি ইন্টারেস্ট ইজ নট গুড। আপনি টাকা নিয়ে দুটো টিকিট কেটে দিলেই অবলাইজড হব।

এমন সময় আমার সহকর্মী পুলিশ নিয়ে হাজির। স্বয়ং কম্যান্ডান্ট সাহেব নিজেই এসেছেন। আমার সহকর্মী বসবার জন্য একটা চেয়ার টেনে দেয়। রিলিভার এসে যাওয়ায় তাকে জায়গা ছেড়ে আরেকটা চেয়ার টেনে কাছাকাছি বসি। আইনত আমার দায়িত্ব শেষ। এখন অপেক্ষা রহস্যের মোড়ক খোলা। সেটুকু দেখে মেট্রো রেলে বাড়ি ফিরব।

ব্যাকপ্যাক দুটোর মুখ খোলা ছিল। কম্যান্ডান্ট সাহেব অভিজ্ঞ দৃষ্টিতে ভিতরের টাকা-গহনার সম্ভার দেখে বললেন, তোমরা কার বাড়িতে আয়ার কাজ করতে? সেখান থেকে টাকা-গয়না চুরি করার জন্য এখনই তোমাদের অ্যারেস্ট করব।

কথাগুলো বলেই তিনি নিজের মোবাইল ফোন থেকে কাউকে দুটো লেডি কনস্টেবল পাঠানোর জন্য আদেশ করলেন।

দুটো মেয়েই প্রবল ঘাড় নেড়ে কম্যান্ডান্টের কথায় আপত্তি জানিয়ে বলল, আমরা দুই বোন। কেন আয়ার কাজ করব? আমাদের বাড়িতে দুটো সবসময়ের কাজের লোক আছে। চোর-ডাকাত নই। মুখ সামলে কথা বলুন।

— পাঁচটা কাজের লোক থাকলেও বাড়ির ছেলেমেয়েরা চোর হতে পারে। এসব অনেক দেখেছি। এত গয়না-টাকা কোথা থেকে চুরি করলে?

— এসব আমাদের বাড়ির গয়না-টাকা।

— তা, বাড়ির গয়না-টাকা তোমাদের ব্যাকপ্যাকে কেন?

কখনও কখনও নীরবতা শ্রেয়, বিশেষ করে যদি উত্তরটা প্রীতিকর না হয়। দুই বোন মাথা নিচু করে একে অন্যের দিকে তাকায়। সামান্য অপেক্ষার পর কম্যান্ডান্ট রুক্ষ স্বরে বললেন, এই মেয়ে! যা জানতে চাইছি সব উত্তর দাও। নাহলে এক্ষুনি অ্যারেস্ট করে হোমে পাঠিয়ে দেব। সেখানে বিরাট বিরাট গোঁফওয়ালা দারোয়ান। দুটো কচি মেয়েকে পেলে তারা কতটা মজা লুটবে, জানি না।

তারপর মহিলা কনস্টেবলদের উদ্দেশে বললেন, দুটো মেয়েই খুব ত্যাঁদোড়। আপনারা প্রিজন ভ্যান রেডি করুন।

দুই বোনই আমার দিকে তাকাল। ভয়ংকর ঘৃণাপূর্ণ সে দৃষ্টি। আমি মুখ ঘুরিয়ে নিই। নিজেকে বোঝালাম, আমি সঠিক কাজই করেছি। নাহলে দুটো বাচ্চা মেয়ে কোথায় কার খপ্পরে পড়ত! আমিও সন্তানের বাবা। হঠাৎ বাড়ি থেকে সন্তানরা উবে যাওয়ায় ওদের বাবা-মায়ের দিশাহারা করুণ মুখ দুটো কল্পনা করার চেষ্টা করছিলাম। আমার কল্পনায় ব্যাঘাত এল। শুনতে পেলাম দুই বোন একে অন্যকে ছাপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বলছিল, আমাদের ফেভারিট হিরো বরুণ ধাওয়ান— মুম্বইয়ের খারে যাচ্ছিলাম ওর সঙ্গে দেখা করবার জন্য— আমরা হিন্দি ফিল্মে অ্যাকটিং করারও সুযোগ খুঁজছি— প্লিজ আমাদের সরকারি হোমে পাঠাবেন না— নিজেদের বাড়িতেই ফিরে যাব— আমাদের ছেড়ে দিন প্লিজ—

কমান্ডান্ট সামান্য হেসে বললেন, এতকিছুর পর এমনি এমনি ছেড়ে দেওয়া যায় না। তোমাদের বাড়িতেই পাঠাব। কিছু খারাপ কথা বলার জন্য দুঃখিত। সেসব বলেছি সত্যটা জানার জন্য।

তারপর আমাকে বললেন, থ্যাঙ্কস গড! আপনার জন্যই মেয়েদুটো বড় কোনও সমস্যায় পড়ল না। এদের সঙ্গে থাকা টাকা-গয়নার একটা লিস্ট করতে বলছি। সব মিলিয়ে সাক্ষীর জায়গায় সই করে দিলে আপনার ছুটি। দুটো লেডি কনস্টেবল সঙ্গে দিয়ে পুলিশের গাড়িতে এদের বাড়ি পাঠিয়ে দেব। আধার কার্ডগুলো লাগবে, নাম ঠিকানার জন্য। লিগাল পার্সপেক্টিভ ঠিক হওয়া দরকার। নাহলে এসব বিচ্ছু মেয়ে হয়তো মিডিয়ার লোক ডেকে মলেস্টেশন অব ডিগনিটির অভিযোগ করে দিল। সময় খুব খারাপ।

ফটোকপি করার অছিলায় আধার কার্ড দুটো নিয়েছিলাম। ওগুলো দেওয়ার সময় দেখলাম এদের ঠিকানা আমার বাড়ির কাছাকাছি। বললাম, এতো আমার বাড়ির কাছাকাছি ঠিকানা।

— খুব ভাল। তাহলে আপনি ড্রাইভারের পাশের সিটে বসে চলে যান।

[৩]

খোলা জানালা দিয়ে আসা ধুলো ধোঁয়া এবং ঝোড়ো হাওয়ার মুখোমুখি ড্রাইভারের পাশের সিটে বসেছিলাম। এটা আমার পরিচিত অঞ্চল। রাত প্রায় দশটা। এখন মোবাইল ফোন বাছবিচারহীন সবার হাতে। এই মেয়েদুটোও নিশ্চয়ই ব্যতিক্রম নয়। অবাক হচ্ছিলাম, এদের একটা ফোনও কেন এতক্ষণ ধরে একবারও বাজল না। তবে কি সুইচ অফ করে রাখা? হয়তো। ফোনে কথা হলেই আমরা ওদের সম্পর্কে আরও কিছু জেনে যাব। ভাবছিলাম, কী ভয়ংকর এই মেয়েদুটো।

আমার ভাবনা থমকে যায়। দুটো মেয়েই স্বাভাবিক গলায় বলে ওঠে, ব্যস! ব্যস! রাস্তার ওপর এই দোতলা বাড়িটা আমাদের।

জিপ দাঁড়িয়ে যায়। একটি মেয়ে নামতে নামতে বলে, এবার আপনারা চলে যেতে পারেন। আর আপনাদের বসকে বলে দেবেন আমরা কারওর আয়া নই, বরং দরকারে আয়া রাখি।

পিছনে এক মহিলা কনস্টেবল বললেন, অ্যাই মেয়ে। টাকা-সোনা সব আমার কাছে। তোমাদের বাবা-মা সব মিলিয়ে দেখে কাগজে সই করবে, তারপর রেহাই। বাড়াবাড়ি কোরো না। মনে রেখ জেনারেল ডায়েরি হয়েছে।

ভেবেছিলাম, নামব না। এখন মনে হল সন্তানরা ফিরে আসার পর এদের বাবা-মার প্রতিক্রিয়াটা দেখা দরকার। পিছন পিছন নামলাম। সামনে ওই মেয়েদুটো, দুই পাশে দুই কনস্টেবল। একটি মেয়ে কলিং বেল বাজাল। আমি দাঁড়িয়ে পড়লাম বজ্রপাতে পুড়ে যাওয়া গাছের মতো। কেননা, দরজা খুলে হাসি মুখে বেরিয়ে এল সকালে মেট্রো রেল কম্পার্টমেন্টে অসভ্যতাকারী লোকটা।

অঙ্কন : শংকর বসাক

জাগোবাংলা-র 'রবিবার' বিভাগের জন্য গল্প পাঠান কম-বেশি হাজার শব্দের। নাম ঠিকানা মোবাইল নম্বর-সহ লেখা টাইপ করে মেল করুন
robbarergolpo@gmail.com